NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ এবার রাজ্যের রেশন গুদামে সরেজমিনে শারীরিক যাচাই হবে!

পাঁচপাড়ায় পতাকা ঘিরে উত্তেজনা, জখম নেত্রী ও ছেলে ২

কলকাতা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ৮ ফাল্গুন ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ২৫১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.02.2026, Vol.19, Issue No. 251, 8 Pages, Price 3.00

এসআইআর নথি যাচাইয়ে ‘জুডিশিয়াল অফিসার’

বেনজির নজরদারি

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হলে ডিজির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধননিয়ে রাজ্য পুলিশকে আবার কড়া বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি বজায় না-রাখতে পারলে রাজ্য পুলিশের ডিজির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হতে পারে বলে জানাল শীর্ষ আদালত। আইনশৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ নিয়ে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা হলফনামা দিয়ে জানানোর নির্দেশও দিয়েছে। এর আগের শুনানিতে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে শো-কজ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট।

শুক্রবারের শুনানিতে কমিশন আদালতে সওয়াল করে জানায়, পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট জানায়, এই অভিযোগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা আগামী শুনানিতে ডিজি-কে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে। পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার নতুন করে অবনতি ঘটলে হলফনামায় তা-ও জানাতে হবে। মার্চের প্রথম সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে এই মামলার।

শীর্ষ আদালত আরও জানায়, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় না-রাখতে পারলে রাজ্য পুলিশের ডিজির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হতে পারে। ডিজির আইনজীবী সওয়াল করে জানান, কমিশন অসত্য বলছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত কমিশনকে প্রশ্ন করে জানান, পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ করা যাচ্ছে না? কমিশন জানায়, আদালতে মামলাটি বিচারাধীন থাকায় এ নিয়ে তারা দ্বিধাগ্রস্ত। এসআইআরের কাজ করানোর জন্য রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী আনার পরামর্শও দেয় কমিশন। সুপ্রিম কোর্ট জানায়, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক আদালতের নির্দেশ কার্যকর করার জন্য বিশেষ দায়িত্বে থাকবেন। এসআইআরের কাজে কমিশন এবং রাজ্য উভয়ের ভূমিকাতেই শুক্রবার অসন্তোষ প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি এনভি অঞ্জরিয়ার বেঞ্চে মামলাটির শুনানি ছিল। আদালত জানায়, রাজ্যের ভূমিকায় তারা হতাশ। রাজ্য সরকার এবং কমিশনের মধ্যে বিশ্বাসের ঘাটতি রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি। এর পরেই কলকাতা হাইকোর্টকে এসআইআরের কাজের জন্য কয়েক জন আধিকারিক নিযুক্ত করার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরকে কেন্দ্র করে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতি রাজ্য সরকার তৈরি করেছে, যেখানে বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।’

- এসআইআর নথি যাচাই করবেন আদালত নিযুক্ত আধিকারিকরা।
- এই জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়োগ করবে কলকাতা হাইকোর্ট।
- জেলা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা জজদের ‘জুডিশিয়াল অফিসার’ হিসাবে নিয়োগ করা যাবে।
- ওই আধিকারিকদের পরামর্শ দেবেন প্রাক্তন বিচারকরা।
- অফিসার দিতে না পারলে অবিলম্বে কমিশনকে জানানোর নির্দেশ।
- আগামী পাঁচদিনের মধ্যে ‘জুডিশিয়াল অফিসার’ নিয়োগ করতে হবে।

রাজ্যের ভূমিকায় আশাহত আদালত

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি: এসআইআর ইস্যুতে রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সংঘাতে নজিরবিহীন নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। মাইক্রো অবজার্ভার বা রোল অবজার্ভার নয়, এবার থেকে এসআইআর নথি যাচাইয়ের কাজ করবেন আদালত নিযুক্ত আধিকারিকরা। সেই ‘জুডিশিয়াল অফিসার’দের নিয়োগ করবে কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার এসআইআর মামলায় এমনই নির্দেশ দিঠে সুপ্রিম কোর্ট।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এই ‘জুডিশিয়াল অফিসার’দের নিয়োগ করবেন। জেলা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা জজদের ‘জুডিশিয়াল অফিসার’ হিসাবে নিয়োগ করা যাবে। ওই আধিকারিকদের পরামর্শ দেবেন প্রাক্তন বিচারকরা। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ‘জুডিশিয়াল অফিসার’দের নির্দেশই চূড়ান্ত। তিনি যা বলবেন তা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ হিসাবেই ধরতে হবে। এদিন রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বল সওয়াল করেন, ‘ম্যান পাওয়ার কম। জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মী সংখ্যায় টান পড়বে। পরিকাঠামোয় চাপ পড়বে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে।’ প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘যদি অফিসার দিতে না পারেন তবে তা অবিলম্বে কমিশনকে জানান। আমরা ভেবেছিলাম এসআইআরের কাজে রাজ্য সহযোগিতা করবে। কিন্তু রাজ্যের ভূমিকায় আমরা আশাহত।’

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, ‘জুডিশিয়াল অফিসার’দের নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করতে হবে রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং পুলিশসুপারদের। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, শনিবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সিইও মনোজ কুমার আগরওয়ালকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে বৈঠকে বসতে হবে। এদিনের বৈঠকে থাকবেন মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পাণ্ডেও। আগামী পাঁচদিনের মধ্যে ‘জুডিশিয়াল অফিসার’ নিয়োগ করতে হবে। তারপর তাঁরা সমস্ত নথি খতিয়ে দেখবেন। নথি যাচাইয়ের পর আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি বেরবে এসআইআরের তালিকা। পরে প্রয়োজনে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা যেতে পারে বলেই জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মার্চের প্রথম সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলার পরবর্তী শুনানি।

আঠাশেই তালিকা, ফোনে কথা মনোজ-জ্ঞানেশের

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করতে হবে। অথচ হাতে সময় খুবই কম। এই অল্প সময়ের মধ্যে আদৌ এসআইআরের তালিকা প্রকাশ সম্ভব? এই প্রশ্ন ভাবাচ্ছে খোদ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকেও। সূত্রের খবর, শুক্রবার নাকি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়ালকে ফোন করেছিলেন জ্ঞানেশ। তালিকা প্রকাশ সম্ভব কিনা, তা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দু'জনের কথা হয় বলেও খবর।

সূত্রের খবর, শুক্রবার নাকি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়ালকে ফোন করেছিলেন জ্ঞানেশ। ২৮ ফেব্রুয়ারি এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ সম্ভব কিনা, তা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দু'জনের কথা হয় বলেও খবর। তবে তার পরেও ‘অমীমাংসিত’ ভোটারদের জন্য অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। উল্লেখ্য, শুক্রবার এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় আগামী ২৮ তারিখের মধ্যেই ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রয়োজনে পরে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করে নাম যোগ করা যেতে পারে। আপাতত যা হয়েছে, তা-ই প্রকাশ করতে হবে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পরেই দিল্লি থেকে কলকাতায় জ্ঞানেশের ফোন আসে। সিইও জানান, ২৮ তারিখেই তালিকা প্রকাশ হবে। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচির সময়সূচি নতুন করে নির্ধারণ করেছে কমিশন। সংশোধিত সূচি অনুযায়ী, নথি যাচাই ও নিষ্পত্তির কাজ চলবে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পোলিং স্টেশনের পুনর্বিন্যাস সম্পন্ন করার কথা। তার পর ভোটার তালিকার স্বাস্থ্যগত মান যাচাইয়ের সময়সীমা রাখা হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা।

‘প্যাক্স সিলিকা’য় স্বাক্ষর নয়াদিল্লির

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি: সিলিকন, সেমিকন্ডাক্টর এবং কৃত্রিম মেধা প্রযুক্তিতে চিনা নিয়ন্ত্রণ কমাতে ‘প্যাক্স সিলিকা’ জোট তৈরি করেছে আমেরিকা। জানুয়ারি মাসেই মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর জানিয়েছিলেন, এই জোটে ভারতকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। বাস্তবেও তাই ঘটল। ভারত আনুষ্ঠানিক ভাবে জুড়ে গেল আমেরিকা নেতৃত্বাধীন এই জোটে। শুক্রবার নয়াদিল্লির এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে ‘প্যাক্স সিলিকা’ ঘোষণাপত্রে সই করল ভারত। চুক্তি স্বাক্ষরের পর কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, ‘প্যাক্স সিলিকা’ জোট গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে উপকৃত হবে ভারতের যুবসমাজ।

‘প্যাক্স সিলিকা’ জোটের চুক্তিপত্রে বলা হয়েছে, দেশগুলি অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা করবে একে অপরকে। কাঁচামাল সরবরাহ, সেমিকন্ডাক্টর এবং এআই পরিকাঠামো গড়ার বিষয়ে কাজ করবে এই জোট। এই বিষয়ে মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, ‘‘ভারত ‘প্যাক্স সিলিকা’র অংশ হয়েছে উঠল। এর ফলে ভারতের বৈদ্যুতিন এবং সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রের উন্নতি হবে। ভারতে ইতিমধ্যেই সেমিকন্ডার প্লান্ট তৈরি হয়েছে। খুব শীঘ্রই সেখানে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবে। ‘প্যাক্স সিলিকা’ এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। উপকৃত হবে ভারতের যুবসমাজ।’’

সিলিকন, সেমিকন্ডাক্টর এবং কৃত্রিম মেধা প্রযুক্তিতে একটি দেশের উপর নির্ভরতা কমাতে ‘প্যাক্স সিলিকা’ জোট তৈরি করেছে ওয়াশিংটন। মূলত চিনা নিয়ন্ত্রণ কমাতেই এই জোট। আমেরিকা ছাড়াও এই জোটে রয়েছে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রিটেন, সিঙ্গাপুর, নেদারল্যান্ডস, ইজরায়েল, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং অস্ট্রেলিয়া। মূলত বিরল খনিজ এবং এআই-এর সরবরাহ শৃঙ্খলকে প্রসারিত করতেই এই উদ্যোগ। প্রযুক্তিও এখন বিশ্বের নিয়ন্ত্রক। বিশ্বজুড়ে তার ভারসাম্য রক্ষা করতে ‘প্যাক্স সিলিকা’ জোট গড়া হয়েছে বলে দাবি আমেরিকার। বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে টানাপোড়েন মিটতেই ভারতকে এই জোটের অংশ করল ওয়াশিংটন।

এআই সম্মেলনে জামা খুলে প্রতিবাদ, নিন্দিত যুব কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি: দিল্লিতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক এআই সম্মেলনে মোদী বিরোধী স্লোগান। নিরাপত্তাবাহিনীর নজর এড়িয়ে মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে দেখা গেল যুব কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের। শুক্রবার এই ঘটনায় ৪-৫ জন প্রতিবাদীকে আটক করেছে দিল্লি পুলিশ। জানা যাচ্ছে, কংগ্রেসের ১০ জন সদস্য এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ। গোটা ঘটনায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিজেপি।

দিল্লি পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, শুক্রবার কিউআর-কোড যুক্ত পাস ব্যবহার করে এই সম্মেলনে প্রবেশ করেছিল অভিযুক্তরা। এরপর সকলের অলক্ষে মঞ্চের সামনে গিয়ে নিজেদের জামা খুলে প্রতিবাদ দেখাতে থাকে ১০ প্রতিবাদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করা হয় পুলিশের তরফে। ঘটনায় ৪ থেকে ৫ জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর। অভিযুক্তরা নিজেদের যুব কংগ্রেসের সদস্য বলে জানিয়েছেন। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে। এদিকে গোটা ঘটনায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিজেপি। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতকে অপমান করতেই এই পদক্ষেপ বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।

বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘ভারত গর্বের সঙ্গে আন্তর্জাতিক এআই সম্মেলনের আয়োজন করেছে দেশে। সেখানে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও ভারতের কৃতিত্ব প্রদর্শিত হচ্ছে। এহেন একটি পদক্ষেপকে সম্মান জানানোর পরিবর্তে কংগ্রেস সেখানে সমস্যা তৈরি করতে উঠেপড়ে লেগেছে।’

অতিরিক্ত পদ

■ **মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এবার পুলিশ বিভাগেও অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করল রাজ্য সরকার। সচিবালয় ও বিভিন্ন স্টেট কনস্টিটিউটেড সার্ভিসে পদ বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তির পর শুক্রবার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পুলিশ সার্ভিস সেল থেকে একাধিক নোটিফিকেশন জারি হয়েছে।**

সেই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে অতিরিক্ত ৫০টি অ্যাডিশনাল সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিশ পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পদগুলি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ সার্ভিসের আধিকারিকদের মধ্যে থেকে প্রোমোটি এবং সরাসরি নিয়োগ, উভয় ক্ষেত্রেই পূরণ করা হবে। অর্থ দপ্তরের অনুমোদন ও মন্ত্রিসভার সিলমোহরের পর এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

ট্রাম্পকে টাইট

■ **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আন্তর্জাতিক শুল্ক আরোপের ক্ষমতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল। আদালতে তরফে রায় ঘোষণা করে জানানো হয়েছে, মার্কিন বাণিজ্য অংশীদারদের উপর বিস্তৃত শুল্ক আরোপের জন্য তাঁর জরুরি কর্তৃত্ব ব্যবহার বেআইনি ছিল। ২০২৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ৬-৩ ভোটে এই রায় দেওয়া হয়। প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস বলেন, ১৯৭৭ সালের আইন প্রেসিডেন্টকে ব্যাপক শুল্ক আরোপের স্পষ্ট ক্ষমতা দেয় না।**

আদালত অবমাননার পিটিশন ফাইল সুপ্রিমে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের ডিএ ইস্যুতে লড়াই শীর্ষ আদালতে। কারণ, এখনও মেলেনি বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ। সেই কারণে, আবারও সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছে ডিএ আন্দোলনকারী সরকারি কর্মীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। এবার কনটেম্পট পিটিশন ফাইল করল তারা। এর আগে ১৩ ফেব্রুয়ারি আইনি নোটিস দিয়ে তিন দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়েছিল। সেটা না হওয়াতেই সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ বলে খবর। আদালত অবমাননার মামলার পথে কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজও। আদালত সূত্রে খবর, আগামী সপ্তাহে মামলা শুনানির সম্ভাবনা।

প্রসঙ্গত, বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য গত ৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু, আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, সুপ্রিম-নির্দেশের এক সপ্তাহ পরেও বকেয়া ডিএ মেটানোর বিষয়ে কোনও হেলদোল করেনি রাজ্য সরকার। এই পরিস্থিতিতে এর আগে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ডিএ মামলাকারীরা আইনি নোটিস পাঠিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং অর্থসচিব প্রভাতকুমার মিশ্রকে। সেই আইনি নোটিসে বলা হয়েছিল, গত ৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের জারি করা ডিএ মামলার নির্দেশকে ইচ্ছাকৃত এবং সজ্ঞানে লঙ্ঘন করা হয়েছে। যা প্রকৃতপক্ষে আদালত অবমাননার সমান।

ডিএ নির্দেশ

মামলার খবর সামনে আসার পরে বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদারের প্রতিক্রিয়া, ‘এই রাজ্য সরকার ডিএ দেবে না। তার বিরুদ্ধে কর্মচারীরা আদালতে গিয়ে লড়াই করছে। তাদের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। ভারতের জনতা পার্টির সরকার আর কয়েক মাস পরেই গঠন হতে চলেছে। সেই সরকার এসে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়ার ব্যবস্থা আমাদের রাজ্য সরকারই কর্মচারীদের জন্য করবে।’

বিদায় ‘জন অরণ্য’, ‘কত অজানারে’র সন্ধানে শংকর

মণি-হারা বঙ্গ সাহিত্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: মণি-হারা বঙ্গ সাহিত্য। প্রয়াত প্রখ্যাত লেখক মণিশংকর মুখোপাধ্যায়। বাঙালি পাঠকের প্রিয় শংকর। বাংলার কালজয়ী সাহিত্যিকের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বার্ধক্যজনিত কারণেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। আসল নাম মণিশংকর মুখোপাধ্যায় হলেও সাহিত্যজগতে তিনি শংকর নামেই চিরপরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সাহিত্যজগৎ। সূত্রে খবর, গত ৪ ফেব্রুয়ারি বার্ধক্য জনিত সমস্যা এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট নিয়ে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন বর্ষীয়ান সাহিত্যিক। আইসিসিইউ-তে চিকিৎসাধীন ছিলেন শংকর। এরপর শুক্রবার দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘‘বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক মণিশংকর মুখোপাধ্যায় -এর প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর প্রয়াণে বাংলা সাহিত্য জগতের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন হল। ‘চৌরঙ্গী’ থেকে ‘কত অজানারে’, ‘সীমাবদ্ধ’ থেকে ‘জনঅরণ্য’, তাঁর কালজয়ী সৃষ্টিগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাঙালি পাঠককে মুগ্ধ করেছে। তাঁর লেখনীর আধারে উঠে এসেছে সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের না-বলা কথা। বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে তাঁর সুগভীর গবেষণা ও গ্রন্থসমূহ আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ। তাঁর প্রয়াণ আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও অগণিত গুণগ্রাহীকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।’’

প্রয়াত সাহিত্যিকের ছোট মেয়ে তনয়া ব্রিটেনের কার্ডিফের বাসিন্দা হলেও এই মুহূর্তে তিনি রয়েছেন কলকাতাতেই। জানা গিয়েছে, উইলে শংকরের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল তাঁর দেহ যেন ঠান্ডা ঘরে না রাখা হয়। সেই ইচ্ছেকেই মান্যতা দিতে আমেরিকাবাসী বড় মেয়ে কলকাতায় আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে না বলেই জানান তাঁরা। কেবল এই একটিই নির্দেশ নয়, তাঁর উইলে আরও বহু ইচ্ছের কথা জানিয়ে গিয়েছেন শংকর। ২০২৩ সালে উনি একটি উইল করেন। যেখানে দে'জ পাবলিশিংয়ের কর্ণধার সুধাংশুশেখর দে-কে ‘কাস্টডিয়ান’ করে গিয়েছিলেন। সেই উইলে একটা গোটা প্যারাগ্রাফ ছিল, যেখানে পরিষ্কার নির্দেশ ছিল তাঁর মৃত্যুর পরে কী কী করতে হবে। স্ত্রী ও মায়ের মতোই তাঁর অন্ত্যেষ্টি করা হল কেওড়াতলা মহাশ্মশানেই। যদি হাসপাতালে মৃত্যু হয় সেক্ষেত্রে সেখান থেকে দেহ নিয়ে যেতে হবে বন্ডেল রোডের বাড়িতে। সেখান থেকে সরাসরি শ্মশান। ওঁর কর্মস্থল, রবীন্দ্রসদন কিংবা অন্য কোথাও দেহ শায়িত রাখা যাবে না। এমনকী এও শংকর জানিয়ে গিয়েছিলেন, অনাবশ্যক কোনও কিছু যেন না চাপানো হয় তাঁর নিথর শরীরের উপরে। লেখকের পরিবার সূত্রে খবর, তাঁর প্রতিটি ইচ্ছাকেই মান্যতা দিয়েছেন তাঁরা।

> “তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, বিভিন্ন প্রজন্মের পাঠককে প্রভাবিত এবং ভারতের সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।
> -নরেন্দ্র মোদী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৮৫২ নং এফিডেভিট বলে আমি Buddhadev Biswas (old name) S/o. Arun Biswas, R/o. Bhaira, Belun, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Buddhadev Biswas নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Buddhadeb Biswas (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Buddhadeb Biswas & Buddhadev Biswas, S/o. Arun Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি জুলি খাতুন মণ্ডল আমার কন্যা সানিয়া মন্ডলের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম জুলেখা মন্ডল ১৫-১-২৬ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে জুলি খাতুন মন্ডল ও জুলেখা মন্ডল ও আমার কন্যা সানিয়া মন্ডল ও সানিয়া বক্স মন্ডল একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৪৪৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Selina Khatun D/o. Lt. Sk Abbas Ali, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Abbas Ali S/o. Sk Karu Ali, Abbas Ali S/o. Sekh Karu Ali, Sk Abbas Ali S/o. Sekh Karu Ali, Ali Abbas S/o. Sekh Karu and Sk Abbash Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন এবং ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (১৮৯ পান্ডুয়া বিধানসভা, অংশ নাম্বার ২১৫, ক্রমিক নাম্বার ১৭৭, হুগলী) আমার পিতার নাম Ali Abbas S/o. Sekh Karu লিপিবদ্ধ আছে।

নাম-পদবী

গত ১৮/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৪২৮৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Kartick Kumar Ghosh S/o. Uttam Kumar Ghosh ও Kartik Kr. Ghosh S/o. U. K. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৪২৯২ নং এফিডেভিট বলে আমি Utpal Kumar Mandal S/o. Prankrishna Mandal ও Utpal Kumar Mondal S/o. P. K. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৪২৯৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Swapan Debnath S/o. Satish Debnath ও Swapan Kr. Debnath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৪২৯০ নং এফিডেভিট বলে আমি Abdul Alim Sekh S/o. Abdul Ohid ও Abdul Alim S/o. A. Ahid সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি রানা দাস, পিতা- মৃত অমরেন্দ্রনাথ দাস, ঠিকানা এসি পাত্র লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া আমি ২৮-০১-২০২৬ তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে ঘোষণা করেতেছি আমার পিতা অমরেন্দ্রনাথ দাস, বিগত ০৪-০৩-২০২৫ তারিখে পরলোক গমন করেন। তাহার ওয়ারিশ ১) রানা দাস (পুত্র), ২) দেবকুমার দাস (পুত্র) ৩) রীনা দাস (স্ত্রী), এই তিন জন ছাড়া অন্য কেউ ওয়ারিশ নেই।

CHANGE OF NAME

I, **LIH FANG SEPHORA HO**, D/O Late Ho Chi Hsiung, residing at 114, L.M. Bhattacharjee Road, P.O. Entally, Kolkata - 700014, do hereby solemnly affirm and declare that my correct name is Lih Fang Sephora Ho, and that the names Ho Lih Fang alias Sephora Ho, Ho Lih Fang Sephora Ho, and Lih Fang Sephora Ho refer to one and the same identical person, namely myself vide affidavit No. : **73661**, dtd. : 03.12.2025 before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore for all future purposes.

AFFIDAVIT

I, **SABYA KHATOON** W/O Ahmad Ali resident of Pou Pavpur, Rautara, Padmalavpur, Dist. - North 24 Parganas, PIN - 743126 do hereby declare vide affidavit no. 3208 dated 17.02.2026 filed in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Alipur that my correct and actual spelt name is SABYA KHATOON and it is recorded in my Aadhar card. I gave birth to a female child named RUKHSAR KHATOON on 16.05.2005 and in the birth certificate being Regn. no. 1859 dated 09.06.2005 issued by Bhatpara Municipality, my name has been recorded as SABIHA KHATOON and my daughter's name as RUKSAR KHATOON inadvertently. SABYA KHATOON and SABIHA KHATOON i.e. myself am the same and one identical person. RUKHSAR KHATOON and RUKSAR KHATOON i.e. my daughter is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **VANDANA DEVI KAYAN** W/O Shri Pawan Kumar Kayan residing at 49A/1, Tollygunge Circular Road, New Alipore, Kolkata - 700053 do hereby declare vide affidavit before the Notary Public at Kolkata dated 20.02.2026 that my correct and actual name is VANDANA DEVI KAYAN and it is recorded in my Aadhar Card but in my Passport being No. P4756939, my name has been mentioned as "VANDANA KAYAN. VANDANA DEVI KAYAN and VANDANA KAYAN i.e. myself am the same and one identical person.

আমি Renubala Sardar স্বামী Lt. Haripada Sardar সাং- যাত্রাপুর, পো: জয়পুর, থানা-কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১০২, প: ব: ভুলবশত আমার স্বামীর Land Deed being No: I- 1171, dt. 17/02/1992, A.D.S.R. (Sadar), Krishnagar, Nadia তে Sunil Sardar আছে। গত ১৯/০২/২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট(No: 2701) বলে Haripada Sardar ও Sunil Sardar একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি অমলেশ বৈরাগী, স্বামী- ৺জটাধর বৈরাগী, সাং- মুগরাইল, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইং-১৫/১০/২০২৫ তারিখে রাণাঘাট-১ সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের I-৭৬৮২ নম্বর বিক্রয় দলিল বলে গোপাল বিশ্বাস এবং গোলক বিশ্বাস থেকে আমি জমি ক্রয় করি। এবং তাহারা ইং-৩১/০৭/২০১৪ তারিখে রাণাঘাট- ১ সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের I-৫৮৬৩ নম্বর দলিলে শ্রীপতি প্রসন্ন পণ্ডে খরিদ করে। পৃথক I-6593, 6594, 6595, তারিখ- ২৮/১১/১৯৮৬ ক্রয় করে আমমোক্তার অরুণ কুমার বিশ্বাস নিকট I V - ৭৪/১৯৮৪ নম্বর আমমোক্তার নামা দলিল বলে। মৌজা- ২৯ মুগরাইল, দাগ- ১৭৯, খতিয়ন- ১৪, জমির পরিমাণ- ১৯.৩৪ শতক। উক্ত সম্পতি ক্রেতা আমার নিজ নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত নথি সহ রাণাঘাট-১ B.L.&L.R.O ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শুক্লা দত্ত, স্বামী- বেণী মাধব দত্ত, সাং- নবপল্লী, থানা & পোষ্ট- রানাঘাট, জেলা- নদীয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইং-২৪/০৫/২০১৭ তারিখে রাণাঘাট- ১ সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের I-৩১৬৯ নম্বর বিক্রয় দলিল বলে শিবু ভট্টাচায্য এবং সোমা ভট্টাচায্য থেকে আমি জমি ক্রয় করি। এবং তাহারা ইং-২৭/০৮/২০১৩ তারিখে রাণাঘাট-১ সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের I-৫৩৮৯ নম্বর দলিলে সুজয় দেবনাথ ও মঞ্জু দেবনাথ পক্ষে ০৫/০৫/২০১১ সালের একই অফিসের IV-১২০ আমমোক্তারনামা বলে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন মনোজ ঘোষ পিতা-মণ্টু রঞ্জন ঘোষকে তাহার নিকট হাইতে খরিদ করেছিলেন। মৌজা- ১৫৩ আনুলিয়া, দাগ-৯৭০, খতিয়ন- ১৭৮৪, ১৭৮৫, পরিমাণ- ১.৬ শতক। উক্ত সম্পতি ক্রেতা আমার নিজ নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত নথি সহ রাণাঘাট-১ B.L.&L.R.O ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **সেখ মুজিবর রহমান** পিতা সেখ ইউসুফ আলি, সাকিম কুতুবমহল, বেলুন, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৫৬, মহাশয় বিগত ইং ৩০/০৩/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01557/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**সৌরভ আলি**, পিতা সওকত আলি, সাকিম কুলিপুকুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা ক্ষীরকুন্ডী, ১০১ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১২৬৯ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩৭০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪৭ শতকের মধ্যে ০.১৭০২ অংশে ০৮ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ০১/০৮/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-04086/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সুফিয়া খাতুন**, পিতা ফরহাদ আলি সরকার, সাকিম কাঁটাগড়, বেলুন, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সুফিয়া খাতুন**, পিতা ফরহাদ আলি সরকার, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি - **সৌরভ আলি (আমমোক্তার)**

NOTICE

In the Court of the District Delegate, Midnapore Paschim Medinipur
Probate Case No. 27/2024
Payal Sarkar .... Petitioner

Notice is hereby given to the general public that the petitioner has filed the above noted case for obtaining probate of Will executed on 28.01.2020 by **Kalyan Sarkar** of Dhekia, P.O - Nimpura, P.S - Kharagpur (Local) in respect of the property described in the schedule below. If anybody has any objection in this regard, he/she may file the same within **30 days** from the date of publication, failing which the case will proceed according to law.

SCHEDULE OF PROPERTY

Dist- Paschim Medinipur, P.S - Kharagpur (Local), Mouza -Dhekia, J.L. No. 135, Ward No. 10, Holding No. 513/332, R.S. Khatian No. 360, L.R. Khatian No. 228/1, R.S. Plot No. 692/921, L.R. Plot No. 686, Area of land = 02.02 Decs (Bastu) together with single storied pucca house thereon. **By Order**,

Barun Kr Santra (Sherestadar)
District Delegate, Midnapore Paschim Medinipur

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ৮ই ফাল্গুন। শনিবার। শুক্লা চতুর্থী তিথি, রেবতী নক্ষত্র। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরীয় শুক্র ও বিংশোত্তরী বুধ র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপুর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

(আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস)

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর -১ নং ব্লক ও কোতয়ালী থানার অধীন ৯৭ নং সোন্দা মৌজায় কৃষি খতিয়ান ১১১৫৫ (মানবেন্দ্রলাল ভৌমিক, পিতা মনীন্দ্র লাল ভৌমিক), ১১১৫৯ (মৃদুল ভৌমিক, পিতা মৃত মোহন লাল ভৌমিক), ১১১৫৭ (ছায়ারানি দে সরকার, স্বামী মৃত অনন্ত লাল দে সরকার) ও (শিখা ভৌমিক, স্বামী মৃত মোহন লাল ভৌমিক) হাল দাগ ৫২১ এ সকলে মিলে ২১.৯৬ শতক ও ৫২২ দাগে সকলে মিলে ৩২.২০ শতক জমির, সর্ব সাকিন সাংকিভাঙ্গা লেন, রাধানগর, পোস্ট ঘূর্ণি, থানা কোতোয়ালি, জেলা নদীয়ার উক্ত বাসিন্দাগণ মালিকানা হন! উহারা ০২/০৩/২০২৩ তারিখে A.D.S.R KRISHNANAGAR, NADIA OFFICE এ ২৪১৯ দলিলে (১) নং, সাকিন ড: শচীন সেন রোড, কাঁঠালপোতা, পোস্ট ঘূর্ণি, থানা কোতোয়ালি, জেলা নদীয়ার নিবাসী আশীষ মুহুরী, পিতা মৃত কুমার নাথ মুহুরী কে (২)নং, সাকিন সুকান্ত সরনী, কাঠালপাতা, থানা কোতোয়ালি, জেলা নদীয়ার নিবাসী বিজন ঘোষ, পিতা মৃত শঙ্কর ঘোষ কে (৩) নং, সাকিন গোপাল খা লেন, কৃষ্ণনগর, পোস্ট কৃষ্ণনগর, থানা কোতোয়ালি, জেলা নদীয়ার নিবাসী প্রশান্ত সিংহ, পিতা মৃত পাঁচুগোপাল সিংহ এবং (৪) নং, সাকিন শ্রী দুর্গা কলোনী, কৃষ্ণনগর, পোস্ট কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালি, জেলা নদীয়ার নিবাসী রানু কুন্ডু, স্বামী মৃত সুকদেব কুন্ডু কে উক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির আমমোক্তার নিযুক্ত করেছেন! আমমোক্তার ব্যাক্তিগণ সেই ক্ষমতার বলে ০১/১১/২০২৩ তারিখে ১০৮২১ নং দলিলে A.D.S.R KRISHNANAGAR, NADIA OFFICE এ সাকিন প্রভাতনগর, পোস্ট জয়পুর, থানা হাঁসখালি, জেলা নদীয়ার নিবাসী অভিজিত সরকার, পিতা প্রদীপ সরকার কে L.R খতিয়ান ১১১৫৮ থেকে ৫২১ দাগে ১.৬৭ শতক ও ৫২২ দাগে ১.৪৬৫ শতক ও ১১১৫৭ খতিয়ান থেকে ৫২২ দাগে ০.১৬৫ শতক বিক্রি করেন! ২৯/১১/২০২৪ তারিখে ১১৭০৭ নং দলিলে A.D.S.R KRISHNANAGAR NADIA OFFICE এ সাকিন + পোস্ট সাহেবনগর, থানা পলাশীপাড়া, জেলা নদীয়ার নিবাসী প্রণব মন্ডল পিতা কমল মন্ডল কে L.R খতিয়ান ১১১৫৫ থেকে ৫২২ দাগে ১১.৭০ শতক বিক্রি করেন এবং ১৭/০১/২০২৪ তারিখে ৫৪৩ নং দলিলে A.D.S.R KRISHNANAGAR, NADIA OFFICE এ সাকিন ধুবুলিয়া দেশবন্ধুনগর, পোস্ট ও থানা ধুবুলিয়া, জেলা নদীয়ার নিবাসী বাপ্পাদিত্য ঘোষ, পিতা মৃত সুশান্ত ঘোষ কে L.R খতিয়ান ১১১৫৭ থেকে ৫২২ দাগে ৩.১৬ শতক ও ১১১৫৮ দাগে ৫২২ দাগে ০.১৪ শতক বিক্রি করেন ! দলিলের বিবরণ:- আমমোক্তার দলিল ২৪১৯/২০২৩, বহি IV, অফিস A.D.S.R KRISHNANAGAR NADIA! কবলা দলিলের বিবরণ:- (১) নং ১০৮২১/২০২৩, (২) নং ১১৭০৭/২০২৪ ও (৩) নং ৫৪৩/২০২৪ সর্ব অফিস - A.D.S.R KRISHNANAGAR, NADIA! বর্তমানে কবলা দলিল গ্রহীতাগণ উক্ত সম্পত্তি নিজ নিজ নামে রেকর্ড করিতে ইচ্ছুক! এ বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর – ১ B.L & L.R.O OFFICE এ যোগাযোগ করুন! অন্যথায় এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থ্যা নেওয়া -হবে!

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর-১ নং ব্লক ও কোতয়ালী থানার অধীন ১১৮ নং চকদিগনগর মৌজায় হাল দাগ ৯ এ কৃষি খতিয়ান ২৩৮ এ ৪৪.৮০ শতক ও কৃষি খতিয়ান ৪১৮ তে ১০.৭৫ শতক মালিকানা আছেন সাকিন চকদিগনগর, পো:- কালিরহাট, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়ার স্থায়ী নিবাসী সঞ্জয় সরকার, পিতা- মৃত উদ্ধব সরকার। উক্ত ব্যক্তি (১) নং সাকিন+পো:- ভাতজাংলা (পালপাড়া), থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়ার নিবাসী সুব্রত সরকার, পিতা- নিরাপদ সরকার (২) নং সাকিন- নতুন কালিপুর, পো:- ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়ার নিবাসী মিঠুন হালদার, পিতা- গোবিন্দ হালদার ও (৩) নং সাকিন- পোড়াপাড়া, পো:- চকদিগনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়ার নিবাসী বিপদ ভঞ্জন কাঞ্জিলাল, পিতা- মৃত বিনোদ বিহারী কাঞ্জিলাল কে চকদিগনগর মৌজায় ৯ নং হাল দাগে ২৩৮ ও ৪১৮ কৃষি খতিয়ানের মোট ৫৪.৫০ শতক জমির ২২/০৩/২০২১ তারিখে A.D.S.R KRISHNANAGAR OFFICE এ ৩৫৮৯ নং দলিলে আমমোক্তার নিযুক্ত করেছেন। আমমোক্তার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আমমোক্তার বলে D.S.R KRISHNANAGAR OFFICE এ ১৫/০২/২০২৪ তারিখে ১৬৯০ নং কবলা দলিলে ৯ নং হাল দাগে ২৩৮ খতিয়ান থেকে ৪.১৩ শতক, সাকিন- খলসী, পো:- চাদড়া, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদিয়ার নিবাসী দেবাশীষ মন্ডল, পিতা- মৃত জয়দেব মন্ডল কে বিক্রয় করেন। ঐ একই অফিসে ০৭/০২/২০২৫ তারিখে ১৩৮০ নং কবলা দলিলে ৯ নং হাল দাগে ২৩৮ খতিয়ান থেকে ১০.৭৩ শতক, সাকিন- নতুন দুর্গাপুর, পো:- ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়ার নিবাসী চামেলী দেবনাথ, স্বামী- শিবানন্দ দেবনাথ কে বিক্রয় করেন। ঐ একই অফিসে ১৬/০৭/২০২৫ তারিখে ৭৩৬৯ নং কবলা দলিলে ঐ একই দাগ ও খতিয়ান থেকে ৩.৮১ শতক জমি, সাকিন- চকদিগনগর, পো:- কালিরহাট, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়ার নিবাসী রাজেন মন্ডল, পিতা- নীলরতন মন্ডল কে বিক্রয় করেন। পুনরায় ঐ একই অফিসে ১৬/০৭/২০২৫ তারিখে ৭৩৬৮ নং কবলা দলিলে ঐ একই দাগ ও খতিয়ান থেকে ২.৮৯ শতক জমি, সাকিন- চকদিগনগর, পো:- কালিরহাট, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়ার নিবাসী কল্পনা মন্ডল, স্বামী- রাজেন মন্ডল কে বিক্রি করেন। এবং ঐ একই অফিসে ০৬/০৮/২০২৫ তারিখে ৮১১৩ নং কবলা দলিলে ঐ একই দাগ ও খতিয়ান থেকে ২.৮৮ শতক জমি, সাকিন- শ্রীবনপাড়া, দোগাছি, পো:- দোগাছি, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়ার নিবাসী বিপ্লব অধিকারী, পিতা- বলরাম অধিকারী কে বিক্রি করেন। দলিলের বিবরণ:- আমমোক্তার দলিল-৩৫৮৯/২০২১, বহি- IV, অফিস- A.D.S.R KRISHNANAGAR, কবলা দলিলের বিবরণ:- (১) নং ১৬৯০/২০২৪, (২) নং ১৩৮০/২০২৫, (৩) নং ৭৩৬৯/২০২৫, (৪) নং ৭৩৬৮/২০২৫ ও (৫) নং ৮১১৩/২০২৫, সর্ব বহি- I, সর্ব অফিস D.S.R KRISHNANAGAR, NADIA। কবলা গ্রহীতাগণ বর্তমানে ক্রয়কৃত জমি নিজ নিজ নামে রেকর্ড করিতে ইচ্ছুক। এ বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর-১ নং B.L & L.R.O OFFICE এ যোগাযোগ করুন। অন্যথায় এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থ্যা নেওয়া হবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী অরুন দাস** পিতা ৺নাড়ুগোপাল দাস, সাকিম শিবশঙ্কর আচার্য্য সরনী, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয় বিগত ইং ২৮/১২/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-04365/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী পুস্কর বেলেল**, পিতা পশুপতি বেলেল, সাকিম মল্লিকহাটী, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ১৪/০৮/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02716/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে, **শ্রী অরবিন্দ মান্না** পিতা শ্রী মৃগাঙ্ক মান্না, সাকিম সানন্দপুর, শশাটী, শ্যামপুর, হাওড়া-৭১১৩২৬, মহাশয়কে ০১ কাঠা ১৩ ছটাক ৩৭ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা দিগড়া মল্লিকহাটী, জে.এল. নং ১৯, হাল এল. আর ৪৫৯ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৬৫ নং তথা হাল এল.আর. ৭৬ নং দাগে বাগান/বাঁশবাগান জমি ০১ কাঠা ১৩ ছটাক ৩৭ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে।

প্রকাশ থাকে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী অরবিন্দ মান্না** পিতা শ্রী মৃগাঙ্ক মান্না, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি রাধাদেবী বর্মা বিগত ইং ২০২১ সালে DSR II হুগলীতে রেজেস্ট্রীকৃত ২০৫০২৬/২০২১ নং. সাফ কোবালা দলিল মূলে চাতরা মৌজায় জে.এল. নং. ১০, আর.এস. দাগ নং. ১৫৭৯, এল.আর. দাগ নং. ১৮৭৩, এল.আর. খতিয়ান নং. ১৪৪০৮, ১৪৪০৯, ১৪৪১০, ১৪৪১১, ১৩৫৭, ১৪৪২ থেকে মোট ১কাঠা ০৪ ছটাক ডোবা বিক্রয় কোবালা মূলে খরিদ করেন। যাহার নং. ০৮৩৩৩/২০১৩, ARA III কলকাতা থেকে রেজেস্ট্রী হয়। উক্ত আমমোক্তার নামাটি অদ্যাবধি বলবৎ আছে। আমার মক্কেল মিউটেশন এর জন্য বি এল আর ও শ্রীরামপুরে আবেদন করিবেন। যদি এই বিষয়ে কাহারো কোন রূপ আপত্তি থাকে তবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি এল আর ও অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১)**শ্রী পাঁচু গোপাল পাল**, সাকিম মালিয়া, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, ২)**শ্রীমত্যা সুষমা পাল**, স্বামী ৺নিমাই পাল, সাকিম রাধানগর, দ্বারহাট্টা, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, ৩)**শ্রীমতী নীলিমা পাল** স্বামী শ্রী গোপাল চন্দ্র পাল, সাকিম মশাট, চন্ডীতলা, হুগলী-৭১২৭০১, ৪)**শ্রীমতী শ্যামলী পাল** স্বামী শ্রী মুক্তিরাম পাল, সাকিম ঘাঁটি, পারহাট্টি, মেমারী, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১৬৮, ৫)**শ্রীমতী অসীমা পাল** স্বামী শ্রী পরিতোষ পাল, সাকিম পাইকপাড়া, হাওড়া-৭১১৪১০, সকলের পিতা ৺গোবিন্দ চরন পাল ওরফে গোবিন্দ চন্দ্র পাল, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২১/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00848/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী বৈদ্যনাথ পাল**, পিতা ৺গোবিন্দ চরন পাল ওরফে গোবিন্দ চন্দ্র পাল, সাকিম মুশাপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল তপশীল- জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা মালিয়া, ১২৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৩৫ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৪৮৬/২৮৫৫ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৭ শতক তন্মধ্যে ১০.৬৩ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ১৫/১২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-04720/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী শিবরাম নাড়ু**, পিতা শ্রী নগরদীপ নাড়ু, সাকিম মুশাপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী শিবরাম নাড়ু** পিতা শ্রী নগরদীপ নাড়ু, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **ফরিদা বেগম**, স্বামী তৈয়েবুর রহমান, সাকিম কেশবপুর, বাজিতপুর, ধনিয়াখালী, হুগলী মহাশয়া বিগত ইং ২৯/০৯/২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00046/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **সেখ সাহাবুদ্দিন** পিতা মরহুম আব্দুল লাহিল কাফি, সাকিম বড়স্বা, কৈকালা, হরিপাল, হুগলী মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল সম্পত্তির অপর শরিকগণের সহিত যৌথ ভাবে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত নিম্ন লিখিত ১২টি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। ১)বিগত ইং ১৬/০৫/২০২৫ তারিখে I-01704/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে 1) **মাহমুদা বেগম** স্বামী সেখ সাইদুল ইসলাম, সাকিম টি ১৪৫ মারে রোড, বটতলা, কোলকাতা-১৮, 2)**জেবা তাবাসসুম** স্বামী মোস্তাফিজুর রহমান, সাকিম বড়স্বা, কৈকালা, হরিপাল, হুগলী মহাশয়াদ্বয়কে ১৯.৫৮ শতক সম্পত্তি, ২)বিগত ইং ১৬/০৫/২০২৫ তারিখে I-01705/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মাহমুদা বেগম** স্বামী সেখ সাইদুল ইসলাম, সাকিম টি ১৪৫ মারে রোড, বটতলা, কোলকাতা-১৮, মহাশয়াকে ১০.২৬ শতক সম্পত্তি, ৩)বিগত ইং ১৭/০৭/২০২৫ তারিখে I-02929/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মাহমুদা বেগম** স্বামী সেখ সাইদুল ইসলাম, সাকিম টি ১৪৫ মারে রোড, বটতলা, কোলকাতা-১৮, মহাশয়াকে ৬১.৮৬ শতক সম্পত্তি, ৪)বিগত ইং ১৭/০৭/২০২৫ তারিখে I-02928/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **জাকির হোসেন মন্ডল** পিতা সেখ সাহাবুদ্দিন, সাকিম বড়স্বা, কৈকালা, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়কে ৬০.৬০ শতক সম্পত্তি, ৫)বিগত ইং ১৭/০৭/২০২৫ তারিখে I-02930/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সারিয়া বেগম** স্বামী একলাসুর রহমান, সাকিম কানাইপুর, বালিগোড়ী, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০, মহাশয়াকে ৩৪.৬৯ শতক সম্পত্তি, ৬)বিগত ইং ১৭/০৭/২০২৫ তারিখে I-02926/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মহম্মদ সাদ্দাম হোসেন মন্ডল**, পিতা মরহুম আব্দুল আজিজ মন্ডল, সাকিম বড়স্বা, কৈকালা, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়কে ৫০.৬৯ শতক সম্পত্তি, ৭)বিগত ইং ১৭/০৭/২০২৫ তারিখে I-02925/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মহম্মদ মোদাসসার হোসেন**, পিতা আব্দুল গফফার মন্ডল সাকিম বড়স্বা, কৈকালা, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়কে ৩২.৯০ শতক সম্পত্তি, ৮)বিগত ইং ১৭/০৭/২০২৫ তারিখে I-02933/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **ওয়াহিদা খাতুন**, স্বামী নাসিরুদ্দিন মোল্লা, সাকিম ৪/৪১, বদরতলা, জেলিয়া পাড়া রোড, মেটিয়াবুরুজ, বদরতলা, নাদিয়াল, দঃ ২৪পরগণা-৭০০০৪৪, মহাশয়াকে ৩২.৫৪ শতক সম্পত্তি, ৯)বিগত ইং ১৭/০৭/২০২৫ তারিখে I-02927/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সারাফাত হাসেন মন্ডল**, পিতা আব্দুল গফফার, সাকিম বড়স্বা, কৈকালা, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়কে ২৬.৯১ শতক সম্পত্তি, ১০)বিগত ইং ১৭/০৭/২০২৫ তারিখে I-02922/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **ইসরাইল মোল্লা**, পিতা মরহুম সালাম মোল্লা, সাকিম কৃষ্ণপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, মহাশয়কে ১৪ শতক সম্পত্তি, ১১)বিগত ইং ১৭/০৭/২০২৫ তারিখে I-02936/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সালেহা খাতুন** স্বামী আব্দুল লাহিল বাকি, সাকিম বড়স্বা, কৈকালা, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়াকে ১৮.০৩ শতক সম্পত্তি, ১২)বিগত ইং ১৭/০৭/২০২৫ তারিখে I-02931/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **জেবা তাবাসসুম** স্বামী মোস্তাফিজুর রহমান, সাকিম বড়স্বা, কৈকালা, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়াকে ২৪.২০ শতক সম্পত্তি, একুনে ১২টি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে নিম্নলিখিত তিনটি তপশীল হইতে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা বড়স্বা, ৫১ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৭১, ৪৯৫, ৫৭৬, ২০৬, ৪৯৯, ১৩০, ৫৭৭ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২৯২, ৩২১/৫৯৭, ৪১৬, ২৮৯, ২৯০, ৪৬৩, ৩৬৭, ৪৪৩, ২৭২, ২৭৫, ২৭৬, ৪২৫/৫৫০, ২৯১/৫১৫, ৪৩৩, ৪৬৪/৫৮৬, ৪৬০/৫০৪, ৪৬০/৫০৫, ৪৬০, ৪৩১, ৪৫৮/৫৬৫, নং দাগে শালি জমি, তপশীল- জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা কৃষ্ণপুর, ৫২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৬৯, ৮৩৪, ৮৩৫ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১২৬, ১১৯ নং দাগে শালি জমি, তপশীল- জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা কৈকালা, ১৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১২৬৯, ১৪২৫, ৪১১৮, ৪১২৬, ৪১৬৪, ৪১৬৫ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩৩৩৫, ৩৩৪২/৩৭০৭, নং দাগে শালি জমি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত ক্রেতাগণ তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী পার্বতী বর্মন স্বামী-শ্রী দীপক বর্মন, সাং-দক্ষিনচড়া শঙ্করআড়া, পোঃ ও থানা - তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর এর বাসিন্দা হইতেছি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার অর্ন্তগত ২৮৬ নং জে.এল.ভুক্ত এল.আর. ১৮১৫ ও ১৮১৬ দাগের ভূমি অনিতা মেট্যার পূর্বাধিকারী সতীশ মুখোপাধ্যায়ের ১৪৩৩ নং এল.আর. খতিয়ানভুক্ত স্বত্বদখলী সম্পত্তি থাকা অবস্থায় পরলোকগমন করিলে পর অমিতা মেট্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে তাহার শারীরিক অসুস্থতার হেতু গত ইংরাজী ০৩-০২-২০১৭ তারিখে সম্পাদিত তমলুক এ.ডি.এস.আর. অফিসে ৫ নং রেজিষ্ট্রীকৃত সাধারন আমমোক্তারনামা দলিল মূলে দিলীপ মেট্যা, পিতা- যামিনা মোহন মেট্যা সাং-দক্ষিনচড়া শঙ্করআড়া, পোঃ ও থানা-তমলুক কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত দিলীপ কুমার শেঠ, অমিতা মেট্যার আমমোক্তার হিসাবে উপরোক্ত বর্ণিত দাগের ভূমি গত ইং ০৭-০২-২০১৮ তারিখে সম্পাদিত ও এ.ডি.এস.আর. তমলুক অফিসের ৮৮০ নং রেঃকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১৮১৫ দাগে ২.৫০০ ডেসিমল ও ১৮১৬ দাগে ১০.৫০০ ডেসিমল ভূমি শ্রীমতী অনিতা শেঠ মেট্যাকে বিক্রয় করতঃ স্বত্বদখল পরিত্যাগ করেন এবং বর্তমান এল.আর.রেকর্ডে ২৬১৯ নং খতিয়ানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৎপরে উক্ত শ্রীমতী অনিতা শেঠ মেট্যার উপরোক্ত বর্ণিত ভূমির মধ্যে ১৮১৫ দাগে ০.২৩৬ ডেসিমল ও ১৮১৬ দাগে ১.৭৬৫ ডেসিমল ভূমি গত ইংরাজী ০৯-০৯-২০২০ তারিখের সম্পাদিত ও ১৬৮৮ নং তমলুক এ.ডি.এস.আর. অফিসের রেঃকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেলকে বিক্রয় করিয়া স্বত্বদখল পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং আমার মক্কেল নাইকুড়ি বি.এল.এ্যাণ্ড এল.আর.ও. অফিসে মিউটেশান দায়ের করিয়াছে। কিন্তু উক্ত দলিলে খতিয়ান নং ২৬১৯ না হইয়া অমিতা মেট্যার পূর্বাধিকারীর ১৪৩৩ নং খতিয়ান লিপি হইয়াছে।

এমতাবস্থায় আমার মক্কেল অত্র মিউটেশান মাধ্যমে সর্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, উপরোক্ত বর্ণিত ভূমি ও খতিয়ান লইয়া কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশেক ১ মাসের মধ্যে আমার মক্কেলের নাইকুড়ি বি.এল.আর.ও অফিসে দায়ের করা মিউটেশান কেসে হাজির হইয়া আপত্তি আদি দাখিল করিবেন। অন্যথা উক্ত মিউটেশান কেশ আইনমোতাবেক কার্য্য হইবে।

Siddhartha Jana
Advocate
Enrolment No. - WB/1239/2007
Ph. No. - 9474715461
E-mail : siddharthatamlukcourt@gmail.com

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>অ্যাড কানেক্সন</u>
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

<u>নদিয়া</u>

<u>টাইপ কর্ণার,</u>
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

<u>রাজ টেলিকম,</u>
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

<u>সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,</u>
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

এবার রাজ্যের রেশন গুদামে সরেজমিনে শারীরিক যাচাই হবে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে খাদ্যশস্যের মজুত ভাণ্ডার খতিয়ে দেখতে বিশেষ যাচাই অভিযান শুরু করতে চলেছে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর। দপ্তরের জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, এবার রাজ্যের সব রেশন গুদামে সরেজমিনে শারীরিক যাচাই করা হবে।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতিটি গুদামে দুই সদস্যের পরিদর্শক দল কাজ করবে। দলে থাকবেন সিআই, ইন্সপেক্টর বা সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিকেরা। যাচাইয়ের সময় ধরা হবে, প্রতিটি বস্তায় ৫০ কেজি করে চাল রয়েছে। বস্তার সংখ্যা গোনা হবে এবং পাশাপাশি নমুনা ভিত্তিতে ওজন মেপে গড় ওজন নির্ধারণ করা হবে। পরিদর্শনের সময় যদি কোনও অসঙ্গতি ধরা পড়ে, তা স্টক রেজিস্টার অথবা অনলাইন পোর্টালের ব্যালেন্সের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে। অর্থাৎ নথিভুক্ত মজুত ও বাস্তব মজুতের মধ্যে কোনও ফারাক রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। এই বিশেষ অভিযানে পার্শ্ববর্তী জেলা বা সাব-কন্ট্রোলের সাব-ডিভিশনাল কন্ট্রোলার (খাদ্য ও সরবরাহ) এবং রেশনিং অফিসাররা তদারকির দায়িত্বে থাকবেন। তাঁদের নির্ধারিত গুদামগুলিতে সরেজমিনে উপস্থিত থাকতে হবে। পরিদর্শনকারী দল নির্দিষ্ট ফরম্যাটে শারীরিক যাচাইয়ের রিপোর্ট প্রস্তুত করবে। তদারকি আধিকারিকেরা তা পরীক্ষা করে স্বাক্ষরসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন। জেলা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রকেরা রিপোর্ট যাচাই করে নিজেদের লগইন ব্যবহার করে অনলাইনে আপলোড করবেন। পাশাপাশি শিল ও স্বাক্ষরযুক্ত সারাংশ রিপোর্টের হার্ড কপি দপ্তরের শীর্ষ কর্তাদের কাছে পাঠাতে হবে।

বিশেষ সম্মানে উজ্জ্বল অধ্যক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা

স্কটিশ চার্চ কলেজ-এর অধ্যক্ষ ড. মধুমঞ্জরী মণ্ডলকে মর্যাদাপূর্ণ এপি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়েছে। কলকাতায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টার-এর ডিন ও ট্রাস্টি ড. সুমন্ত রুদ্র তাঁর হাতে সম্মান তুলে দেন। অধ্যক্ষার নেতৃত্বে কলেজের একাডেমিক মানোন্নয়ন নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ন্যাক মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড এবং এনআইআরএফ তালিকায় জাতীয় স্তরে উল্লেখযোগ্য অবস্থান; এই সাফল্যের পেছনে তাঁর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বড় ভূমিকা নিয়েছে। উদ্যোক্তা সেল, এসটিইএম উদ্ভাবন কেন্দ্র, দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক একাডেমিক সংযোগ; প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে তাঁর স্বাক্ষর।

সম্মান গ্রহণ করে ড. মণ্ডল বলেন, ব্যক্তিগত প্রাপ্তির চেয়ে সমষ্টিগত অগ্রগতিকেই আমি বড় করে দেখি। মানবিক মূল্যবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বই আমার পথনির্দেশ। ড. রুদ্রের কথায়, তাঁর সততা ও দূরদর্শিতা কলেজকে নতুন পরিসরে নিয়ে গিয়েছে।

পাঁচপাড়ায় পতাকা ঘিরে উত্তেজনা, জখম নেত্রী ও ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দক্ষিণ হাওড়ার পাঁচপাড়া পঞ্চায়েতের নিমতলা শিবমন্দির সংলগ্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে দলীয় পতাকা অপসারণকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংঘর্ষের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় এক মহিলা বিজেপি নেত্রী ও তাঁর পুত্র আহত হয়েছেন বলে দাবি দলের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে এলাকায় টাঙানো বিজেপির পতাকা সরানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। তা দেখে প্রতিবাদ জানান দক্ষিণ হাওড়া ৩ নম্বর মণ্ডলের এক শক্তিকেন্দ্র দায়িত্বপ্রাপ্ত নেত্রী মালবিতা দাস। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। এক আত্মীয়ের কথায়, মাথা ও মুখে আঘাত লাগে, রক্তপাতও হয়। মায়ের উপর হামলা দেখে এগিয়ে এলে তাঁর ২১ বছরের ছেলে প্রীতম দাসও আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, ওর হাতে গুরুতর চোট লেগেছে, হাড় ভেঙেছে। দু'জনকে দক্ষিণ হাওড়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করানো হয়।

বিজেপির অভিযোগ, সাঁকড়াইল থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে উল্টে তাঁদের মণ্ডল সভাপতি রবিন পাল ও এক আত্মীয়কে আটক করা হয়। এক নেতা বলেন, আক্রান্তরাই অভিযুক্ত হয়ে গেলেন। যদিও পুলিশের তরফে সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে বিজেপির দাবি।

আদর্শ থেকে আসন, সিপিএমের রাজনীতির বদলে যাওয়া মানচিত্র

রাজীব মুখোপাধ্যায়

এক সময় শ্রেণিসংগ্রাম, সংগঠন ও তাত্ত্বিক লড়াই ছিল বাম রাজনীতির মূল সুর। আজ সেই দলকেই ঘিরে প্রশ্ন; আদর্শ কি সরেছে, নাকি অঙ্কটাই এখন প্রধান? সাম্প্রতিক সময়ে প্রতীক উর রহমানকে ঘিরে বিতর্ক হোক বা অতীতে সইফুদ্দিন চৌধুরির মতো নেতার প্রস্থান, বারবারই উঠে এসেছে নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশ নিয়ে সংশয়। রেজ্জাক মোল্লার দলবদল কিংবা মজিদ মাস্টারের মত পুরনো নেতৃত্বের মুখে তৃণমূল স্তুতি সেই প্রশ্নকে উসকে দিয়েছে।

৩৪ বছরের শাসন
উত্তরাধিকার ও প্রশ্ন

শ্রমিক, কৃষক আন্দোলন, ভূমি সংস্কার ও পঞ্চায়েত শক্তিশালীকরণের উপর দাঁড়িয়ে ৩৪ বছরের শাসন গড়েছিল সিপিএম। অপারেশন বর্গা থেকে গ্রামীণ ক্ষমতায়ন; এই ধারাবাহিকতা একসময় বামেদের সংগঠনকে সমাজের গভীরে প্রোথিত করেছিল। কিন্তু ২০১১-র পর ক্ষমতাচ্যুতির ধাক্কা সামলে উঠতে গিয়ে দল কি আত্মসমালোচনার পথে হাঁটল, নাকি দ্রুত নির্বাচনী পুনরুদ্ধারের কৌশলেই বেশি জোর দিল; এ প্রশ্ন এখন ঘন ঘন উঠছে।

সংখ্যালঘু সমীকরণ
আস্থার সরে যাওয়া

২০০৬ সালের 'সাচার কমিটি' রিপোর্টে মুসলিম সমাজের আর্থসামাজিক পশ্চাৎপদতার তথ্য সামনে আসে। একই সময়ে রিজওয়ানুর রহমান মৃত্যুকাণ্ডে প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক বাম সরকারের ভাবমূর্তিতে আঘাত হানে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক দীর্ঘদিন বামেদের শক্ত ভিত ছিল। কিন্তু সময় বদলেছে। এক বিশ্লেষকের কথায়, ভোটাররা আবেগে নয়, বাস্তব হিসেবেই সিদ্ধান্ত নেয়। যেখানে ক্ষমতার সম্ভাবনা, সেখানেই আস্থা সরে যায়। তাঁর দাবি, আদর্শগত টানাপোড়েনের চেয়ে রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতাই এখানে বড় হয়ে উঠেছে।

সংগঠন বনাম আসন

আরেক পর্যবেক্ষকের মন্তব্য, আজ পার্টি অফিসে কৃষক ঋণ বা শিল্পনীতি নয়, বেশি আলোচনা হয় কোন আসনে সম্ভাবনা আছে। শিক্ষাঙ্গন, শ্রমআন্দোলন কিংবা স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর প্রশ্নে যে ধারাবাহিক লড়াই একসময় বাম রাজনীতির পরিচয় ছিল, তা সঙ্কুচিত হয়ে নির্বাচনী সমীকরণে ঠাঁই নিচ্ছে; এমন অভিযোগও শোনা যাচ্ছে।

সমালোচকদের বক্তব্য, সংগঠনভিত্তিক রাজনীতি দুর্বল হলে আদর্শও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। আর আদর্শের ভিত নড়লে ভোটের অঙ্কও স্থায়ী হয় না।

নেতৃত্বের সাফাই

তবে সিপিএম নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠদের পাল্টা বক্তব্য স্পষ্ট, আদর্শ বিসর্জন নয়, বাস্তব রাজনীতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোই লক্ষ্য। সংগঠন পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া চলছে, অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া হচ্ছে। তাদের মতে, ক্ষমতার বাইরে থেকে লড়াই করা সহজ নয়; কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে সাংগঠনিক পুনর্গঠনই ঘুরে দাঁড়ানোর চাবিকাঠি। তবু প্রশ্ন থেকে যায়; যে দল একদিন 'বিপ্লব'-এর ভাষায় রাজ্য শাসন করেছে, তারা কি আজ কেবল নির্বাচনী সমীকরণে সীমাবদ্ধ? নৈতিক উচ্চভূমি, সংগঠনের ঐতিহ্য এবং ভোটের বাস্তবতা; এই ত্রিমুখী চাপে বাম রাজনীতির ভবিষ্যৎ এখন এক সন্ধিক্ষণে। আদর্শের লাল পতাকা উড়বে, নাকি আসনের অঙ্কই পথ দেখাবে;উত্তর নির্ভর করছে পুনর্গঠনের গভীরতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার উপর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ৮ ফাল্গুন ১৪৩২ শনিবার

কালীঘাটে প্রার্থী চূড়ান্তের সঙ্কেত

■ ভোটের আগে ঘুঁটি সাজাতে তৎপর শাসক শিবির। কালীঘাটে দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জি ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির টানা বৈঠকের পর স্পষ্ট ইঙ্গিত; এবার প্রার্থী তালিকায় বড়সড় কাটাছেঁড়া হতে চলেছে। দলীয় অন্দরের বার্তা, যাঁরা মাঠে কাজ দেখিয়েছেন, মানুষের পাশে থেকেছেন, তাঁদেরই অগ্রাধিকার। সূত্রের দাবি, প্রায় চল্লিশজন তরুণ মুখকে সুযোগ দেওয়ার খসড়া প্রস্তুত। একই সঙ্গে কয়েকজন অভিজ্ঞ বিধায়ক ও মন্ত্রীকে সংগঠনে ফেরানোর পরিকল্পনাও নাকি বিবেচনায়। এক নেতা বলেন, নতুন রক্ত না আনলে সংগঠন স্থবির হয়। আবার অভিজ্ঞতার মূল্যও অস্বীকার করা যায় না; দু'য়ের সমন্বয়ই লক্ষ্য। আরও চর্চায় হেভিওয়েটদের আসন বদল। সমীকরণ পাল্টাতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মুখকে নতুন কেন্দ্রে পাঠানো হতে পারে বলে খবর। এতে স্থানীয় রাজনীতিতে নতুন ভারসাম্য তৈরি করার কৌশল দেখছে পর্যবেক্ষকরা। দলীয় মহলের কথায়, প্রার্থী বাছাইয়ে একটাই মানদণ্ড;জিততে হবে, এবং দীর্ঘমেয়াদে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে। তালিকা ঘোষণার আগেই তাই জল্পনা তুঙ্গে। কালীঘাটের সিদ্ধান্তই নির্ধারণ করবে, নবীন ঝলক নাকি অভিজ্ঞতার ভরসা; কোন পথে হাঁটবে ঘাসফুল শিবির।

২৯৪ আসনেই লড়বে কংগ্রেস

■ ভোটের আগে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ গড়ছে জাতীয় কংগ্রেস। দীর্ঘদিন জোটসঙ্গী নিয়ে লড়াইয়ের পর এবার একাই সবক'টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাত শিবির। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক অন্দরে। এই নিয়ে কোচবিহারে দলীয় বৈঠকের পর বিশেষ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক প্রকাশ যোশী জানান, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে; ২৯৪টি আসনেই প্রার্থী দেওয়া হবে। কোনও জোট নয়, কংগ্রেস একাই লড়বে। তাঁর কথায়, অতীতের জোট রাজনীতিতে বহু আসনে কংগ্রেসের নিজস্ব প্রার্থী না থাকায় তৃণমূল স্তরের কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। অনেক জায়গায় আমাদের সমর্থকেরা হাত চিহ্নে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাননি। সেই আক্ষেপ মেটাতেই এই সিদ্ধান্ত, বলেন তিনি। যোশীর দাবি, দলের শীর্ষ নেতা রাহুল গান্ধি কর্মীদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর কথায়, সংগঠন চাইলে একাই লড়তে পারে; এই বার্তা দেওয়া হয়েছে। আমরা আগের চেয়ে ভালো ফলের আশাবাদী।

অভিষেকের সুরে তীব্র আক্রমণ

■ ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে সরব হলেন অভিষেক ব্যানার্জি। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে একাধিক গুরুতর অনিয়ম হয়েছে, যা সরাসরি গণতান্ত্রিক অধিকারে আঘাত হেনেছে। অভিষেকের কথায়, স্বচ্ছতার বদলে আড়ালেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাদের আইনি ক্ষমতা নেই, তাদের হাতে ভোটারদের ভাগ্য তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি দাবি করেন, নির্দিষ্ট কিছু আধিকারিকের লগইন ব্যবহার করে কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য বদলের সুযোগ রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি, কোন নথি গ্রহণযোগ্য আর কোনটি নয়; তা নিয়েও ইচ্ছাকৃত বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। এই লড়াই কোনও দলের নয়, মানুষের ভোটাধিকার বাঁচানোর লড়াই, মন্তব্য অভিষেকের। এই আবহেই সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, ভোটার দাবি-আপত্তি সংক্রান্ত সব বিতর্কের নিষ্পত্তি হবে বিচারকের তত্ত্বাবধানে। কলকাতা হাইকোর্ট-এর প্রধান বিচারপতির মনোনীত আধিকারিকরা বিষয়গুলি দেখবেন। অভিষেকের দাবি, সত্যের পথেই আমরা ছিলাম, আদালতের নির্দেশ সেই অবস্থানকেই শক্তি দিল।

নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে আসতে হবে চটি পরে, নির্দেশ স্কুল সার্ভিস কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হয়েছে। এদিকে দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ কমিশন। তবে এবার গ্রুপ সি ও গ্রু ডি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় লিখিত পরীক্ষায় জালিয়াতি করতে কড়া পদক্ষেপ করল এসএসসি। লিখিত পরীক্ষায় চাকরিপ্রার্থীদের চটি পরে আসার নির্দেশ দেওয়া হল। জুতো পরে আসা যাবে না। শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অবশ্য এমন কোনও নির্দেশ ছিল না।

গ্রুপ সি-র লিখিত পরীক্ষা হবে আগামী ১ মার্চ। আর গ্রুপ ডি-র লিখিত পরীক্ষা হবে আগামী ৮ মার্চ। এই দুই লিখিত পরীক্ষার জন্যই নয়া নির্দেশ জারি করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। লিখিত পরীক্ষার জন্য চাকরিপ্রার্থীদের স্যান্ডেল কিংবা স্লিপার্স পরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেকোনও ধরনের জালিয়াতি রুখতেই এই পদক্ষেপ বলে এসএসসি সূত্রের খবর।

তবে এসএসসির এমন নির্দেশ নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এই প্রসঙ্গে এসএসসির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অনেক সময় দেখা গিয়েছে, জুতো পরে পরীক্ষা দেওয়ার সময় পরীক্ষায় নকল করার জিনিসপত্র সেই জুতোতে লুকানো থাকে। পরীক্ষায় নকল করা রুখতেই এই পদক্ষেপ। চটি পরে থাকলে পরীক্ষায় নকল করার জিনিসপত্র লুকানো সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়। নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য এসএসসিকে নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। ইতিমধ্যে নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। এবার গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র লিখিত পরীক্ষা হবে। আর তাতেই গ্রুপ সি ও ডি পদে ৮৪৭৮ শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে। প্রায় ১৭ লক্ষ চাকরিপ্রার্থী এবার গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র লিখিত পরীক্ষায় বসছেন বলে জানা গিয়েছে।

বন্দে মাতরম নিয়ে জল গড়াল আদালতে, দায়ের জনস্বার্থ মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশের রাষ্ট্রীয় গীত বন্দে মাতরমে রয়েছে ৬টি স্তবক। তবে এতদিন গাওয়া হত দুটি স্তবক। এদিকে কেন্দ্রের তরফ থেকে কয়েকদিন আগেই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, দেশের রাষ্ট্রীয় গীত বন্দে মাতরমের ৬টি স্তবকই গাইতে হবে। কেন্দ্রের এই নির্দেশের বিরুদ্ধেই এবার কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা। কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা হয়। মামলাকারীর প্রশ্ন, কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তির এই সংযোজিত স্তবকগুলির ফলে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হবে না তো? প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়েছে। আদালত সূত্রে খবর, আগামী সপ্তাহে মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বন্দে মাতরমে ৬টি স্তবক থাকলেও ১৯৩৭ সালে জাতীয় কংগ্রেস শুধুমাত্র প্রথম দুটি স্তবক গাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৫০ সালে এই দুটি স্তবকই ভারতের রাষ্ট্রীয় গান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, সরকারি অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির আগমন ও যাওয়ার সময়, জাতির উদ্দেশে তাঁর ভাষণের আগে ও পরে রাষ্ট্রীয় গীত বাজানো হবে। একইরকমভাবে রাজ্যপালদের আগমন ও ভাষণের আগে ও পরে 'বন্দে মাতরম' গান বাজানো কিংবা গাওয়া হবে। বন্দে মাতরমের ৬টি স্তবকই বাজাতে হবে। ওই নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, যদি রাষ্ট্রীয় গীত 'বন্দে মাতরম' এবং জাতীয় সংগীত 'জনগণমন' একসঙ্গে গাওয়া বা বাজানো হয়, তাহলে প্রথমে 'বন্দে মাতরম' বাজানো হবে।

তবে কেন্দ্রের এই নতুন নির্দেশিকা ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর বেড়েছে। এই নির্দেশিকার পিছনে কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। এরই মধ্যে হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা। এদিকে এই জনস্বার্থ মামলা নিয়ে আইনজীবী শিলাদিত্য রক্ষিত বলেন, 'বন্দে মাতরমের ৬টি স্তবকই বাধ্যতামূলকভাবে গাইতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কেন্দ্র। সেই বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে আমরা একটা জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছি। মামলাটি গৃহীত হয়েছে। পরের সপ্তাহে মামলার শুনানি রয়েছে।'

'ব্রেকফাস্ট হয়েছে, লাঞ্চ এখনও বাকি', এসআইআর নিয়ে হুঙ্কার শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার ফের রাজ্যের এসআইআর নিয়ে হুঙ্কার দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'ভোট হোক অবাধ ও স্বচ্ছ', এটা সকল দেশ তথা রাজ্যবাসীর সাংবিধানিক দাবি।

তিনি এদিন ফের রাজ্যের বিশেষ সংক্ষিপ্ত পুনর্বিবেচনা (এসআইআর) প্রক্রিয়া ঘিরে শুক্রবার কড়া সুরে সরব হলেন। তিনি দাবি করেন, ভোটার তালিকা হালনাগাদ কোনও নতুন পদক্ষেপ নয়, বরং এটি ধারাবাহিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়ারই অংশ। তাঁর কথায়, এসআইআর নতুন কিছু নয়, এর আগে ৮ বার হয়েছে, এবারে নবম বার হচ্ছে। নির্ধারিত সময়েই কাজ শেষ করতে হবে, তারপরই নির্বাচনের ঘোষণা হোক। আমরা অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোট চাই। ভোটার তালিকা পরিশুদ্ধির প্রসঙ্গে চারটি বিষয়কে পুনরায় সামনে আনেন তিনি। মৃত ব্যক্তির নাম তালিকায় থাকবে না, একজনের নাম একাধিক কেন্দ্রে থাকতে পারে না, অ-ভারতীয়দের নামও বাদ যাবে; এ কথা স্পষ্ট করে বলেন তিনি। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকায় বেআইনি অনুপ্রবেশের অভিযোগ তুলে তাঁর মন্তব্য, ধর্মের কারণে আশ্রয় নিতে বাধ্য হওয়া মানুষ আর বেআইনি অনুপ্রবেশকারী এক নয়। শরণার্থীদের মানবিক দৃষ্টিতে দেখতে হবে, কিন্তু অনুপ্রবেশ বরদাস্ত করা হবে না। সীমান্তবর্তী কয়েকটি গ্রামের উদাহরণ টেনে তিনি আরও বলেন, রাজ্যের সীমান্ত লাগোয়া ৬ হাজার গ্রামে সন্ধ্যায় শঙ্খ বাজে না, সেখানে কোন দেবালয় অবশিষ্ট নেই, তুলসি মঞ্চ নেই, সনাতনী আচার আচরণ বন্ধ। এটা মেনে নেওয়া যায় না। এভাবে জনসংখ্যার চরিত্র বদলে গেলে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হয়।

শেষে তিনি পুনরায় বলেন, এসআইআর শুরুর আগেই আমি বলেছি কত অবৈধ ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে, চাইলে সেই বক্তব্য শুনেনি। ব্রেকফাস্ট হয়েছে, লাঞ্চ এখনও বাকি, চূড়ান্ত তালিকা বের হওয়ার পর সংখ্যা নিয়ে আবার কথা বলব। এসআইআর নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে শুভেন্দুর দাবি, ভোটার তালিকা স্বচ্ছ রাখাই গণতন্ত্রের স্বার্থে জরুরি। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

ব্যারাকপুরে বিরিয়ানি ব্যবসায়ীকে খুনের চক্রান্তের অভিযোগ স্ত্রী-সহ গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : কয়েকদিন আগে গাড়ির চালক সমীর সেনকে নিয়ে মুম্বই পালাতে গিয়ে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ব্যারাকপুরের প্রসিদ্ধ বিরিয়ানি ব্যবসায়ী অনির্বাণ দাসের স্ত্রী শ্রমনা দাস। এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ ধৃতদের মোহনপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল। কয়েকদিন জেলে বন্দি থাকার পর ধৃতরা জামিনে মুক্তিও পান। এবার বিরিয়ানি ব্যবসায়ী অনির্বাণ দাসকে প্রাণে মারার চক্রান্তের অভিযোগ উঠেছে স্ত্রী ও তাঁর গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে। প্রাণনাশের আশঙ্কায় শুক্রবার বিরিয়ানি ব্যবসায়ী মোহনপুর থানার দ্বারস্থ হন। এমনকী প্রাণে মারার সেই অডিও-ভিডিও প্রকাশ্যে আনেন বিরিয়ানি ব্যবসায়ী। মোহনপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করার পাশাপাশি তিনি সেই অডিও-ভিডিও ক্লিপিংস থানায়ও জমা দিয়েছেন। যদিও ব্যবসায়ীকে প্রাণে মারার চক্রান্তের সেই অডিও-ভিডিও ক্লিপিংস যাচাই করেনি 'একদিন'। অভিযোগের ভিত্তিতে এই বিষয়ে তদন্ত করছে মোহনপুর থানার পুলিশ। এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিরিয়ানি ব্যবসায়ী অনির্বাণ দাস জানান, এদিন তিনি স্ত্রী-সহ গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে মোহনপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে টাকা হাতিয়েছেন তাঁর স্ত্রী। এমনকী চেকে তাঁর স্ত্রী সই নকলও করেছেন। ব্যবসায়ীর দাবি, অডিও-ভিডিও কথোপকথনে স্পষ্ট শোনা গিয়েছে, যদি তাঁর স্ত্রী জেল খাটেন। তাহলে জেল থেকে বেরিয়ে তাঁকে প্রাণে মারবে তাঁর স্ত্রী। স্বভাবতই, প্রাণনাশের আশঙ্কায় আতঙ্কে ব্যবসায়ী ও তাঁর পরিবার। চেকে সই জাল প্রসঙ্গে বিরিয়ানি ব্যবসায়ী জানান, ২০২৩ সালে জনৈক এক ব্যক্তির কাছ থেকে ১৩ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী ও শ্বাশুড়ি। ওই ব্যক্তিকে তাঁর স্ত্রী চার লক্ষ টাকার একটি চেক দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই চেকটি বাউন্স হয়। পরবর্তীতে মুচিপাড়া থানা থেকে তাঁর কাছে একটি সমন আসে। তখনই তিনি জানতে পারেন চেকে তাঁর সই নকল করা হয়েছিল।

রাম থেকে কালী, শিক্ষা দুর্নীতি থেকে এসআইআর, শাসক দলকে তোপ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার রাজ্যের একাধিক ইস্যুতে শাসক দল ও মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে এসআইআর প্রক্রিয়া; সবকিছু নিয়েই সরব হন তিনি। শিক্ষা দপ্তরকে নিশানা করে সুকান্ত বলেন, আগের শিক্ষামন্ত্রী তো নকল পিএইচডি করেছিলেন, চাকরি চুরির দায়ে জেলে গেছিলেন। তাঁর আরও দাবি, যদি নতুন শিক্ষামন্ত্রীও একই পথে হাঁটেন, তাকেও জবাবদিহি করতে হবে। এসআইআর প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করেছে কেন ওই শ্রেণিতে অফিসার দেওয়া হয়নি। বাংলাভাষী অফিসার দরকার, যাতে তাঁরা বাংলা বলতে ও বুঝতে পারেন। রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃত সেই অফিসারদের দেয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীরা মাইক্রো অবজার্ভার হয়ে কাজ করছেন। তাঁদের হাতে ক্ষমতা নেই। যাঁরা এআরও, ইআরও তাঁরা তো রাজ্য সরকারের কর্মচারী। তাহলে তাঁদের কর্মদক্ষতা কোথায়? গুজরাতে আমাদের পরে এসআইআর শুরু হয়ে আমাদের আগে শেষ হয়ে গেল। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত।

আর এই রাজ্যে সরকার নির্বাচনের কাজে লোক দিল না। এটা রাজ্যের ব্যর্থতা। তাঁর দাবি, গোটা প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ, এবং তৃণমূল কংগ্রেস এসআইআর প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে সময় নষ্ট করতেই বিরোধিতা করছে।

ধর্মীয় রাজনীতি নিয়েও কটাক্ষ শোনা যায় তাঁর গলায়। তিনি বলেন, আমরা প্রথম দিন থেকেই রাম ও কালীকে নিয়েই আছি। তৃণমূল কি 'আল্লা'কে ছেড়ে কালী পক্ষে এসেছে? বিজেপির ভয়ে এখন অনেকে হঠাৎ ভক্তি দেখাচ্ছেন। পাশাপাশি কংগ্রেস নেতৃত্বকেও আক্রমণ করে মন্তব্য করেন, তাঁরা শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের দোরগোড়াতেই বসবেন।

রাজ্যের প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সুকান্ত। তাঁর কথায়, কাজ হচ্ছে, কিন্তু সঠিক দিশা নেই। বিজেপি আগাম নির্বাচনের প্রস্তুতিতে এগোচ্ছে বলেও জানান সুকান্ত।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে এফআইআর, তপ্ত এসআইআর বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ পুনর্বিবেচনা (এসআইআর) প্রক্রিয়া ঘিরে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-এর বিরুদ্ধে জীবনতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। উদ্যোগ নিয়েছেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। তাঁর দাবি, বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও একাধিক ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

অভিযোগকারীদের বক্তব্য, বহু বছর ধরে ভোটদান করলেও সাম্প্রতিক পুনর্বিবেচনায় তাঁদের বারবার শুনানির নোটিস পাঠানো হচ্ছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার পরও অনিশ্চয়তা কাটছে না।

র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ এবার উত্তর কলকাতার পলিটেকনিক কলেজে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রথম বর্ষের এক ছাত্র এমনই অভিযোগ করেন বলে জানা গেছে। আর অভিযোগে তিনি এও জানিয়েছেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের কয়েকজন ছাত্র তাঁকে কলেজের মধ্যেই র‍্যাগিং করেছেন। এরপরই ওই ছাত্র আতঙ্কিত হয়ে সরাসরি ইউজিসি-র অ্যান্টি র‍্যাগিং হেল্পলাইনে অভিযোগ জানান। এরপর এই অভিযোগের ভিত্তিতে ইউজিসির পক্ষ থেকে উত্তর কলকাতার পলিটেকনিক কলেজের অধ্যক্ষকে মেল করে বিষয়টি জানানো হয়ছে। এই ব্যাপারে উত্তর কলকাতার কাশীপুর থানায় ওই পলিটেকনিক কলেজের অধ্যক্ষ অভিযোগ দায়ের করেন। তারই ভিত্তিতে কাশীপুর থানার পুলিশ র‍্যাগিং বিরোধী আইন, হুমকি, হেনস্তা, সমান অভিপ্রায়ে অপরাধের ধারায় মামলা শুরু করেছে।

এই ঘটনায় পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ইউজিসি-র অ্যান্টি র‍্যাগিং হেল্পলাইনে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম বর্ষের ওই ছাত্র অভিযোগ করেন যে, ক্লাস শুরু হওয়ার পরই তাঁকে ঘিরে ধরেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের কয়েকজন ছাত্র। তাঁকে জোর করে পুশআপ এবং ওঠবোস করানো হয়। তিনি প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, নানাভাবে হেনস্তাও করা হয় তাঁকে। চলে শাসানিও। এরপরই তিনি অভিযোগ জানান।

ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কলেজের সিসিটিভি দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রয়াত মণিশংকর মুখোপাধ্যায়, আক্ষরিক অর্থেই মণিহারা হল বঙ্গ সাহিত্য জগৎ

শুভাশিস বিশ্বাস

চলে গেলেন মণিশংকর মুখোপাধ্যায়। আক্ষরিক অর্থেই মণিহারা হল বঙ্গ সাহিত্য জগত। পাঠকমহলে জনপ্রিয় ছিলেন সাহিত্যিক শংকর নামে। সাহিত্যিক শংকরের প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

বিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এই মণিশংকরের হাত ধরেই কলকাতাকে অন্যভাবে চিনতে শিখেছিল বাংলার পাঠকমহল। সালটা ১৯৫৫। যুবক বয়স থেকেই সাহিত্যচর্চার শুরু। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'কত অজানারে'। যেখানে মূল চরিত্রে উঠে আসেন কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টার নোয়েল ফ্রেডরিক বারওয়েল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মিলিটারি ডিউটিতে তিনি কলকাতায় আসেন এবং যথাসময়ে হাইকোর্টে আইনব্যবসা শুরু করেন। এই উপন্যাস আবর্তিত হয় মূলত ওই সময়ের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই। ঘটনাচক্রে ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটের আদলতি কর্মক্ষেত্রও শংকরকে এমনি অসংখ্য অপরিচিত চরিত্রের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। সেদিন অচেনাকে চেনা আর অজানাকে জানাই ছিল তাঁর জীবিকার অপরিহার্য অঙ্গ। শুধু ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটের আদলতি কর্মক্ষেত্র নয়। তাঁর লেখায় ধরা পড়ে নানান ঘটনা যা জড়িয়ে ছিল কলকাতার পরতে পরতে। তাঁর এই উপন্যাস নিয়ে নাটক বানাতে চেয়েছিলেন ঋত্বিক ঘটক। তবে তা অসমাপ্তই রয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ১৯৩৩ সালের ৭ ডিসেম্বর অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলায় জন্ম মণিশংকরের। আইনজীবী বাবা হরিপদ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই কলকাতায় চলে আসেন। বসবাস করতে থাকেন হাওড়ায়। সেখানেই শংকরের বেড়ে ওঠা, লেখাপড়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্কে জাপানি আক্রমণের ভয়ে পরিবার ফিরে গেল বনগাঁয়, কিন্তু কিশোর শংকর থেকে যান বাবার সঙ্গে। স্বাধীনতার বছরেই নেমে আসে জীবনের প্রথম বড় আঘাত, পিতৃবিয়োগ। সম্বলহীন এক কিশোরের সামনে তখন কঠিন বাস্তব। জীবিকার প্রয়োজনে কখনও অফিসের কেরানির কাজ, কখনও গৃহপরিচারক, এমনকি হকারিও করেছেন তিনি। এরই মাঝে চলে তাঁর সাহিত্য চর্চা। বাংলা সাহিত্যে একের পর এক অমর সৃষ্টি এই সময় থেকেই। শংকর কেবল জনপ্রিয় লেখক নন, নিজস্ব লেখনভঙ্গিও বারবার ভেঙেছেন তিনি। তাঁর সৃষ্টির তালিকায় ১৯৫৫-র পর ১৯৬২-তে প্রকাশ পায় 'চৌরঙ্গী'। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে সাহেব পাড়াকে ভিন্ন ভাবে চেনাতে, দেখাতে শিখিয়ে ছিলেন তিনি। 'চৌরঙ্গী' প্রকাশের পর শংকর হয়ে উঠলেন পাঠকপ্রিয়তার এক অনন্য নাম। তাঁর আরও একটি অনবদ্য উপন্যাস হল 'দ্য মিডলম্যান' যা নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করেন স্বয়ং সত্যজিত রায়। 'জন-অরণ্য' নামে প্রকাশ পায় এই চলচ্চিত্র। এই কাহিনিতেই ফুটে ওঠে কীভাবে বেকারত্ব, নৈতিক অবক্ষয়ে আর দুর্নীতিতে বিপথে চালিত হয় এক শিক্ষিত যুবক। ব্যবসা করতে গিয়ে কীভাবে দুর্নীতির নাগপাশ জড়িয়ে ধরে এই উপন্যাস তথা চলচ্চিত্রের প্রধান চরিত্রকে।

দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া, উত্তরে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার পর্যন্ত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পরিবর্তনের খুব একটা সম্ভাবনা নেই, আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর। তারপরের চার দিন ধীরে ধীরে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। এর পরবর্তী সময়ে তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। আপাতত সকালে কোথাও ঘন কুয়াশার কোনও সম্ভাবনা নেই। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। আগামী চার দিনে কলকাতা, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ধাপে ধাপে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বাড়তে পারে। উপকূলীয় জেলাগুলিতে ১৭ থেকে ১৯ ডিগ্রি এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে ১৫ থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে তাপমাত্রার পারদ।

উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা সামান্য বাড়ার ইঙ্গিত মিলেছে। ভোরের দিকে হালকা কুয়াশা দেখা যেতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলায়। দার্জিলিং ও সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় আগামী কয়েক দিনে ৬ থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা। কালিম্পং-সহ সমতল সংলগ্ন এলাকায় ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা। শিলিগুড়ি, মালদা ও সংলগ্ন জেলাতে ১৭ থেকে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

সম্পাদকীয়

রাজ্যসভায় বাড়ছে সংখ্যা, বিরোধীদের আশঙ্কা উড়িয়ে আরও শক্তিশালী মোদী সরকার

বিরোধীদের মুখে ছাই দিয়ে ২০১৪, ২০১৯-এর পর ২০২৪-এও ফিরেছে মোদী সরকার। তবে ২০২৪-এর ফলাফলে কিছুটা উল্লসিত হয়েছিল পরাজিত বিরোধী শিবির। উল্লাশের কারণ, একক ভাবে বিজেপির প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠতার থেকে কম। ফলে তৃতীয়বার সরকার গড়তে এনডিএ জোট শরিকদের ওপর অনেকটাই নির্ভর করতে হয়েছিল বিজেপিকে। তখনই বিরোধীরা বলতে শুরু করে এই সরকারের আয়ু আর বেশিদিন নয়। সংখ্যা গরিষ্ঠতাহীন বিজেপি এই সরকার চালাতে পারবে না। শরিকদের সমর্থন ছাড়া কোনও বিল পাশ হবে না। ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তৃতীয় মোদী সরকার সগৌরবে ২১ মাস পেরিয়ে চলছে। এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের জন্য আরও খারাপ খবর। এবার রাজ্যসভাতেও মোদী সরকারের সংখ্যা এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়ছে। ফলে সরকার পড়ে যাওয়ার যে আশঙ্কা বিরোধীরা করছিলেন সে তো অনেক দূর, আরও শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে চলেছে মোদী সরকার। আর সেটা এই মার্চ মাসের পরেই? কীভাবে? সেটা হল রাজ্যসভার আসন্ন নির্বাচনের পাটিগণিত। ১০ রাজ্যের ৩৭ আসনে মার্চ ২০২৬-এ নির্বাচন। ১৬ মার্চ একযোগে ওই ৩৭ আসনে ভোট। আর ওই ভোটের পরই বদলে যাচ্ছে রাজ্যসভার তামাম অঙ্ক। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার আরও কাছে চলে যাচ্ছে বিজেপি। ফলে উচ্চকক্ষে জোট হিসাবে এনডিএ-র সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন থাকবে না। এবারের আসনগুলি রয়েছে, মহারাষ্ট্র (৭), ওড়িশা (৪), তামিলনাড়ু (৬), পশ্চিমবঙ্গ (৫), অসম (৩), বিহার (৫), ছত্তিশগড় (২), হিমাচল(১), তেলেঙ্গানা (২) ও হরিয়ানা (২)। রাজ্যগুলিতে বিধায়ক সংখ্যার হিসেবে যা ছবি তাতে কোনও দল কতগুলি আসন পাবে তা মোটামুটি নিশ্চিত। এর ফলে ২৪৫ আসনের রাজ্যসভার হিসেব বদলে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে বিজেপির রয়েছে ১০৩ সাংসদ। এনডিএ জোটের আসন ১৩৩। যা ম্যাজিক ফিগারের চেয়ে বেশি। এই ৩৭ আসনের ফলপ্রকাশের পর এনডিএ জোট ১৪০ আসনে চলে যেতে পারে। বিজেপি একাই ১১০-এর কাছাকাছি চলে যেতে পারে। ফলে বিরোধীরা আরও চাপে পড়বে।

শব্দছক ৭৯

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	■
	■	৫			■	৬	৭
৮	৯		■	১০	১১	■	
■		■	১২			১৩	
১৪		১৫			■		■
	■	১৬		■	১৭		১৮
১৯	২০	■	২১			■	
■	২২			■	২৩		

পাশাপাশি: ১. অনিচ্ছা ৩. মর্কট ৫. পুষ্পরেণু ৬. নিষেধ ৮. ৯-এর স্থানীয় ১০. সম্পাদন ১২. অবশ্যম্ভাবী ১৪. পল্লিগীতি ১৬. প্রতিপদ-যুক্ত পূর্ণিমা তিথি ১৭. বাংলা ক্যালেন্ডারে প্রথম মাস ১৯. আকাশ ২১. অবিবাহিত নারী-সঙ্গী ২২. রস জ্ঞানে পারদর্শি ২৩. অতি নিম্নমানের

ওপর-নিচ: ১. স্নান হয় না যা ২. বিচারপতি ৩. বালকের ন্যায় ৪. লক্ষ্মীদেবী ৭. ক্ষৌরকার ৯. গচ্ছিত ১১. কৃষ্ণ-প্রেমিকা ১২. অঙ্গীকার করে যে ১৩. মানুষের হাতে টানা বাহন ১৪. চোখ ১৫. মাটির পাত্রের ঢাকনী ১৭ অপরাহ্ণ ১৮. সংবাদ ২০. প্রত্যুষ

সমাধান ৭৮ — পাশাপাশি: ১. বিজ্ঞ ২. সবিতা ৫. গোমারা ৬. বহু ৭. জরা ৯. হামলাকারি ১১. নতশির ১৩. পলপলা ১৬. শরণাগত ১৮. লব ঢ়১৯. তপ্ত ২০. পর্ণ ২১. আহত ২২. শোক

ওপর-নিচ : ১. বিয়োজন ২. সমাহার ৩. বিরাম ৪. জহুরি ৬. বকা ৮. রাত ১০. লাঙল ১২. শিখনা ১৩. পতপত ১৪. পল ১৫. লাবণিক ১৬. শতক ১৭. রপ্ত

আজকের দিন

■ **১৯৬৫** — নিউ ইয়র্ক সিটির অডুবন বলরুমে বিখ্যাত মার্কিন নাগরিক অধিকার নেতাকে হত্যা করা হয়।

■ **১৯১৬** — প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দীর্ঘতম এবং মারাত্মক যুদ্ধগুলির মধ্যে একটি ফরাসি এবং জার্মান বাহিনীর মধ্যে শুরু হয়েছিল।

■ **১৯৯৯** — অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং নওয়াজ শরীফ শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

জন্মদিন

১৯৩৭ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

১৯৬১ অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

১৯৭৪ চলচ্চিত্র পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর জন্মদিন।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

মধ্যবয়স্ক মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শোওয়ার ঘর থেকেই মধ্যবয়স্ক এক মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ওই মহিলা বাড়িতে একাই ঘরোয়া খ াদ্যসামগ্রী বিক্রি করে ভালো উপার্জন করছিলেন। ফলে কেউ কেউ হিংসার চোখে দেখতো। হয়তো কোনও কারনে প্রতিশোধ নিতেই একা ওই মহিলাকে মাথা থেঁতলে খুন করেছে দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসকোল এলাকায়। পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দেহটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে মৃতের দুই মেয়ে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিভিন্ন সূত্র ধরে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম দয়া চৌধুরী (৪৬)। তাঁর স্বামী সুবোধ চৌধুরী প্রায় দু'বছর আগে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ওই মহিলার দুই মেয়ে মিল্কির একটি গ্রামে বিয়ে হয়েছে। একমাত্র ছেলের শংকর দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত। স্বামীর বাড়িতে একাই থাকতেন ওই মহিলা। সংসার চালানোর ক্ষেত্রে তিনি বাড়িতেই বড়ি, নাড়ু এবং পাপড় তৈরি করতেন। যাতে করে শুধু নিজেরই নয়, দুই মেয়ের সংসারের অনেকটাই খরচ তিনি জোগাতেন। কিন্তু ওই মহিলার মোটা টাকা রোজগার এবং স্বনির্ভর হওয়ার বিষয়টি নাকি কেউ কেউ হিংসার চোখে দেখতো বলে অভিযোগ মৃতের পরিবারের।

মৃতের দুই মেয়ে বিউটি এবং সুইটি চৌধুরী বলেন, 'গত কয়েক মাসের ব্যবধানে মা নিজের বাড়িতেই বড়ি, নাড়ু এবং পাপড় তৈরি করে বেশ ভালো রোজগার করছিলেন। আমরাও মায়ের হাতের কাজ শিখেই রোজগার শুরু করেছিলাম। আমাদের আশঙ্কা কেউ হয়তো মায়ের এই উন্নতিতে হিংসা করছিল। পাশাপাশি এলাকায় মাদক কারবারিদের দৌরাত্ম্য ক্রমাগত বেড়ে গিয়েছে। যেহেতু বাড়িতে, মা একা থাকতেন, তাই ফাঁকা বাড়ি সুযোগ নিয়ে হয়তো দুষ্কৃতীরা চুরি বা লুট করার চেষ্টা চালাতে পারে। সে ক্ষেত্রেই হয়তো মা জেনে যাওয়ায় মাথা থেঁতলে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। পুরো বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।'

পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সকালে এক গোয়ালা ওই মহিলার বাড়িতে দুধ দিতে গিয়েছিল। দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকির পর দরজা না-খোলায় জানালা দিয়ে উঁকি মারতেই দেখে ওই মহিলার দেহ পড়ে রয়েছে। ওই মহিলার মাথায় ভারী কোনও বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয়ে থাকতে পারে। অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের জন্য মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মৃতের পরিবারদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য ধরেই ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

গাইঘাটায় মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: গাইঘাটায় মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগ গ্রেপ্তার দুই অভিযুক্ত। রাস্তা থেকে মহিলার মুখ চেপে ধরে তুলে নিয়ে গণধর্ষণ কারার অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটায়। ইতিমধ্যে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম অসীম বিশ্বাস ও মিঠুন পোদ্দার।ধৃত দুই জনকে ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতে চেয়ে শুক্রবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ওই মহিলা বাড়ির সামনের রাস্তার লাইট জ্বালাতে গেলে তার মুখ চেপে ধরে তাকে নিয়ে গিয়ে দুই জনে ধর্ষণ করে।পরবর্তীতে সেখান থেকে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। তাদের কাছে থেকে ছাড়া পেয়ে গাইঘাটার থানার চাঁদপাড়ায় গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য জান নির্যাতিতা। তখন কর্তব্যরত চিকিৎসক বিষয়টি জানায় গাইঘাটা থানায়। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছে মহিলার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে পুলিশ। বর্তমানে মহিলা বনগাঁ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে রাতেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের ৭ দিনের পুলিশ হেপাজত ছেয়ে শুক্রবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রতন রায় জানান, 'আমি বাড়িতে ছিলাম না আমাকে ফোন করা হলে আমি দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছি পরবর্তীতে বাড়িতে এসে ঘটনা শুনেছি এবং হাসপাতাল সহ থানায় গিয়েছি। তবে এই ধরনের ঘটনা যে বা যারা ঘটিয়েছে তাদের যেন আইনগত কঠোর সাজা দেওয়া হয়। এর আগে আমাদের এই এলাকায় এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি।' অভিযোগকারীনির আত্মীয় বলেন, বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। তবে যারা অপরাধী তাদের যেন কঠোর শাস্তি হয়।

বীরভূমের সব আসনে জয়ী হবে তৃণমূল, দাবি কাজলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বীরভূমে ১১টি আসনেই জয়ী হবে তৃণমূল। রামপুরহাট বিধানসভার অন্তর্গত মহম্মদ বাজার ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে বিশাল জনসভায় এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে

এমনই আশার কথা শোনালেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখ। তিনি বলেন, 'বিজেপি ভোটের আগে বাংলায় অশান্তি করার চেষ্টা করবে, জেলায় এসে জঙ্গির তকমা দেবে, ধর্মের রাজনীতি খেলবে। তৃণমূলকে হারাতে এসআইআর চালু করে বাংলার মানুষকে রাস্তায় দাঁড় করিয়েছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষ ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে তৃণমূলকেই জয়ী করবে। বাংলায় ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল আর জোড়াফুল ফুটবে বীরভূমের ১১টি আসনে। বিরোধীরা চোখে সর্ষে ফুল দেখবে।

২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি হ্যান্ডলুম ও উইভার সেলের তরফে পশ্চিমবঙ্গের তাঁতি বন্ধুদের জন্য ৬ দফা দাবি সনদ বিজেপির নির্বাচন পরামর্শ বাক্সে জমা দেওয়া হল। সঙ্গে ছিলেন রাজ্য বিজেপি হ্যান্ডলুম সেলের রাজ্য কনভেনর অনল বিশ্বাস ও রাজ্য বিজেপি র সম্মানীয়া সাধারণ সম্পাদিকা শশী অগ্নিহোত্রী।

গোবিন্দভোগ চাল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ায় মেলায় খুশি কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গোবিন্দভোগ-সহ রাজ্যের তিন ধরনের চালকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। বাংলার বিখ্যাত সুগন্ধি চাল গোবিন্দভোগ, তুলাইপাঞ্জি এবং কনকচূড়কে আন্তর্জাতিক 'খাদ্য ও সংস্কৃতি ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনাইটেড নেশন।

রাজ্যের শস্য ভান্ডার হিসেবে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান। এই জেলার রায়না খন্ডঘোষে ব্যাপক ভাবে গোবিন্দভোগ-সহ সুগন্ধি ধানের চাষ হয়। সেই ধান থেকে চাল উৎপাদনের জন্য এলাকায় রয়েছে বেশ কয়েকটি রাইস মিল। রাইস মিল মালিকরা বলছেন, এমনিতেই গোটা বিশ্বে গোবিন্দভোগ চালের চাহিদা রয়েছে। প্রতি বছর ২৫ থেকে ৩০ হাজার মেট্রিক টন গোবিন্দভোগ চাল বিদেশে রপ্তানি হয়। এই স্বীকৃতির ফলে চাহিদা ব্যাপক ভাবে বেড়ে যাবে। রপ্তানি দ্বিগুণ হয়ে যাবে বলে আশা করছেন তাঁরা।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে খুশি বর্ধমানের দক্ষিণ দামোদর এলাকা অর্থাৎ রায়না খ ন্ডঘোষের কৃষকরাও। তাঁরা বলছেন, চাহিদা বাড়ায় এবার মুনাফার মুখ দেখা গেছে। এই স্বীকৃতির পর চাহিদা বাড়লে চাষিরা গোবিন্দভোগ চাষে আরও বেশি উৎসাহিত হবে। লাভ বাড়লে চাষের পরিমাণও বাড়বে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠান না-হওয়ায় মন খারাপ সীমান্তবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠান হচ্ছে না পেট্রাপোল সীমান্তে মন খারাপ সাহিত্যিক ব্যবসায়ী থেকে স্থানীয় সকলের। প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে পেট্রাপোল সীমান্তের নোম্যান্সল্যান্ডে শহিদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন এর মধ্যে দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশ একত্রিত হত ২০২৪ সাল থেকে বাংলাদেশের অস্থির পরিবেশের কারণে গত বছর পেট্রাপোল সীমান্তে দুই দেশ একত্রিত না-হওয়ায় বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে পেট্রাপোলে ভাষা দিবস উৎযাপন করেছিল। কিন্তু এই বছর পেট্রাপোল সীমান্তে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কোনও সরকারি অনুষ্ঠান হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান না-হওয়ায় মন খারাপ বনগাঁর সাহিত্যিক থেকে পেট্রাপোলের ব্যবসায়ী সাধারণ মানুষ সকলের। পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'আমরা ব্যবসা করলেও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রতিবছর যে অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানে আমরা অংশগ্রহণ করতাম। এবছর সেই অনুষ্ঠান হচ্ছে না আমাদের মন খারাপ।'

বনগাঁর বিখ্যাত সাহিত্যিক বিভাস রায় চৌধুরী জানিয়েছেন, 'এ বছর পেট্রাপোল সীমান্তে অনুষ্ঠান হচ্ছে না এটা সত্যিই খারাপ লাগছে। আমি চাই আগামী বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এই অনুষ্ঠান হবে।' অনুষ্ঠান না-হওয়া প্রসঙ্গে বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মদক্ষ প্রসেনজিৎ ঘোষ

জানিয়েছেন, 'যেহেতু গত ১২ তারিখ বাংলাদেশের নির্বাচন ছিল ১৭ তারিখ তাদের সরকার গঠন হয়েছে এই সময়ের মধ্যে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি এবং পেট্রাপোল সীমান্তে পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে যে অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে এ বছর সেই অনুষ্ঠানও হচ্ছে না। আমরা আশা রাখি আগামী বছর সব মিটে যাবে এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হবে।বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি বিকাশ ঘোষ জানিয়েছেন এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল রাজ্য সরকার কেন হচ্ছে না আমার জানা নেই। আগামী বছর রাজ্যে ক্ষমতায় এসে আমরা এই অনুষ্ঠান ভালোভাবে পালন করব।'

ফর্ম নং ইউআরসি-২
অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি সম্পর্কিত নোটিশ এর বিজ্ঞাপন
(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অনুযায়ী)

১. এতদ্দারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, '**পরশনাথ হোল্ডিংস**', এক ব্যবসায়িক সংস্থা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় -২১ এর অংশ ১ অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তির জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৬৬ এর উপ ধারা (২) অনুসরণে পনেরো দিন পর কিন্তু ত্রিশ দিন অনতিক্রান্তে রেজিস্টারের নিকট আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নোক্ত মতে ক) অধিগ্রহণ, গ্রাহকভুক্তি, বিনিয়োগ, ধারণ, মালিকানা,ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর, দায়বদ্ধতার ব্যবসা বা অন্যভাবে শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার স্টক, বন্ড, ইউনিট, সিকিউরিটিজ, ডেরিভেটিভস এর লেনদেন এবং অন্যান্য আর্থিক বিষয়ে ইস্যু বা গ্যারান্টি কোম্পানি কর্তৃক, কর্পোরেশন, সরকারি বিধিবদ্ধ সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য সংগঠন, ভারতে বা বিদেশে।

খ) প্রযোজ্য আইন এবং প্রবিধান সাপেক্ষে, স্বীকৃত এক্সচেঞ্জ বা ওভার-দ্য-কাউন্টার বাজারে লেনদেন করা হোক না কেন, ফিউচার, অপশন, সোয়াপ, ফরোয়ার্ড, কন্ট্রাক্ট ফর ডিফারেন্স এবং অন্যান্য কাঠামোগত আর্থিক পণ্য সহ বিভিন্ন ধরণের ডেরিভেটিভ উপকরণের ব্যবসায় জড়িত হওয়া।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংস্থার নিবন্ধের একটি অনুলিপি পূর্ণাভ অ্যাপার্টমেন্ট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, শ্রীমা সরণি, হায়দার পাড়া, পো -রবীন্দ্র সরণি, থানা-ভক্তিনগর, ওয়ার্ড নং ৩৯, হায়দারপাড়া, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৪০০৬-এ কর্মদিবসে সকাল ১০.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্দারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে এই আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে চাইলে যে কোনও ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড ১২২০৫০-এর রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে পারেন।

স্থান জলপাইগুড়ি **পরসনাথ হোল্ডিংস এর পক্ষে**
তারিখ ২১-০২-২০২৬ **স্বা/- বিবেক আগরওয়াল**

কেন্দ্রীয় সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন,
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি আইনের (ইনকর্পোরেশন) রুলস এর রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
টকসিটো টেকনো প্রাইভেট লিমিটেড (CIN: U63999WB2023PTC264415) রেডিস্টার্ড অফিস - ১৬ ম্যাঙ্গো লেন, রাধা বাজার, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১ সম্পর্কিত।
..... আবেদনকারী

এতদ্দারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২৪ জুন ২০২৫ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় যেখানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতিতে গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''মহারাষ্ট্র রাজ্যে'' রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নির্ধারণের জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধার ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এমসিএ-২১ পোর্টাল **(www.mca.gov.in)** বিনিয়োগকারীর অভিযোগের ফর্ম পূরণ করে বা হাতে হাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে তার আপত্তি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, অ্যাকশন এরিয়া-৩, প্রেমিসেস নং ০৫০৮৫২ আকন্দকেশরী, নিউটাউন, রাজারহাট, কলকাতা- ৭০০১৩৫** ঠিকানায় এবং একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে নোটিশ প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে উপরে উল্লিখি ত ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

টকসিটো টেকনো প্রা লি. এর পক্ষে
অবিনাশ রবীন্দ্র বেদেকর
তারিখ : ২১.০২.২০২৬ ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা ডিন : ১১১৪৪৫০৩

গঙ্গোত্রী মার্চেন্টস প্রা. লি.
৫০৩, ২৮/২ শেক্সপীয়র সরণি কলকাতা ৭০০০১৭ ফোন - ৯১-৩৩-২২৮৯-৩৪৭৮
ফ্যাক্স - ৯১-৩৩-২৪৪৯-০২৭৭
ইমেল : gangotri_merchants@rediffmail.com
CIN U51494WB1996PTC077932
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক,
ভারত সরকার সমীপে
কর্পোরেট ভবন, ৫ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা- ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩(৪) সম্পর্কিত
এবং
২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস এর রুল ৩০(৬) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
গঙ্গোত্রী মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড রেডিস্টার্ড অফিস - ২৮/২ শেক্সপীয়র সরণি, রুম নং ৫০৩, কলকাতা ৭০০০১৭, পব, ভারত সম্পর্কিত।
..... আবেদনকারী

এতদ্দারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **২৮.১১.২০২৫ তারিখে** কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''মহারাষ্ট্র রাজ্যে''** রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নির্ধারণের জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধার ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীর অভিযোগের ফর্ম পূরণ করে বা হাতে হাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে তার আপত্তি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ২৮/২ শেক্সপীয়র সরণি, রুম নং ৫০৩, কলকাতা ৭০০০১৭, পব, ভারত ঠিকানায় নোটিশ প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে
মেসার্স গঙ্গোত্রী মার্চেন্টস প্রা. লি.
স্বা/-
সিদ্ধার্থ চৌধুরি
স্থান : কলকাতা (ডিরেক্টর)
তারিখ : ২১.০২.২০২৬ (ডিন : ০০৪২২৬০৭)

দি গ্রোব টি কোম্পানি লিমিটেড
CIN : L74110WB1895PLC000963
রেজিঃ অফিস: ''হাউট স্ট্রিট'' ১০ম তল,
৮৬এ, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬
দূরভাষ নং: ০৩৩-৪০০৩১৩২৫/২৬
ইমেল: grobtea@rawalwasia.co.in, **ওয়েবসাইট:** www.grobtea.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ
ভৌত আকারে শেয়ারসমূহ এর স্থানান্তর অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তকরণ এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 তারিখের ০২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, ভৌত সিকিউরিটিজের ট্রান্সফার ডিড পুনর্নথিভুক্তির জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল যা ০৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 তারিখের ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ অনুসারে, বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সহজতর করার জন্য এবং বিনিয়োগকারীদের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য, ০১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে বিক্রি/ক্রয় করা ভৌত সিকিউরিটিজের স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য আরেকটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ ব্যবস্থা পূর্বে জমা দেওয়া এবং জমা দেওয়া স্থানান্তর অনুরোধগুলির জন্যও উপলব্ধ থাকবে। ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের জন্য নথিপত্র/প্রক্রিয়া/অথবা অন্য কোনও কারণে উপস্থিত না হওয়ায় প্রত্যাখ্যাত/ফিরে দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা আমাদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ, নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, তাদের ঠিকানায় ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা-৭০০০১৭ বা nichetechpl@nichetechpl.com -এ ই-মেইল করতে পারবেন এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা/পুনরায় জমা দিতে পারবেন। যে সিকিউরিটিগুলি স্থানান্তরের জন্য জমা/পুনরায় জমা দেওয়া হচ্ছে (তারিখ অনুযায়ী কোম্পানি/আরটিএ-এর কাছে বিচারাধীন অনুরোধ সহ), শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে জারি করা হবে। এই ধরনের ট্রান্সফার-কাম-ডিম্যাট অনুরোধের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। ঘোষিত সার্কুলারটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.grobtea.com-এও পাওয়া যাবে।

দ্য গ্রোব টি কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ২০.০২.২০২৬ নেহা সিং
স্থান : কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

---

indifi Capital Private Limited

ইন্ডিফি ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড
(পূর্বে রিভেরা ইনভেস্টরস প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত)
রেজিস্টার্ড অফিস : প্লট-১৯, ১ম তল, ব্লক সি, সেবা টাওয়ার, সেক্টর-১৮, ফেজ-৪, উদ্যোগ বিহার, গুরুগ্রাম, হরিয়ানা-১২২০১৫, ভারত
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর : U65923HR1980PTC069400

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এটি ইন্ডিফি ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড (''কোম্পানি'') কর্তৃক জারি করা ১০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের পাবলিক নোটিশের ধারাবাহিকতায়, যা **৩/২, ৪র্থ তল, ৭৫সি পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ** (''শাখা'') এ অবস্থিত তার শাখা অফিসের প্রস্তাবিত বন্ধের বিষয়ে জারি করা হয়েছিল। কোম্পানি এতদ্দারা তার গ্রাহকদের এবং জনসাধারণকে অবহিত করছে যে, পরবর্তী অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা অনুসারে, পূর্বোক্ত শাখার প্রস্তাবিত বন্ধ প্রত্যাহার করা হয়েছে। তদনুসারে, ১০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের পূর্ববর্তী পাবলিক নোটিশ প্রত্যাহার করা হবে এবং আর কোনও প্রভাব ফেলবে না। শাখাটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর থাকবে এবং স্বাভাবিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

যে কোনও গ্রাহক বা ব্যক্তি যাদের কোনও উদ্বেগ আছে বা কোম্পানির কাছ থেকে স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন, তারা cs@indifi.com ইমেল ঠিকানায় ইমেল পাঠিয়ে কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

সকল সংশ্লিষ্টদের এটি নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইন্ডিফি ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
তারিখ : ২০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ স্বা/-
স্থান : গুরুগ্রাম অনুমোদিত অফিসার

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড
CIN : L45209WB1924PLC004969
রেজিঃ অফিস : 'সিমপ্লেক্স হাউজ', ২৭, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০১৭
ফোন: + ৯১ ০৩৩ ২৩০১১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২২৮৯ ১৪৬৮
ই-মেল: secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া তাদের ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 (''সার্কুলার'') এর মাধ্যমে ''ভৌত সিকিউরিটিজ স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো'' তৈরির ব্যবস্থা করেছে এবং সেই অনুযায়ী ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে বিক্রি/ক্রয়কৃত সকল ভৌত শেয়ার, যার মধ্যে রয়েছে যেগুলো ভৌত স্থানান্তর পদ্ধতি বন্ধ করার আগে, অর্থাৎ ১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে স্থানান্তরের জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথিপত্রের ঘাটতির কারণে কোম্পানি/আরটিএ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং এই ধরনের ট্রান্সফার ডিড পুনর্নথিভুক্তির জন্য নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ, অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখে বা তার আগে প্রয়োজনীয় নথিপত্র পুনর্নথিভুক্ত করতে হয়েছিল; ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের বিশেষ সময়সীমার মধ্যে কোম্পানি/আরটিএ-তে একই জিনিস জমা/পুনরায় জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। তবে, সকল ক্ষেত্রেই, দাবিদারদের কাছে মূল নিরাপত্তা শংসাপত্র থাকতে হবে এবং উক্ত শেয়ারগুলি কোনও কারণে বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তর করা উচিত নয়।

অধিকন্তু, একবার স্থানান্তরিত সিকিউরিটিগুলি বাধ্যতামূলকভাবে কেবলমাত্র ডিম্যাট মোডে হস্তান্তরকারীর কাছে জমা হবে এবং স্থানান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন থাকবে এবং উক্ত লক-ইন সময়কালে এই ধরণের সিকিউরিটিগুলি স্থানান্তর /বিকল্প ব্যবস্থা/ বন্ধক রাখা হবে না।

আরও তথ্যের জন্য আপনি কোম্পানির কোম্পানি সচিব অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন :

যোগাযোগের ঠিকানা	
সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্ট সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড, ''সিমপ্লেক্স হাউস'' ২৭, শেক্সপিয়র সরণি কলকাতা -৭০০০১৭ ফোন (০৩৩) ২৩০১১২১৫/২১৬/১৬০০ ইমেল : secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট www.simplexinfra.com	মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড ৩৮৩, লেক গার্ডেনস, ২য় তল, কলকাতা-৭০০ ০৪৫ ফোন (০৩৩) ৪০৭২৪০৫১/৫২ ফ্যাক্স (০৩৩) ৪০৭২৪০৫০ ইমেল mcssta@rediffmail.com/ mcssta2012@gmail.com

সার্কুলারের একটি কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.simplexinfra.com-এও পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বি. এল. বাজোরিয়া
স্থান : কলকাতা **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**
তারিখ : ২০.০২.২০২৬ **M. No. F3020**

দ্য পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রডিউস কোম্পানি লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি,
হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২
ফোন: ৯১-৩৩-২২২৩৩৩৯৪, ইমেল : periatea@lnbgroup.com
ওয়েবসাইট : www.periatea.com, CIN: L01132WB1913PLC220832

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন')-এর ধারা ১০৮-এর সাথে পঠিত ১১০ ধারা এবং কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০ ও ২২ (বর্তমানে বলবৎ থাকা যেকোনো সংবিধিবদ্ধ সংশোধন বা পুনর্প্রবর্তন সহ) ('রুলস'), এবং সেই সঙ্গে ৮ই এপ্রিল ২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ই এপ্রিল ২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০ এবং এই বিষয়ে পরবর্তীতে জারি করা সার্কুলারসমূহ যার মধ্যে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ') কর্তৃক সর্বশেষ জারি করা ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ ('জেনারেল সার্কুলার'), সময় সময় সংশোধিত হওয়া সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস') এবং দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক সাধারণ সভার ওপর জারি করা সেক্রেটারি স্ট্যান্ডার্ডস ('এসএস-২') অনুসরণ করে, কোম্পানি ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্যসমূহ সম্পাদনের জন্য রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের সাহায্যে সদস্যদের সম্মতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে ২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে।

এমসিএ -এর জেনারেল সার্কুলার অনুযায়ী, কোম্পানি ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের উক্ত নথিগুলি পাঠিয়েছে যারা শুক্রবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ (''কাট-অফ ডেট'') তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির কাছে বা ডিপোজিটরিদের কাছে তাদের ই-মেল ঠিকানা নিবন্ধিত করেছেন এবং সদস্যদের সম্মতি বা অসম্মতি প্রদানের যোগাযোগ শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে। যে সকল সদস্যদের নাম কাট-অফ ডেট অর্থাৎ শুক্রবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী কোম্পানির সদস্য রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি কর্তৃক সংরক্ষিত বেনিফিশিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে নথিবদ্ধ আছে, কেবলমাত্র তারাই রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ আইন অনুযায়ী স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে কলকাতার মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি-কে নিযুক্ত করেছে। যে সকল সদস্য এ পর্যন্ত তাদের ই-মেল ঠিকানা নিবন্ধিত করেননি, তাদের কোম্পানির সমস্ত যোগাযোগ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পাওয়ার জন্য ই-মেল আইডি **coimbatore@in.mpms.mufg.com** -এ আরটিএ -এর কাছে ই-মেল ঠিকানা নিবন্ধিত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যে সকল সদস্য পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি পাননি, তারা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, 'সূর্য', ৩৫, মেফ্লাওয়ার অ্যাভিনিউ, সেন্থিল নগরের পিছনে, সৌরিপালয়ম রোড, কোয়েম্বাটোর - ৬৪১ ০২৮ ঠিকানায় অথবা **coimbatore@in.mpms.mufg.com** -এ আবেদন করে এর একটি ডুপ্লিকেট অনুলিপি পেতে পারেন। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.periatea.com** এবং সিডিএসএল -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.evotingindia.com** -এও পাওয়া যাবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ ও ১১০ ধারার সাথে পঠিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০ ও ২২ (সময় সময় সংশোধিত) অনুযায়ী, কোম্পানি তার সদস্যদের (শেয়ার ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড যে কোনো আকারেই থাকুক না কেন) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) কর্তৃক প্রদানকৃত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। ই-ভোটিংয়ের সময়সীমা ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬, শনিবার সকাল ৯.০০ ঘটিকায় শুরু হবে এবং ২২শে মার্চ ২০২৬, রবিবার বিকেল ৫.০০ ঘটিকায় শেষ হবে। সদস্যদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের ভোট প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, এরপর ই-ভোটিং সুবিধাটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। ই-ভোটিংয়ের জন্য দয়া করে এই বিজ্ঞপ্তিতে মুদ্রিত নির্দেশাবলী মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং অনুসরণ করুন।

পোস্টাল ব্যালট/ই-ভোটিং-এর ফলাফল ই-ভোটিং-এর শেষ তারিখ থেকে ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানির চেয়ারম্যান বা তার অনুপস্থিতিতে তার দ্বারা অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি দ্বারা ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ পোস্টাল ব্যালট/ই-ভোটিং-এর ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.periatea.com** এবং সিডিএসএল -এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com** -এ পোস্ট করা হবে এবং কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস ৭, মুন্সী প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২-এর নোটিশ বোর্ডেও প্রদর্শিত হবে।

সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে ই-ভোটিং সংক্রান্ত আপনার কোনো জিজ্ঞাসা বা সমস্যা থাকলে, আপনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -এ একটি ই-মেল লিখতে পারেন বা টোল ফ্রি নং ১৮০০২১ ০৯৯১১-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (ইস্ট), মুম্বাই - ৪০০০১৩ -এর উদ্দেশ্যে পাঠানো যেতে পারে অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -এ ই-মেল করতে পারেন বা টোল ফ্রি নং ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ কল করতে পারেন।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর আদেশানুসারে
দ্য পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রডিউস কোং লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সৌরভ সিংহানিয়া
স্থান: কলকাতা **কোম্পানি সেক্রেটারি**
তারিখ: ২০.০২.২০২৬ **এম. নং A27227**

মাকে গুলি করে ঘরে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: পারিবারিক অশান্তির জেরে মাকে গুলি করে পরে ঘরে আগুন লাগিয়ে তারপর নিজেকে গুলি করে আত্মঘাতী ছেলে। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের কুলটি থানার কলেজ রোডের রামকৃষ্ণ সরণীতে। ঘটনার সূত্রপাত বুধবার। পরিবারের সদস্য দয়াময় মুখার্জি জানান কিছুটা মানসিক অসুস্থ ছিল অভিযুক্ত রাজা। প্রায় ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ঝগড়া বিবাদ হত।

জানা গিয়েছে রাজা মুখোপাধ্যায় কোন প্রকার নেশা করতেন। প্রায়ই মা-বাবাকে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করতেন। না-পেলে ঝগড়া করতেন। মারধর করতো। বাবা দয়াময় মুখার্জি ইসিএলে চাকরি করতেন। বাবার কাছ থেকে প্রায়ই টাকা দাবি করতেন। সম্প্রতি বাড়িটি বিক্রির জন্য চাপ দিচ্ছিল রাজা। আর সেই নিয়ে বুধবারের ঝামেলার সূত্রপাত। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বেসরকারি সংস্থায় নিরাপত্তা রক্ষীর(গান ম্যান) কাজ করতেন বছর পঞ্চাশের রাজা মুখোপাধ্যায়। বুধবার পারিবারিক বিবাদের কারণে রাজা তার বয়স্ক বাবা দয়াময় কে মারধর করে। প্রাণে বাঁচতে দয়াময় পালিয়ে যান তার মেয়ের বাড়ি পুরুলিয়ার কাশিপুরে। বৃহস্পতিবার আবার অশান্তি শুরু হয় রাজা ও তাঁর মা সন্ধ্যা মুখার্জির মধ্যে। তারপরই ঘটে এই ঘটনা। এই ঘটনা ঘটাবার পর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন রাজা বলে অভিযোগ। আগুনের খবর পেয়ে ছুটে আসে কুলটি থানার পুলিশ ও দমকল। দমকলের একটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। ঘরেই গুলিবিদ্ধ ও অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় সন্ধ্যার। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)]
পরিশিষ্ট IV

রেয়াপাড়া শাখা
গ্রাম এবং পো - রেয়াপাড়া, নন্দীগ্রাম - ২ ব্লক, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬৫০

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রিজিওনাল অফিস বাঁকুড়া** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (আইন) ধারা ১৩(২) এবং ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৭.১০.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী নব কুমার মাইতি,** পিতা শ্রী বাদল মাইতি এবং **শ্রী বাদল মাইতি** পিতা শচীন্দ্র মাইতি নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১১,১৬,৪৭১ টাকা (এগার লাখ ষোলো হাজার চারশ একাত্তর টাকা) ১৮.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬** তারিখে।

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র নিকট বকেয়া পরিমাণ **১১,১৬,৪৭১.০০ টাকা (এগার লাখ ষোলো হাজার চারশ একাত্তর টাকা)** (১৭.১০.২০২৫ থেকে মূল এবং সুদ সহ) **১৭.১০.২০২৫ থেকে** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদাতার নাম :	**শ্রী নব কুমার মাইতি,** পিতা বাদল মাইতি
বন্ধকদাতার ঠিকানা :	চিরঞ্জীবপুর, পো : আসাদতলা, থানা : নন্দীগ্রাম, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৬৫৬।
সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ :	বিক্রয় দলিল নং ১-২২৪৪ তারিখ ২৮.০৩.২০১৯, সম্পত্তি নব কুমার মাইতি এর নামে, মৌজা : চিরঞ্জীবপুর, প্লট নং ১২৫৪, এলআর খতিয়ান নং ১৬৬৩, নতুন এলআর ১৬৭৪, জেএল নং ১২২, এরিয়া : ৭.০০ ডেসিমেল।
চৌহদ্দি :	উত্তরে : সকলের মোরাম চলার রাস্তা এবং অমল তফাদারের খালি জমি প্লট নং ১২৫৪, দক্ষিণে : নিজ জমি। পূর্বে : প্লট নং ১২৫৪ এবং পুকুর। পশ্চিমে : অমল তফাদারের খালি জমি প্লট নং ১২৫৪।

তারিখ : ১৯.০২.২০২৬
স্থান : রায়াপাড়া

অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. মেসার্স হাউসকিপিং অ্যান্ড ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস, ২) শ্রী দেবনন্দন মাহাপাত্র, ৩) শ্রীমতি গীতা মহাপাত্র, ৪) শ্রী সৌমেন মহাপাত্র।	ক) ১,৬৩,১৮,০৫৬ টাকা লোন এ/সি নং ৯২০০৩০০৬৭২৫১২০৫, ১৬.০৯.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.০৬.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ১৩,৩০,০৯৩ টাকা লোন এ/সি নং ৯২২০৬০০৪৯৯৬৫৪৪৪, ১৬.০৯.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ১৯.০৯.২০২৫ গ) ২০.০২.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ২০ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা - সোনামুখী, জেএল নং ১৮৮,এলআর খতিয়ান নং ২৮০৩,আরএস প্লট নং ৪০৫, প্লট নং ৪১৫,হিজলি কো-অপা সোসাইটি, থানা - খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর- ৭২১৩০১, তদস্থিত সকল ভবন এবং নির্মাণ স্থায়ীভাবে অবস্থিত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য।

তারিখ : ২১.০২.২০২৬ স্থান : পশ্চিমবঙ্গ — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা/গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদার/গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে ''আনডেলিভার্ড'' হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড। (পূর্বে, এল&টি হোল্ডিংস ফাইন্যান্স লিমিটেড) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি — এনপিএ তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি — বকেয়া রাশি (₹)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
KOLHL18000684, KOLHL18000840	1. মেসার্স রাকেশ ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসেস (ইহার মালিক রাকেশ কুমার রাই মাধ্যমে) 2. রাকেশ কুমার রাই 3. পুষ্পলতা রাই	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 09/02/2026 এনপিএ তারিখ : 05/01/2026	07/02/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ28,54,245.56/- (টাকা আঠাশ লাখ চুয়ান্ন হাজার দু'শো পঁয়তাল্লিশ এবং ছাপ্পান্ন পয়সা)	**অনুসূচি-।** ফ্ল্যাটের সমস্ত খণ্ড ও অংশের বিবরণ : হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চৌহদ্দির মধ্যেই পরিসর নং 152/7, হরদত্ত রাই চামারিয়া রোড (পূর্বে সালকিয়া স্কুল রোড হিসাবে বিদিত), মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং 13, জেলা - হাওড়া, থানা - গোলাবাড়ী-তে 25 কাঠা 0 ছটাক 0 বর্গফুট পরিমাপের সমস্ত খণ্ড ও অংশ জমির ওপর থাকা ও অবস্থিত 'শিবা অ্যাপার্টমেন্ট' হিসাবে বিদিত ইমারতের ফোর্থ ফ্লোর, ব্লক বি'তে 991 বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপ যুক্ত ফ্ল্যাট নং 405, যা অন্য সব অধিকার সহ এবং নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ সীমানা — পূর্বদিকে: প্রাইভেট নর্দমা; পশ্চিমদিকে: 6.2মিটার চওড়া রোড; উত্তরদিকে: 5.2মিটার চওড়া রোড; দক্ষিণদিকে: হরদত্ত রাই চামারিয়া রোড (পূর্বে সালকিয়া স্কুল রোড হিসাবে বিদিত)।

তারিখ: 21.02.2026
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

IndusInd Bank

আঞ্চলিক কার্যালয়:
সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

পরিশিষ্ট-৪

দখল বিজ্ঞপ্তি (রুল-৮(১) দেখুন)
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড** এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে ১৪-১১-২০২৫ তারিখে একটি **দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে- মেসার্স সন্ধ্যা মেডিক্যাল এজেন্সি (ঋণগ্রহীতা, যার প্রতিনিধিত্ব করছেন এর স্বত্বাধিকারী- অরিজিৎ নন্দী), অরিজিৎ নন্দী (মেসার্স সন্ধ্যা মেডিক্যাল এজেন্সি-র স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদার তথা বন্ধকদাতা)** এবং পারমিতা নন্দী (যিনি কবিতা দাস/ পারমিতা দাস/কবিতা নন্দী (দাস) নামেও পরিচিত) (জামিনদার তথা বন্ধকদাতা) -কে **৫৫,৮৪,১১৩.৫৪ টাকা (পঞ্চান্ন লক্ষ চুরাশি হাজার একশত তেরো টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা মাত্র)** সেইসঙ্গে প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে নথিভুক্ত হারে এবং পূর্বোক্ত ডিমান্ড নোটিশে দেওয়া তারিখ থেকে আরও সুদ সহ বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অ্যাক্টের রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে।**

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যেকোনও প্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **৫৫,৮৪,১১৩.৫৪ টাকা (পঞ্চান্ন লক্ষ চুরাশি হাজার একশত তেরো টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা মাত্র)** সেইসঙ্গে প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে নথিভুক্ত হারে এবং পূর্বোক্ত ডিমান্ড নোটিশে দেওয়া তারিখ থেকে আরও সুদ সহ ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে ও।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার থানা-বারাসাত, হোল্ডিং নং ৩৮/২/১, ঘোলা কাছারি রোড, বারাসাত পৌরসভার ২৩ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত মৌজা-ঘোলা, জে.এল. নং ৭৭, দাগ নং ৪১-এ অবস্থিত প্রায় ১ কাঠা ৪ ছটাক পরিমাপের জমির ওপর নির্মিত কাঠামোসহ (বিল্ডিং স্যাঙ্কশন প্ল্যান অনুযায়ী ১০৫৪ বর্গফুট) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

উক্ত সম্পত্তিটি বর্তমানে অরিজিৎ নন্দীর মালিকানাধীন, যা তিনি ১১.০৬.২০২০ তারিখের দানপত্র দলিলের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছেন, যার নম্বর ১৫২৫০৩২৭৭/২০২০; এবং কবিতা নন্দী (দাস) (যিনি পারমিতা নন্দী/কবিতা দাস/পারমিতা দাস নামেও পরিচিত) এর **মালিকানাধীন, যা তিনি ১৭.০৬.২০২০ তারিখের দানপত্র দলিলের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছেন, যার নম্বর ১৫২৫০৩৩৮৭/২০২০।**

তারিখ: ২০/০২/২০২৬
স্থান: বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ (এসএএমএল) কলকাতা শাখা
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৯.০৭.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা (১) মেসার্স দেব কম্পিউটার অ্যান্ড অ্যাকসেসরিস প্রা. লি.** ২৪৮, এম জি রোড, কবরডাঙ্গা, সুজাতা ভবন, ওয়ার্ড নং ১৪২, কালীতলা, থানা হরিদেবপুর, কলকাতা - ৭০০১০৪ **ডিরেক্টরগণ এবং জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা - ১. শ্রী কমল কয়াল, ২) শ্রীমতি সুজাতা কয়াল, ৩) শ্রী অমল কুমার কয়াল এবং ৪) শ্রীমতি মদুমিতা কয়াল,** ঠিকানা : ১৭৮, ডায়মন্ড হারবার রোড, জোকা,কলকাতা - ৭০০১০৪ এবং **জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা নাম এবং ঠিকানা : মেসার্স পবিত্র বিভারেজেস, স্বত্বাধিকারী : শ্রী কমল কয়াল,** টলি টুইন, পবিত্র মেগা মল, প্রেমিসেস নং ৩২৫, এম জি রোড, রামচন্দ্রপুর, কবরডাঙ্গা মোড়, কলকাতা-৭০০১০৪, আমাদের **স্ট্রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ শাখা, কলকাতা** কে আদায় দিতে হবে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২,০৯,০৬,২২৯.০০ টাকা** (দুই কোটি নয় লাখ ছয় হাজার দুশো বাইশ টাকা) **২৯.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** এবং উক্ত পরিমাণ আরও সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে **২৯.০৭.২০২৫ থেকে** সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত শুল্ক এবং ব্যয় সহ।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **২,০৯,০৬,২২৯.০০ টাকা** (দুই কোটি নয় লাখ ছয় হাজার দুশো উনত্রিশ টাকা) **২৯.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** উক্ত পরিমাণ চুক্তি অনুযায়ী সুদ সহ এবং **২৯.০৭.২০২৫** থেকে পুনরায় আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত ব্যয় এবং খরচ সহ।

''এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।''

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি ১ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত দোকাল নং এ-৩৯, একতলায় পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৬২ বর্গফুট দক্ষিণ পশ্চিম অংশে ব্লক নং ১, ভবন কমপ্লেক্স এর নাম পবিত্র মেঘা মল-টলি টুইন, মৌজা- রামচন্দ্রপুর, পরগনা-মাগুরা, জেএল নং ৩১, আরএস ৩৩৪, তৌজি নং ১৮, আরএস খতিয়ান নং ১৫০ এবং ১৬৭,আরএস দাগ নং ২৪/২০১ এবং ২৫, জোকা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা : ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১০৪, পব,রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ২৬৭-২০০৭,এডিএসআর-বেহালা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৮,পৃষ্ঠা ১৮৭ থেকে ২১৪, তারিখ ২৬.০২.২০০৭, **সম্পত্তি মেসার্স পবিত্র বিভারেজেস, স্বত্বাধিকারী : শ্রী কমল কয়াল, চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর দোকান। দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি এবং চলার পথ। পূর্বে : দোকান নং ৩৮ এবং চলার পথ। পশ্চিমে : ২০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

সম্পত্তি ২ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত দোকান নং বি-২৯, ২য়তলে, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৫০ বর্গফুট দক্ষিণ এবং পশ্চিম অংশে, ব্লক নং ১, ভবন কমপ্লেক্সের নাম পবিত্র মেঘা মল-টলি টুইন, মৌজা রামচন্দ্রপুর, পরগনা-মাগুরা, জেএল নং ৩১, আরএস ৩৩৪, তৌজি নং ১৮, আরএস খতিয়ান নং ১৫০ এবং ১৬৭, আরএস দাগ নং ২৪/২০১ এবং ২৫, জোকা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা : ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১০৪, পব,রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ২৬৭-২০০৭,এডিএসআর-বেহালা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৮,পৃষ্ঠা ২১৫ থেকে ২৪৪, তারিখ ২৬.০২.২০০৭, **সম্পত্তি মেসার্স পবিত্র বিভারেজেস, স্বত্বাধিকারী : শ্রী কমল কয়াল, চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া চলার পথ। দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি । পূর্বে : অন্যান্যর দোকান । পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।

তারিখ : ১৮.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
কাঁচড়া শাখা
গ্রাম - কাঁচড়া, পো - ঠাকুরানিচক, জেলা - হুগলি
পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩, ইমেল : **kanchra@indianbank.co.in**

পরিশিষ্ট ৪এ
দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার স্বত্ব দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, **২৫.০৩.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টেপর্যন্ত ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে''** এবং **''যেমন অবস্থায় আছে''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বকেয়া।

ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা যদি থাকে চ) দখলের ধরন
শ্রীমতি গীতা চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) স্বামী শ্রী কার্তিক চক্রবর্তী, গ্রাম পূর্ব ঠাকুরানিচক, পো ঠাকুরানিচক, থানা : খানাকুল, জেলা : হুগলি, পব, - ৭১২৬১৩ **এবং শ্রীমতি সঙ্গীতা চক্রবর্তী** (জামিনদাতা), স্বামী শ্রী অর্কদ্যুতি চক্রবর্তী, গ্রাম পূর্ব ঠাকুরানিচক, পো ঠাকুরানিচক, থানা : খানাকুল, জেলা : হুগলি, পব, - ৭১২৬১৩ । **শাখা : কাঁচড়া।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং প্রস্তাবিত ভবন পরিমাপ ২.৫০ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা- পূর্ব ঠাকুরানিচক, জেএল নং ১৮, আরএস দাগ নং ৯৪৫ এবং ৯৭৪, এলআর দাগ নং ১০০৬, তৌজি নং ৩৮৭৩, এলআর খতিয়ান নং ৫৩০, ঠাকুরানিচক গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : খানাকুল, জেলা হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ০৬১১০৬২৬৮-২০২০ তারিখ ২১.১২.২০২০, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬১১-২০২১, পৃষ্ঠা ১৬৮৫৯ থেকে ১৬৮৭৪, এডিএসআর খানাকুল, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তি গীতা চক্রবর্তী এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** ৯ ফুট চওড়া সিসি রোড। **দক্ষিণে :** সিটেড ক্যানাল। **পূর্বে :** কিশোরী বালাউ এর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** নারায়ণ ভৌমিকের সম্পত্তি।	**৫,৪২,৩৪০.০০ টাকা** (পাঁচ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশ চল্লিশ টাকা) (সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে হাল নাগাদ পর্যন্ত সুদ সহ) ১৮.০২.২০২৬ অনুযায়ী	ক) **৩,৬০,০০০ টাকা** (তিন লাখ ষাট হাজার টাকা) খ) **৩৬,০০০ টাকা** (ছত্রিশ হাজার টাকা) ২৫.০৩.২০২৬ তারিখে বা তার আগে বিকেল ৪টের মধ্যে জমা করতে হবে গ) **২০,০০০.০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) **IDIB7061412094** ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০৩.২০২৬, সময় - সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt. Ltd. এর ওয়েবসাইট (https//baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt. Ltd. এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি support.baanknet@psballiance.com এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। PSB Alliance Pvt. Ltd. এর সাথে নিবন্ধনের অবস্থা এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য, অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https//baanknet.com দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নম্বর ৮২৯১২২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
https//baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগ ব্যক্তি ১. মহ. একবাল হাসান, শাখা ম্যানেজার (মোবাইল ৮৬১৭৬৩৩৫৭০) / ২. দেবজ্যোতি দাস, অনুমোদিত কর্মকর্তা (মোবাইল ৯৯০৩১১০৬০১)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৯.০১.২০২৬
স্থান- ব্যান্ডেল

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

হোম লোন সেন্টার কলকাতা
'অবনী হাইট', ৫৯এ, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা- ৭০০ ০২০
অবস্থান- মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন - রবীন্দ্র সদন, এক্সাইড বিল্ডিং-এর কাছে। **ই-মেইল: sbi.65176@sbi.co.in**

সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত লোন কে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেইজন্য এইভাবে তাদের এই পাবলিক নোটিশ এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগনের নাম সহ ঠিকানা/শাখার নাম	স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ	এনপিএ -এর তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখে)
১.	**শ্রী শৈলেশ কুমার সিং** পিতা- কেদার নাথ সিং **শ্রীমতী জ্যোতি সিং** স্বামী- শ্রী শৈলেশ কুমার সিং **উভয়ের ঠিকানা:** ১০৮/৪, জি.টি. রোড উত্তর, ১২ গোলাবাড়ি, হাওড়া, পিন- ৭১১১০৬। এছাড়াও এখানে- ১/৭ গিরিশ ঘোষ রোড, ২য় ফ্লোর, ঘোষ পাড়া, হাওড়া, পিন- ৭১১২০২। **শ্রী শৈলেশ কুমার সিং** পিতা- কেদার নাথ সিং **গ্রাম কভার ইন্স্যুরেন্স ব্রোকার্স প্রাইভেট লিমিটেড** **ঠিকানা:** প্লট নং- ১০৮/১, ১ম ফ্লোর, প্রিয়াস হাইটস, নয়ডা, পিন- ২০১৩০৩। **হোম লোন অ্যাকাউন্ট নং- ৪০০৬৩৩২৬৩৬৩** **সুরক্ষা লোন অ্যাকাউন্ট নং- ৪০০৬৩৩৩৭৪২২** **শাখার নাম:** **বি টি রোড শাখা (৩৭২১)**	**পার্ট-১** দায়ের প্রকৃতি : কিছুই না **পার্ট-২** **টাইটেল ডিড বা মালিকানা দলিল জমাদানের মাধ্যমে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ:** বালি পৌরসভার হোল্ডিং নং ১/৭, গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়মঠ, থানা বালি, জেলা হাওড়া-র ওয়ার্ড নং-এর অন্তর্ভুক্ত জমিতে নির্মিত ভবনের দ্বিতীয় ফ্লোরে সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া সহ কম-বেশি ৬৩৬ (ছয়শত ছত্রিশ) বর্গফুট পরিমাপের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল; যাতে রয়েছে দুটি বেডরুম, একটি লিভিং কাম ডাইনিং স্পেস, একটি রান্নাঘর, একটি শৌচাগার ও সংযুক্ত স্নানাগার এবং সেই সঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ। উক্ত ফ্ল্যাটটি মোট কম-বেশি ৬ (ছয়) কাঠা ১৩ (তেরো) ছটাক - ০ (শূন্য) বর্গফুট জমির ওপর অবস্থিত। মালিকানা দলিল **২০২১ সালের** জন্য বুক নং ১, ভলিউম নম্বর ০৫০২-২০২১, পৃষ্ঠা ১১৯২৪১ থেকে ১১৯২৭৩, **দলিল নং ০৫০২০৩০৪৭** হিসেবে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি **শ্রী শৈলেশ কুমার সিং,** পিতা- কেদার নাথ সিং এবং **শ্রীমতী জ্যোতি সিং,** স্বামী- শ্রী শৈলেশ কুমার সিং-এর নামে রয়েছে। **সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ:** উত্তরে- সাধারণ পথ; দক্ষিণে- কুলি লাইন লেন; পূর্বে- দাগ নং ১৯৩২-এর জমি; পশ্চিমে- দাগ নং ১৯২৯-এর জমি।	১৭.০২.২০২৬	০৬.০২.২০২৬	১৯,৭০,০০৮.০০ টাকা **(উনিশ লক্ষ সত্তর হাজার আট টাকা মাত্র), ১৭.০২.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর সাথে সুদ। আপনি উক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ সহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রদান করতেও দায়বদ্ধ।
২.	**শ্রী রাজা ভঞ্জ চৌধুরী** **এবং** **শ্রীমতী চন্দনা ভঞ্জ চৌধুরী** **উভয়ের ঠিকানা:** আস্তানা রোড, পোঃ বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৪১১। **এছাড়াও এখানে-** পূর্বাশা হাউজিং এস্টেট, ফ্ল্যাট নং- ১৩, বিআই-ই-৯, ৩য় তলা, প্রেমিসেস নং- এ-১৬০/১ এ/ই-৯/১৩, যতীন সেন সরণি, মানিকতলা, কলকাতা- ৭০০০৫৪। **হোম লোন অ্যাকাউন্ট নং- ৪১৫৩২১৬৫৪৫২** **শাখার নাম:** **সূর্য সেন স্ট্রিট শাখা**	**পার্ট-১** দায়ের প্রকৃতি : কিছুই না **পার্ট-২** **টাইটেল ডিড বা মালিকানা দলিল জমাদানের মাধ্যমে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ:** ১৬০, মানিকতলা মেইন রোড (বর্তমানে যতীন সেন সরণি হিসেবে পরিচিত), বর্তমান কলকাতা পৌরসংস্থার প্রাঙ্গণ নং এ-১৬০/১, এ/ই-৯/১৩, যতীন সেন সরণি, ৩য় ফ্লোর, থানা- মানিকতলা, কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ড নং ৩২-এর অন্তর্গত **'পূর্বাশা হাউজিং এস্টেট'**-এর ই-৯ ব্লকের ৩য় ফ্লোরে ১৩ নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল; এই অ্যাপার্টমেন্টটি ৪৫ বছরের পুরনো এবং সিমেন্টের মেঝে বিশিষ্ট। কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের সিটি আর্কিটেক্ট কর্তৃক ইস্যু করা উক্ত অ্যাপার্টমেন্টের সম্প্রসারণের অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই দলিলের বিক্রেতার পিতা ৩০০ বর্গফুট বর্ধিত অংশ নির্মাণ করেছেন (অর্থাৎ মূল অ্যাপার্টমেন্টের এরিয়া ৩৭১ বর্গফুট এবং বর্ধিত এরিয়া ৩০০ বর্গফুট), যা মোট ৬৭১ বর্গফুট এবং এর সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ৮০৫.২ বর্গফুট। বর্তমানে ই-৯ ব্লকের ৩য় ফ্লোরে ১৩ নম্বর এই অ্যাপার্টমেন্টটিতে ২টি বেডরুম, ১টি লিভিং রুম, ডাইনিং সহ ১টি রান্নাঘর এবং ২টি টয়লেট রয়েছে। মালিকানা দলিল **২০২২ সালের** বুক নং ১, ভলিউম নং ১৬০৬-২০২৩, পৃষ্ঠা ৩৪৩২ থেকে ৩৪৬১, **দলিল নং ১৬০৬০৬৫৮৪** হিসেবে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী রাজা ভঞ্জ চৌধুরী এবং শ্রীমতী চন্দনা ভঞ্জ চৌধুরী-এর নামে রয়েছে। **সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ:**- উত্তরে- ভবনের ১৪ নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট; দক্ষিণে- পূর্বাশা হাউজিং এস্টেটের অভ্যন্তরীণ সাধারণ পথ; পূর্বে- ভবনের সিঁড়ি; পশ্চিমে- পূর্বাশা হাউজিং এস্টেটের অভ্যন্তরীণ সাধারণ পথ। জোন: কাঁকুড়গাছি মোড় এবং ই.এম. বাইপাসের মধ্যবর্তী স্থান।	১৭.০২.২০২৬	১১.০২.২০২৬	২০,০২,১০৫.৩৯ টাকা **(কুড়ি লক্ষ দুই হাজার একশত পাঁচ টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা মাত্র), ১৭/০২/২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর সাথে সুদ। আপনি উক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রদান করতেও দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(দের) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে।

সুরক্ষিত সম্পত্তির দায়মুক্ত হওয়ার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ: ২১.০২.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১১তম ফ্লোর, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০৭১, শাখার ই-মেইল আইডি: **sbi.05171@sbi.co.in**

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেইল আইডি: **sbi.05171@sbi.co.in,** মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর শর্তানুসারে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের জানানো যাচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা নিচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তি, যার বাস্তবিক দখল সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে, তা নিচে উল্লিখিত তারিখগুলিতে **''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে'', ''সেখানে যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১০.০৩.২০২৬
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং.	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ডিরেক্টর এবং জামিনদারের নাম	সম্পত্তি সমূহের বিবরণ	বকেয়া পরিমান	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি @ ১০% / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১	মেসার্স গাজী এন্টারপ্রাইজ **অংশীদারগণ- মহঃ নজরুল ইসলাম গাজী, মহঃ সাইফুল ইসলাম গাজী, মোসাঃ খাদিজা বিবি, মহঃ মিজানুর ইসলাম গাজী,** সকলের ঠিকানা- গ্রাম- আলগোরিয়া (সুরি পুকুর), পোঃ- নোয়াপাড়া, থানা- বারাসাত। পিন ৭০০১২৫।	১. ক) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাপ এরিয়া কমবেশি ১০ শতক তদস্থিত তিনতলা ভবন-৩৭ শতক জমি থেকে সুপার স্ট্রাকচার সহ অবস্থিত মৌজা- আলগোড়িয়া, জেএল নং ৫, আরএস খতিয়ান নং ৭৯, তৌজি নং ১৪৬, খতিয়ান নং ৬৮, দাগ নং ২৬২, পরগনা- আনোয়ারপুর, পশ্চিম খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা -দত্তপুকুর (পুরানো থানা-বারাসত), উত্তর ২৪ পরগনা। বন্ধকদত্ত সম্পত্তি **মহ মিজানুর ইসলাম গাজি,** পিতা মহ নজরুল ইসলাম গাজি এর নামে এবং রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১-২৭০৭ -১৯৮৪ সালের, এসআরও-বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা অফিসে সম্পাদিত। ২. খ) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাপ এরিয়া কমবেশি ১০ শতক সুপার স্ট্রাকচার সহ অবস্থিত মৌজা - আলগোড়িয়া, জেলে নং ৫, আরএস খতিয়ান নং ৭৯, তৌজি নং ১৪৬, খতিয়ান নং ৬৮, দাগ নং ২৬২, পরগনা- আনোয়ারপুর, পশ্চিম খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা -দত্তপুকুর (পুরানো থানা-বারাসত), উত্তর ২৪ পরগনা। বন্ধকদত্ত সম্পত্তি **মহ সইফুল ইসলাম গাজি ,** পিতা মহ নজরুল ইসলাম গাজি এর নামে এবং রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১-২৭০৮ -১৯৮৪ সালের, এসআরও- বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা অফিসে সম্পাদিত। **(সম্পত্তির ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত)**	২,৪৫,২৫,০০০/- (দুই কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) ০৯.০২.২০২৬ **তারিখ** পর্যন্ত (অর্জিত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ অন্তর্ভুক্ত), এর সাথে যুক্ত হবে ভবিষ্যৎ সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি। **যোগাযোগের ব্যক্তি-** ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩/৯০৫১০৩৩৩৬৭	₹ ৮১.৯৪ লক্ষ টাকা ₹ ৮,১৯,৪০০.০০ টাকা ₹ ২৫,০০০.০০ টাকা পরিদর্শনের তারিখ: ০৩.০৩.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://BANKNET.com এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে । যেকোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০- তে।

ইচ্ছুক বিডার বা দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২১.০২.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

খানাকুলে আগাম ভোটের উত্তাপ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে চাপে শাসক, সক্রিয় বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার চারটি বিধানসভার মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু এখন খানাকুল। এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে ভোট ঘোষণা হয়নি, তবুও পোস্টার-কাণ্ড, কুরুচিকর মন্তব্য থেকে শুরু করে হাতাহাতির অভিযোগ;সব মিলিয়ে আগাম ভোটের আবহ ইতিমধ্যেই স্পষ্ট। রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে এই কেন্দ্র কার দখলে যাবে?খানাকুলে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরমহলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এখন প্রকাশ্য গুঞ্জন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী নজবুল করিম দলীয় পতাকা ছাড়াই নিজস্ব কর্মসূচি শুরু করেছেন। এতে দলের ভেতরের সমীকরণ আরও জটিল হয়েছে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

এদিকে প্রার্থী ঘোষণা ঘিরে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। সম্ভাব্য নাম হিসেবে ঘুরে ফিরে আসছে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পলাশ রায় এবং রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সেক্রেটারি তথা আরামবাগ পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দীর নাম। যদিও কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন না, তবে দুই শিবিরের মধ্যে 'ঠান্ডা লড়াই' যে তীব্র হচ্ছে, তা অন্দরের খবরেই স্পষ্ট। উভয় পক্ষই খানাকুলে ছোট ছোট কর্মসূচি চালাচ্ছেন, আর অনুগামীরা শক্তিপ্রদর্শনে ব্যস্ত।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, সংগঠন মজবুত করার চেয়ে প্রার্থী দৌড় নিয়েই বেশি সরব শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্ব। এরই মধ্যে খানাকুলের বর্তমান বিজেপি বিধায়ক নিয়মিত এলাকায় ঘুরে জনসংযোগ বাড়াচ্ছেন। বন্যা হোক বা অন্য কোনও বিপর্যয়;স্থানীয়দের পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন বলেই দাবি বিজেপি শিবিরের। ফলে তিনি আবার প্রার্থী হলে লড়াই যে কঠিন হবে, তা মানছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। অন্যদিকে, বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্যজুড়ে দুর্নীতির ইস্যু শাসকদলকে চাপে ফেলেছে। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব বারবার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে, তবুও রাজনৈতিক তরজা থামেনি। খানাকুলের কয়েকজন তৃণমূল নেতার ভাবমূর্তি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বলে শোনা যাচ্ছে এলাকায়। গ্রামীণ খানাকুলের চিত্রও ইঙ্গিতপূর্ণ। রামনগর থেকে গড়েরঘাট পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় বিজেপির পতাকা ও দেওয়াল লিখন চোখে পড়ছে বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি। অন্যদিকে তৃণমূলের সংগঠন কতটা সক্রিয়, তা নিয়েও জল্পনা বাড়ছে।

সব মিলিয়ে, ২০২৬-এর আগে খানাকুলে রাজনৈতিক অঙ্ক কষা শুরু হয়ে গিয়েছে জোরকদমে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কাটিয়ে সংগঠন মজবুত করতে না পারলে শাসকদলের সামনে চ্যালেঞ্জ আরও বাড়বে;এমনটাই মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের। এখন দেখার, শেষ পর্যন্ত খানাকুলে কার পাল্লা ভারী হয়।

গোডাউনে আগুন, ক্ষতি ১০ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের ট্রাঙ্ক রোড এলাকায় অনুষ্ঠানবাড়ির সাজসজ্জার সামগ্রীর একটি গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, গোডাউনের পিছনে জমে থাকা কাগজ, প্লাস্টিক ও অন্যান্য দাহ্য আবর্জনা থেকেই আগুনের সূত্রপাত। মুহূর্তের মধ্যে আগুন গোডাউনের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে এবং কাপড়, লাইটিংয়ের তার, বাঁশের কাঠামোসহ অধিকাংশ সামগ্রী পুড়ে যায়। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয়রাও আগুন নেভাতে সাহায্য করেন। গোডাউন মালিক চিরঞ্জিত শিকদারের দাবি, প্রায় ১০ লক্ষ টাকার সামগ্রী নষ্ট হয়েছে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, অসাবধানতাবশত আবর্জনায় আগুন লাগা থেকেই এই ঘটনা। তদন্ত শুরু হয়েছে।

SBI | **হোম লোন সেন্টার কালীঘাট**
"অবনী হাইটস", ৫৯এ, চৌরঙ্গী রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০২০, অবস্থান- মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন - রবীন্দ্র সদন, এক্সাইড বিল্ডিং-এর কাছে, **ই-মেল: sbi.65176@sbi.co.in**

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে ২৪.১০.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ শ্রী প্রমোদ কুমার পাণ্ডে, পিতা- লক্ষ্মণ সদানন্দ পাণ্ডে এবং শ্রীমতী প্রিয়া পাণ্ডে, স্বামী- **শ্রী প্রমোদ কুমার পাণ্ডে, ঠিকানা- আদিত্য অ্যাপার্টমেন্ট, ১ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট-১বি, তালবাগান, হানাপাড়া, রাজারহাট গোপালপুর, কলকাতা-৭০০১০১ এবং ইউনিট নং বি০৫-২৬-০৪, শ্রীরাম গ্র্যান্ড সিটি, গ্র্যান্ড ওয়ান, উত্তরপাড়া, হুগলি, পিন-৭১২২৫৮; এছাড়াও এখানে- উইপ্রো লিমিটেড, ডিএম ব্লক, সেক্টর-৫, সল্টলেক, কলকাতা** - ৭০০০৯২ কে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নোটিশে উল্লিখিত **১৬,৬৯,২৪২.৮২/- টাকা (ষোলো লক্ষ উনসত্তর হাজার দুইশত বিয়াল্লিশ টাকা এবং বিরাশি পয়সা মাত্র) ২৪.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর সাথে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে হালনাগাদ প্রযোজ্য ভবিষ্যৎ সুদসহ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।

ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারার সাথে পঠিত উক্ত বিধির রুল ৮ এবং ৯-এর অধীনে তাকে দেওয়া প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬** তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল গ্রহণ করেছেন।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যেন তারা এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যে কোনো লেনদেন **১৬,৬৯,২৪২.৮২/- টাকা (ষোলো লক্ষ উনসত্তর হাজার দুইশত বিয়াল্লিশ টাকা এবং বিরাশি পয়সা মাত্র), যা ২৪.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর সাথে হালনাগাদ ধার্য না হওয়া সুদসহ পরবর্তী সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য্য থাকবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:
নিচের সারণীতে উল্লিখিত আনুমানিক পরিমাপ বিশিষ্ট এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায় 'শ্রীরাম গ্র্যান্ড সিটি'-র অন্তর্গত 'প্রজেক্ট গ্র্যান্ড ওয়ান'-এর ক্লাস্টার-বি -এর অন্তর্ভুক্ত টাওয়ার-৫ এর ৬ষ্ঠ ফ্লোরে অবস্থিত বি০৫-০৬-০৪ নম্বর আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল
হস্তান্তরযোগ্য অ্যাপার্টমেন্টের পরিমাপের বিবরণ:

সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া (বর্গফুট) আনুমানিক	বিল্ট-আপ এরিয়া (বর্গফুট) আনুমানিক	কার্পেট এরিয়া (বর্গফুট) আনুমানিক	একচেটিয়া ব্যালকনি (বর্গফুট) আনুমানিক
৪৬৯.৫	৩৭৫.৬	৩১৫.২	২২.৬

প্রস্তাবিত ০ (শূন্য) টি নির্দিষ্ট কার পার্কিং স্পেসে একটি যানবাহন পার্ক করার একচেটিয়া, চিরস্থায়ী, হস্তান্তরযোগ্য এবং উত্তরাধিকারযোগ্য অধিকারের সাথে সাধারণ এলাকা এবং সাধারণ উপযোগিতা, সুযোগ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য ব্যবহারের অবিভক্ত ও আনুপাতিক অধিকারসহ। উক্ত ফ্ল্যাটটি মোট ১৫.০৩ একর (৬০৮৬৭ বর্গ মিটারের সমতুল্য) জমির ওপর অবস্থিত যা হুগলি জেলার কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার অন্তর্গত মৌজা কোন্নগর, জে.এল. নং ৭, থানা-উত্তরপাড়া-র অন্তর্ভুক্ত এল.আর. খতিয়ান নং ১১৯৭৬, আর.এস. খতিয়ান নং ১১৭২১-এর অধীনে এল.আর. দাগ নং ৪৪৭৪(পি) এবং তৎসংলগ্ন আর.এস. দাগ নং ৫৬৮, ৩৩৫, ৩৩৪, ৩৩০, ৩২৯, ৩০৭, ৩৫৪, ৪৩৫, ৪৩১, ৪২২, ৪৩৬, ৪৩৪, ৪৩২, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৫৭, ৪৫৬, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৪৭, ৫০০, ৫০১-৫০৪, ৫০৬-৫০৯, ৩৯৮, ৬১২, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫২, ৬৫৪, ৬৫৬, ৬০৬, ৬০৯, ৬৫৯, ৪৩০, ৬৪৪, ৬৭৬-এর সমন্বয়ে গঠিত।

মালিকানা দলিল **২০২২ সালের** বুক নং ১, ভলিউম নম্বর ০৬২১-২০২২, পৃষ্ঠা ১৪৭৫৮৩ থেকে ১৪৭৬২৯, **দলিল নং ০৬২১০৩৬৭২** হিসেবে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি **শ্রী প্রমোদ কুমার পাণ্ডে,** পিতা- লক্ষ্মণ সদানন্দ পাণ্ডে এবং **শ্রীমতী প্রিয়া পাণ্ডে,** স্বামী- শ্রী প্রমোদ কুমার পাণ্ডে-এর নামে রয়েছে। **সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ:-** উত্তরে- আংশিকভাবে মৌজা কোন্নগরের এল.আর. দাগ নং ৪৪৭৪(পি) এবং আংশিকভাবে মৌজা খোদ্রাবহেরা-র এল.আর. দাগ নং ১৯০৪; পূর্বে- এল.আর. দাগ নং ৪৪৭৪(পি) দ্বারা; দক্ষিণে- এল.আর. দাগ নং ৪৪৭৪(পি) দ্বারা; পশ্চিমে- আংশিকভাবে এল.আর. দাগ নং ৪৪৭৪(পি), আংশিকভাবে এল.আর. দাগ নং ৪৪৭৫ এবং আংশিকভাবে এল.আর. দাগ নং ৪৪৭৬ দ্বারা, যার সবকটিই মৌজা কোন্নগরের অন্তর্গত।

বি: দ্র:- দখল নোটিশটি ইতিমধ্যে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদার তা গ্রহণ না করে থাকেন, তবে এই নোটিশটিকে বিকল্প উপায়ে জারি করা নোটিশ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

তারিখ: ১৭.০২.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি, কালীঘাট

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

রিডেম্পশান নোটিশ
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এআরবি শাখা
৫৯বি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, ফোন : ৮৯১৮৩ ৯৪০৬৩, ই-মেইল : c0719@psb.bank.in

তারিখ : ১৮.০২.২০২৬

১. **মেসার্স জগওয়ানি প্রজেক্টস প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা),** ৫৬৮, ব্লক-এন, ১ম তল, গঙ্গোত্রী অ্যাপার্টমেন্টস, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩
২. **মেসার্স এলএএজে এলইডি লাইটস প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা),** ৫৬৮, ব্লক-এন, ১ম তল, গঙ্গোত্রী অ্যাপার্টমেন্টস, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩।
৩. **মেসার্স ট্রান্সহিমালয়ন লজিস্টিকস প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা),** ২৩/এ/৫৬০, ব্লক এন, ১ম তল, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০০৫৩।
৪. **শ্রী গোরধন দাস জাগওয়ানি (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা),** পিতা শ্রী খিলাল দাস জাগওয়ানি, ৫৬৮, ব্লক-এন, ১ম তল, গঙ্গোত্রী অ্যাপার্টমেন্টস, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩।
৫. **শ্রী অনিল কুমার জাগওয়ানি (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা),** পিতা শ্রী গোরধন দাস জাগওয়ানি, ৫৬৮, ব্লক-এন, ১ম তল, গঙ্গোত্রী অ্যাপার্টমেন্টস, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩।
৬. **শ্রীমতী লাজবন্তী জাগওয়ানি (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা),** স্বামী গোর্ধন দাস জগওয়ানি, ৫৬৮, ব্লক-এন, ১ম তল, গঙ্গোত্রী অ্যাপার্টমেন্টস, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩।
৭. **শ্রী সুনীল কুমার জাগওয়ানি (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা),** পিতা শ্রী গোরধন দাস জাগওয়ানি, ৫৬৮, ব্লক-এন, ১ম তল, গঙ্গোত্রী অ্যাপার্টমেন্টস, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩।
৮. **শ্রীমতী সাবিত্রী জাগওয়ানি (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা),** স্বামী শ্রী পারস রাম জাগওয়ানি, ৬৫১, ব্লক - ও, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩।
৯. **শ্রীমতী জ্যোতি জাগওয়ানি (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা),** ৫৬৮, ব্লক-এন, ১ম তল, গঙ্গোত্রী অ্যাপার্টমেন্টস, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩।

রেজি. সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(৮) এর সাথে পঠিত ধারা অনুসারে **মেসার্স জগওয়ানি প্রজেক্টস প্রা. লি., মেসার্স এলএএজে এলইডি লাইটস প্রা. লি. এবং মেসার্স ট্রান্সহিমালয়ন লজিস্টিকস প্রা. লি. (এ/সি নং ০১৪৭১৬০০০০০৫১৭, ০১৪৭১৩০০১০১৫২২, এবং ০১৪৭১৬০০০০০৫৩৮) শাখা অফিস, এআরবি, কলকাতা (পূর্বে বি/ও. আইবিডি কলকাতার সাথে) মুক্তির নোটিশ।**
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাংকের নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ই-নিলামের মাধ্যমে নীচে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পদ বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংকের পাওনা আদায়ের প্রস্তাব করেছেন।
এবং যেখানে উল্লেখিত সম্পত্তির বিক্রয় ''যেখানে যেমন আছে এবং যা আছে'' ভিত্তিতে এবং যাহা আছে, ভিত্তিতে করা হবে। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিক্রয় নীচে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যে **১৪৪৭.৭৭ লক্ষ টাকা** নির্ধারণ করা হয়েছে এবং উক্ত আইন/নিয়মের অধীনে নির্ধারিত অন্যান্য শর্তাবলী অনুসারে।
আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(৮) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর বিধানের প্রতি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্টের জন্য উপলব্ধ সময়ের (অর্থাৎ ৩০ দিন) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি আপনি (ঠিকানায়) নীচে উল্লিখিত সমস্ত ব্যাংকের বকেয়া, সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে বন্ধকী সম্পত্তি রিডিম করার আপনার অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের নাম : ১. মেসার্স জগওয়ানি প্রজেক্টস প্রা. লি., ২. মেসার্স এলএএজে এলইডি লাইটস প্রা. লি., ৩. মেসার্স ট্রান্সহিমালয়ন লজিস্টিকস প্রা. লি.
জামিনদাতাগণ : ১. শ্রী গোবর্ধন দাস জগওয়ানি, ২. শ্রী অনিল কুমার জগওয়ানি, ৩. শ্রীমতী লাজবন্তী জগওয়ানি, ৪. শ্রী সুনীল কুমার জগওয়ানি, ৫. শ্রীমতী সাবিত্রী জগওয়ানি, ৬. শ্রীমতী জ্যোতি জগওয়ানি।
দাবি নোটিশের তারিখ এবং পরিমাণ : ২০.০১.২০১৬, ১৪,৩৯,১১,০০৮.৫১ টাকা
১৮.০২.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী মোট বকেয়া, ৫৪,৩০,২৫,৫৯১.৩২ টাকা (এ/সি নং ০১৪৭১৬০০০০০৫১৭), ১৯,১০,৩২,২৫৭.৭৬ টাকা (এ/সি নং ০১৪৭১৩০০১০১৫২২), ৩৭,৮৩,৬৪,৫৬২.২৩ টাকা (এ/সি নং ০১৪৭১৬০০০০০৫৩৮)

ক্রম নং	সম্পত্তির বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য
১.	ফ্ল্যাট নং ৪এফ সামনের অংশে পাঁচতলায় পরিমাপ ১৬০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং ১২০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া এবং কার পার্কিং স্পেস এবং/বা পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪৯, বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার সরণি, পূর্বতন ৫৬৮, ব্লক-এন নিউ আলিপুর, থানা -নিউ আলিপুর, কলকাতা -৭০০০৫৩, ওয়ার্ড নং ৮১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা।	২১৪.৮৭ লাখ টাকা
২.	ফ্ল্যাট নং ৪আর পিছনের অংশে পাঁচতলায় পরিমাপ আনুমানিক ৭০০ বর্গফুট সুপার , প্রেমিসেস নং ৪৯, বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার সরণি, পূর্বতন ৫৬৮, নিউ আলিপুর, ব্লক -এন, থানা - নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০০৫৩। ওয়ার্ড নং ৮১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা।	৬৭.৩৮ লাখ টাকা।
৩.	একতলা এরিয়া ৫৭০ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং আনুমানিক ৪৭৫ বর্গফুট গঙ্গোত্রী অ্যাপার্টমেন্ট, এবং/বা পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪৯, বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার সরণি, পূর্বতন ৫৬৮, ব্লক -এন,নিউ আলিপুর, থানা-নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩, ওয়ার্ড নং ৮১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সাব রেজিস্ট্রেশন জেলা আলিপুর।	৬৪.২৩ লাখ টাকা
৪.	একতলা বহুতল ভবনে মৌজা- পাঁজা সাহাপুর, জেএল নং ৯, আরএস নং ১৮৬, তৌজি নং ৯৩, দাগ নং ৪১৪ (অংশ) পুরসভা প্রেমিসেস নং ৩, জ্যোতিষ রায় রোড, তানা-বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৫৩, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন ওয়ার্ড নং ১১৭, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পরিমাপ ১০০০ বর্গফুট।	৫০.২৬ লাখ টাকা
৫.	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ১এ এবং ১বি, ২য়তল, জি-৪ তলা ভবনে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০২০ বর্গফুট এবং কার্পেট এরিয়া ৭৬৫ বর্গ ফুট বা পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫৯, নলিনীরঞ্জন এভিনিউ (পূর্বতন পরিচিত ৩৭৬/১, ব্লক-জি,নিউ আলিপুর) থানা - নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩, ওয়ার্ড নং ৮১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা।	৩৪৮.৬১ লাখ টাকা
৬.	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজধারী জমি এরিয়া কমবেশি ০.৭৫৮৩ একর এবং তদস্থিত দোতলা ভবন এরিয়া আনুমানিক ৮০০ বর্গফুট প্রতি তলে এবং টিন শেড নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৭০০০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা- চণ্ডীপুর (জেএল নং ৯), থানা উলুবেড়িয়া, জেলা -হাওড়া, চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন।	২৪৮.৮০ লাখ টাকা
৭.	ফ্ল্যাট নং ডি-৫, তিনতলায় , ব্লক -ডি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১১৪ বর্গফুট কমবেশি , তিন বেড রুম, এক ডাইনিং এবং ড্রইং, এক কিচেন, এবং দুই বাথ এবং প্রিভি, দাগ নং ৬২৪/১০৯৩, ১৪৩ এবং ১৭৭, মৌজা- পাঁজা সাহাপুর, থানা -বেহালা, রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, (এস এস ইউনিট), ওয়ার্ড নং ১১৭, হোল্ডিং নং ৩৭, এস এন রায় রোড, কলকাতা- ৭০০০৩৮।	৫৬.০০ লাখ টাকা
৮.	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পরিমাপ কমবেশি ৩ কাঠা তদস্থিত একতলা এবং তিনতলা বসবাসের ভবন , একতলা ১১৪০ বর্গফুট পাকা এবং ২১৫ বর্গফুট অ্যাসবেস্টস শেড, ২য়তল ১১৯০ বর্গফুট এরিয়া ৩য়তল ১১৯০ বর্গফুট এরিয়া এবং ৪র্থতল ৯১৭ বর্গফুট এবং ১৭৫ বর্গফুট অ্যাসবেস্টস শেড এরিয়া কমবেশি অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৩/এ/৫৬০, ব্লক এন, নিউ আলিপুর, (বর্তমান প্রেমিসেস নং ৩৭, বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার সরণি), কলকাতা - ৭০০০৫৩, থানা - নিউ আলিপুর।	৩৬০.০০ লাখ টাকা
৯.	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট একতলায় , দক্ষিণ দিকে, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯০০ বর্গফুট, মৌজা - দমদম ক্যান্টনমেন্ট, থানা -দম দম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, দাগ নং ২০৩৫, খতিয়ান নং ১, জেএল নং ১৩, আরএস নং ১৭৭, তৌজি নং ৩১৯৪, ৩৪/৮, ইউ কে দত্ত রোড, স্থানীয় দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধিক্ষেত্রে।	২৩.৫৬ লাখ টাকা
১০	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১সি, পরিমাপ ৬৫০ বর্গফুট, দোতলায় গ্রাম- সুন্দরা, ইউনিট নং ১৩, খাতা নং ১৪৫/৮৭, প্লট নং ৩৩৯/৯৪৭, কিসাম -ঘরবাড়ি-২। তহশিল -থানা-সাব রেজিস্ট্রার -বারবিল, জেলা -কেওনঝড়।	১৪.০৬ লাখ টাকা

ক্রম নং

তারিখ : ১৮.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার,
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

এআরবি শাখা
৫৯বি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০০২০,
ফোন- ৮৯১৮৩ ৯৪০৬৩, ই-মেল- c0719@psb.bank.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট -২০০২-এর শর্তাবলী অনুসারে)
যেহেতু সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক ১৩(১২) ধারা সহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর দ্বারা ক্ষমতা প্রয়োগ করে, যা তাঁকে দেওয়া হয়েছে, অ্যাকাউন্টগুলির পাশে উল্লিখিত তারিখে ১৩(২) ধারা অনুসারে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যেখানে ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাদেরকে বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। যেহেতু ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা সহ প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর দ্বারা তাঁকে দেওয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করে সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর সুরক্ষিত ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ অনুসারে অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক দখল নেওয়ার পর, ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর পাশে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ এবং সেখানে উল্লিখিত তারিখ থেকে এর উপর সুদ ও খরচ ও চার্জ সহ, নিচে সংক্ষিপ্ত বিবরণে দেওয়া **''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''সেখানে যা-কিছু আছে'' এবং 'রিকোর্স ব্যতীত'** শর্তে নিম্নোক্ত সম্পত্তিটি কেনার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক সীলমোহর করা খামে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে :

ই-অকশনের তারিখ- ২৫.০৩.২০২৬, অকশনের সময়- দুপুর ১২ টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত
ইএমডি এর শেষ তারিখ- ২৪.০৩.২০২৬, সময় বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত
বিক্রয়ের স্থান- https: // www.baanknet.com

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) ঠিকানাসহ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / স্বত্বাধিকারীর নাম	সম্পত্তির ছবি এবং বিস্তারিতর জন্য কিউআর কোড	ক) ১৩(২) বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) ১৩(৪) বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
	অনুমোদিত অফিসারের নাম- শ্রী নাফে সিং, ফোন নং ৯৯৫৩৩ ১২১৮৫, ইএমডি এর জন্য এনইএফটি /আরটিজিএস -এর বিবরণ - আইএফএসসি - PSIB0000719, অ্যাকা. নং ০৭১৯৫০৪০০৭০০০৩				
১.	ক) এআরবি, কলকাতা, খ) ঋণগ্রহীতাগণ : ১. মেসার্স জগওয়ানি প্রোজেক্টস প্রা লি. ২. মেসার্স লাজ লেড লাইটস প্রা লি. ৩. মেসার্স ট্রান্সহিমালয়ান লজিস্টিকস প্রা লি. জামিনদাতাগণ : ১. শ্রী গোবর্ধন দাস জগওয়ানি, ২. শ্রী অনিল কুমার জগওয়ানি, ৩. শ্রীমতি লাজবন্তি জগওয়ানি, ৪. শ্রী সুনীল কুমার জগওয়ানি, ৫. শ্রীমতি সাবিত্রী জগওয়ানি , ৬. শ্রীমতি জ্যোতি জগওয়ানি	ফ্ল্যাট নং ৪এফ,সামনের অংশে পাঁচতলায় পরিমাপ ১৬০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এবং ১২০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া এবং কার পার্কিং স্পেস , পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪৯, বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার সরণি, পূর্বতন ৫৬৮, ব্লক -এন, নিউ আলিপুর,থানা -নিউ আলিপুর, কলকাতা -৭০০০৫৩, ওয়ার্ড নং ৮১,কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)।**		ক) ২০.০৭.২০১৬ খ) ১৭.১১.২০১৭ গ) ১৪,৩৯,১১,০০৮.৫১ টাকা, সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ২১৪.৮৭ লক্ষ টাকা খ) ২১.৪৯ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
২.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) ঋণগ্রহীতাগণ : ১. মেসার্স জগওয়ানি প্রোজেক্টস প্রা লি., ২. মেসার্স লাজ লেড লাইটস প্রা লি. ৩. মেসার্স ট্রান্সহিমালয়ান লজিস্টিকস প্রা লি. জামিনদাতাগণ : ১. শ্রী গোবর্ধন দাস জগওয়ানি ২. শ্রী অনিলকুমার জগওয়ানি।৩. শ্রীমতি লাজবন্তি জগওয়ানি, ৪. শ্রী সুনীল কুমার জগওয়ানি, ৫. শ্রীমতি সাবিত্রী জগওয়ানি ৬. শ্রীমতি জ্যোতি জগওয়ানি	ফ্ল্যাট নং ৪আর, পিছনের অংশে ৫ম তলায় পরিমাপ ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ, পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪৯, বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার সরণি, পূর্বতন ৫৬৮, ব্লক -এন, নিউ আলিপুর,থানা -নিউ আলিপুর, কলকাতা -৭০০০৫৩, ওয়ার্ড নং ৮১,কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)।**		ক) ২০.০৭.২০১৬ খ) ২৯.০৯.২০২০ গ) ১৪,৩৯,১১,০০৮.৫১ টাকা, সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ৬৭.৩৮ লক্ষ টাকা খ) ৬.৭৩ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৩.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) ঋণগ্রহীতাগণ : ১. মেসার্স জগওয়ানি প্রোজেক্টস প্রা লি. ২. মেসার্স লাজ লেড লাইটস প্রা লি. ৩. মেসার্স ট্রান্সহিমালয়ান লজিস্টিকস প্রা লি. জামিনদাতাগণ : ১. শ্রী গোবর্ধন দাস জগওয়ানি ২. শ্রী অনিলকুমার জগওয়ানি ৩. শ্রীমতি লাজবন্তি জগওয়ানি, ৪. শ্রী সুনীল কুমার জগওয়ানি, ৫. শ্রীমতি সাবিত্রী জগওয়ানি ৬. শ্রীমতি জ্যোতি জগওয়ানি	একতলা এরিয়া ৫৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৪৭৫ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া কমবেশি সামনের অংশে একতলায় ভবনে গঙ্গোত্রী অ্যাপার্টমেন্ট এবং পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪৯, বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার সরণি, পূর্বতন পরিচিত ৫৬৮, ব্লক -এন, নিউ আলিপুর,থানা -নিউ আলিপুর, কলকাতা -৭০০০৫৩, ওয়ার্ড নং ৮১,কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)।**		ক) ২০.০৭.২০১৬ খ) ১৭.১১.২০১৭ গ) ১৪,৩৯,১১,০০৮.৫১ টাকা, সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ৬৪.২৩ লক্ষ টাকা খ) ৬.৪২ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৪.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) ঋণগ্রহীতাগণ : ১. মেসার্স জগওয়ানি প্রোজেক্টস প্রা লি. ২. মেসার্স লাজ লেড লাইটস প্রা লি. ৩. মেসার্স ট্রান্সহিমালয়ান লজিস্টিকস প্রা লি. জামিনদাতাগণ : ১. শ্রী গোবর্ধন দাস জগওয়ানি ২. শ্রী অনিলকুমার জগওয়ানি ৩. শ্রীমতি লাজবন্তি জগওয়ানি, ৪. শ্রী সুনীল কুমার জগওয়ানি, ৫. শ্রীমতি সাবিত্রী জগওয়ানি ৬. শ্রীমতি জ্যোতি জগওয়ানি	বহুতল ভবনের একতলায় মৌজা- পাঁজা সাহাপুর, জেএল নং ৯, আরএস নং ১৮৬, তৌজি নং ৯৩, দাগ নং ৪১৪ (অংশ) পুরসভা প্রেমিসেস নং ৩, জ্যোতিষ রায় রোড, থানা -বেহালা,কলকাতা- ৭০০০৫৩,কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন ওয়ার্ড নং ১১৭, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পরিমাপ ১০০০ বর্গফুট **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)।**		ক) ২০.০৭.২০১৬ খ) ১৭.১১.২০১৭ গ) ১৪,৩৯,১১,০০৮.৫১ টাকা, সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ৫০.২৬ লক্ষ টাকা খ) ৫.০৫ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৫.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) ঋণগ্রহীতাগণ : ১. মেসার্স জগওয়ানি প্রোজেক্টস প্রা লি. ২. মেসার্স লাজ লেড লাইটস প্রা লি. ৩. মেসার্স ট্রান্সহিমালয়ান লজিস্টিকস প্রা লি. জামিনদাতাগণ : ১. শ্রী গোবর্ধন দাস জগওয়ানি। ২. শ্রী অনিলকুমার জগওয়ানি ৩. শ্রীমতি লাজবন্তি জগওয়ানি, ৪. শ্রী সুনীল কুমার জগওয়ানি ৫. শ্রীমতি সাবিত্রী জগওয়ানি ৬. শ্রীমতি জ্যোতি জগওয়ানি	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ১এ এবং ১বি, ২য়তল, জি-৪ তলা ভবনে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০২০ বর্গফুট এবং কার্পেট এরিয়া ৭৬৫ বর্গফুট বা পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫৯, নলিনীরঞ্জন এভিনিউ (পূর্বতন পরিচিত ৩৭৬/১, ব্লক-জি,নিউ আলিপুর) থানা - নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩, ওয়ার্ড নং ৮১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)**		ক) ২০.০৭.২০১৬ খ) ১৭.১১.২০১৭ গ) ১৪,৩৯,১১,০০৮.৫১ টাকা, সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ৩৪৮.৬১ লক্ষ টাকা খ) ৩৪.৮৬ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৬.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) ঋণগ্রহীতাগণ : ১. মেসার্স জগওয়ানি প্রোজেক্টস প্রা লি. ২. মেসার্স লাজ লেড লাইটস প্রা লি. ৩. মেসার্স ট্রান্সহিমালয়ান লজিস্টিকস প্রা লি. জামিনদাতাগণ : ১. শ্রী গোবর্ধন দাস জগওয়ানি ২. শ্রী অনিলকুমার জগওয়ানি ৩. শ্রীমতি লাজবন্তি জগওয়ানি, ৪. শ্রী সুনীল কুমার জগওয়ানি, ৫. শ্রীমতি সাবিত্রী জগওয়ানি ৬. শ্রীমতি জ্যোতি জগওয়ানি	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজধারী জমি এরিয়া কমবেশি ০.৭৫৮৩ একর এবং তদস্থিত দোতলা ভবন এরিয়া আনুমানিক ৮০০ বর্গফুট প্রতি তলে এবং টিন শেড নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৭০০০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা- চণ্ডীপুর (জেএল নং ৯), থানা উলুবেড়িয়া, জেলা -হাওড়া, চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)**		ক) ২০.০৭.২০১৬ খ) ২৫.০৯.২০২০ গ) ১৪,৩৯,১১,০০৮.৫১ টাকা, সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ২৪৮.৮০ লক্ষ টাকা খ) ২৪.৮৮ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৭.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) ঋণগ্রহীতাগণ : ১. মেসার্স জগওয়ানি প্রোজেক্টস প্রা লি. ২. মেসার্স লাজ লেড লাইটস প্রা লি. ৩. মেসার্স ট্রান্সহিমালয়ান লজিস্টিকস প্রা লি. জামিনদাতাগণ : ১. শ্রী গোবর্ধন দাস জগওয়ানি ২. শ্রী অনিলকুমার জগওয়ানি ৩. শ্রীমতি লাজবন্তি জগওয়ানি, ৪. শ্রী সুনীল কুমার জগওয়ানি, ৫. শ্রীমতি সাবিত্রী জগওয়ানি ৬. শ্রীমতি জ্যোতি জগওয়ানি	ফ্ল্যাট নং ডি-৫, তিনতলায় , ব্লক -ডি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১১৪ বর্গফুট কমবেশি , তিন বেড রুম, এক ডাইনিং এবং ড্রইং, এক কিচেন, এবং দুই বাথ এবং প্রিভি, দাগ নং ৬২৪/১০৯৩, ১৪৩ এবং ১৭৭, মৌজা- পাঁজা সাহাপুর, থানা -বেহালা, রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, (এস এস ইউনিট), ওয়ার্ড নং ১১৭, হোল্ডিং নং ৩৭, এস এন রায় রোড, কলকাতা- ৭০০০৩৮। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**		ক) ২০.০৭.২০১৬ খ) ২৯.০৯.২০২০ গ) ১৪,৩৯,১১,০০৮.৫১ টাকা, সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ৫৬.০০ লক্ষ টাকা খ) ৫.৬০ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৮.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) ঋণগ্রহীতাগণ : ১. মেসার্স জগওয়ানি প্রোজেক্টস প্রা লি. ২. মেসার্স লাজ লেড লাইটস প্রা লি. ৩. মেসার্স ট্রান্সহিমালয়ান লজিস্টিকস প্রা লি. জামিনদাতাগণ : ১. শ্রী গোবর্ধন দাস জগওয়ানি ২. শ্রী অনিলকুমার জগওয়ানি ৩. শ্রীমতি লাজবন্তি জগওয়ানি, ৪. শ্রী সুনীল কুমার জগওয়ানি, ৫. শ্রীমতি সাবিত্রী জগওয়ানি ৬. শ্রীমতি জ্যোতি জগওয়ানি	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পরিমাপ কমবেশি ৩ কাঠা তদস্থিত একতলা এবং তিনতলা বসবাসের ভবন , একতলা ১১৪০ বর্গফুট পাকা এবং ২১৫ বর্গফুট অ্যাসবেস্টস শেড, ২য়তল ১১৯০ বর্গফুট এরিয়া ৩য়তল ১১৯০ বর্গফুট এরিয়া এবং ৪র্থতল ৯১৭ বর্গফুট এবং ১৭৫ বর্গফুট অ্যাসবেস্টস শেড এরিয়া কমবেশি অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৩/এ/৫৬০, ব্লক এন, নিউ আলিপুর, (বর্তমান প্রেমিসেস নং ৩৭, বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার সরণি), কলকাতা - ৭০০০৫৩, থানা - নিউ আলিপুর। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)**		ক) ২০.০৭.২০১৬ খ) ২৫.০৯.২০২০ গ) ১৪,৩৯,১১,০০৮.৫১ টাকা, সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ৩৬০.০০ লক্ষ টাকা খ) ৩৬.০০ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৯.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) ঋণগ্রহীতাগণ : ১. মেসার্স জগওয়ানি প্রোজেক্টস প্রা লি., ২. মেসার্স লাজ লেড লাইটস প্রা লি. ৩. মেসার্স ট্রান্সহিমালয়ান লজিস্টিকস প্রা লি. জামিনদাতাগণ : ১. শ্রী গোবর্ধন দাস জগওয়ানি ২. শ্রী অনিলকুমার জগওয়ানি। ৩. শ্রীমতি লাজবন্তি জগওয়ানি ৪. শ্রী সুনীল কুমার জগওয়ানি, ৫. শ্রীমতি সাবিত্রী জগওয়ানি ৬. শ্রীমতি জ্যোতি জগওয়ানি	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট একতলায়, দক্ষিণ দিকে, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯০০ বর্গফুট, মৌজা - দমদম ক্যান্টনমেন্ট, থানা -দম দম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, দাগ নং ২০৩৫, খতিয়ান নং ১, জেএল নং ১৩, আরএস নং ১৭৭, তৌজি নং ৩১৯৪, ৩৪/৮, ইউ কে দত্ত রোড, স্থানীয় দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধিক্ষেত্রে। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)**		ক) ২০.০৭.২০১৬ খ) ২৯.০৯.২০২০ গ) ১৪,৩৯,১১,০০৮.৫১ টাকা, সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ২৩.৫৬ লক্ষ টাকা খ) ২.৩৫ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়- ১৯.০৩.২০২৬ থেকে ২০.০৩.২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত)

১। নিয়ম ও শর্তাবলী
১। ই-নিলাম **'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে' এবং 'যা আছে তা আছে ভিত্তিতে'** -এ অনুষ্ঠিত হবে।
২। অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য অনুসারে, উপরে উল্লিখিত ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তির উপর কোনো দায়ভার নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়ভার, নিলামে দেওয়া সম্পত্তির স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করে নেওয়া উচিত। ই-নিলামের বিজ্ঞাপনটি ব্যাঙ্কের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটি এমন বলে বিবেচিত হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের কাছে জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়ভার সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক/সিকিওর্ড ঋণদাতা কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের কোনো দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৩। বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির পরিদর্শন করা এবং সম্পদ ও স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে।
৪। শুধুমাত্র সেই ক্রেতারা ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন, যাদের ইউজার আইডি/পাসওয়ার্ড আছে এবং এনইএফটি/আরটিজিএস এর মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) নিশ্চিত করা হয়েছে।
৫। আগ্রহী দরদাতারা, যারা ২৪.০৩.২০২৬ তারিখের মধ্যে সংরক্ষিত মূল্যের ১০ % -এর কম নয় এমন ইএমডি অনলাইনে জমা দিয়েছেন, তারা বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন। উপরোক্ত সম্পত্তিগুলির ই-নিলাম প্রতিটি সম্পত্তির পাশে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে দরদাতাদের মধ্যে আন্তঃ-বিডিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। দরদাতা 'বিড বৃদ্ধির পরিমাণ' কলামে প্রতিটি সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণের গুণিতকে তাদের অফার উন্নত করবেন। ই-নিলামের সমাপ্তির সময়ের শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে যদি কোনো বিড জমা দেওয়া হয়, তাহলে সমাপ্তির সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫ মিনিটের জন্য বৃদ্ধি পাবে (প্রতিবার ৫ মিনিটের জন্য সীমাহীন সংখ্যক এক্সটেনশনের সাপেক্ষে)। ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার পর সর্বোচ্চ দর জমা দেওয়া দরদাতাকে (সংরক্ষিত মূল্যের নিচে নয়) সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে এবং এটি অনুমোদিত আধিকারিক/সিকিওর্ড ঋণদাতার অনুমোদন সাপেক্ষে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে জানানো হবে।
৬। সম্ভাব্য যোগ্য দরদাতারা ই-নিলামের তারিখের আগে https://www.baanknet.com থেকে ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। অনুমোদিত আধিকারিক/ব্যাঙ্ক বা https://www.baanknet.com কেউই কোনো ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য দায়ী থাকবে না এবং আগ্রহী দরদাতাদের নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ই-নিলাম ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে প্রস্তুত।
৭। ক্রেতাকে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি/স্থানান্তর চার্জ, ফি ইত্যাদি এবং সেইসাথে পূর্বের ও ভবিষ্যতের সমস্ত বিধিবদ্ধ/অ-বিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, রেট, অ্যাসেসমেন্ট চার্জ, ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে।
৮। অনুমোদিত আধিকারিক সর্বোচ্চ অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যেকোনো বা সমস্ত অফার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা ই-নিলাম স্থগিত/বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার রাখেন।
৯। দরদাতাদের বিড জমা দেওয়ার এবং ই-নিলামে অংশ নেওয়ার আগে ওয়েবসাইট- https//www.baanknet.com-এ উপলব্ধ ই-নিলামের বিস্তারিত শর্তাবলী ভালোভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
১০। বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ অবিলম্বে, অর্থাৎ একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে, অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক বিড মূল্য গৃহীত হওয়ার পর ইতিমধ্যে জমা দেওয়া আর্নেস্ট মানি সহ পরিশোধ করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তবে সম্পত্তিটি আবার বিক্রি করা হবে।
১১। উক্ত মূল্যের বাকি ৭৫ শতাংশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে বা তার আগে পরিশোধ করতে হবে। উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, জমা দেওয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তিটি পুনর্বিক্রয় করা হবে। ডিফল্টকারী ক্রেতা সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে এটি যে দামে বিক্রি হবে তার কোনো অংশের উপর সমস্ত দাবি হারাবেন।

তারিখ- ২১.০২.২০২৬ স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট http://www.punjabandsindbank.co.in দেখুন

এসআইআর-এ গুজরাতে বাদ ৬৮ লক্ষের বেশি

আমদাবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি: বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য গুজরাতে বাদ পড়েছে ৬৮ লক্ষ ১২ হাজার ৭১১ জন ভোটার। নতুন পরিসংখ্যান দিয়ে জানাল নির্বাচন কমিশন। তিন মাস ধরে এসআইআর চলে গুজরাতে। এর পর মঙ্গলবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। যদিও সেই তালিকা বেশ কিছু সংযোজন-বিয়োজন করে নতুন সংখ্যাতত্ত্ব জানিয়েছে কমিশন।

জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, গুজরাতে এসআইআর-এর আগে ভোটার তালিকায় ৫ কোটি ৮ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪৩৬ জন ভোটারের নাম ছিল। এসআইআর প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ হওয়ার পর তা কমে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ ৩০ হাজার ৭২৫ হয়েছে। অর্থাৎ, বাদ পড়েছে ৬৮ লক্ষ ১২ হাজার ৭১১ জন ভোটারের নাম। শুক্রবার কমিশন জানায়, পরে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার নতুন ভোটার যুক্ত হওয়ায় চূড়ান্ত তালিকায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ ভোটারের নাম রয়েছে।

একই দিনে লাক্ষাদ্বীপ এবং পুদুচেরির ভোটার তালিকারও নতুন পরিসংখ্যান দিয়েছে কমিশন। এসআইআর হওয়ার পর লাক্ষাদ্বীপের ২০৬ জন ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। নতুন তালিকায় নাম রয়েছে ৫৭ হাজার ৬০৭ জনের। পুদুচেরিতে বাদ গিয়েছে ৭৭ হাজার ৩৬৭ জনের নাম। নতুন তালিকায় ভোটার সংখ্যা ৯ লক্ষ ৪৪ হাজার ২১১।

রাজস্থানের খাবার প্রস্তুতকারক সংস্থার কর্ণধারের বাড়িতে আয়কর হানা

দেওয়াল, সিলিং, মেঝে থেকে উদ্ধার কোটি টাকার সোনা

জয়পুর, ২০ ফেব্রুয়ারি: রাজস্থানে এক খাবার প্রস্তুতকারক সংস্থার কর্ণধারের বাড়িতে হানা দিয়ে স্তম্ভিত আয়কর আধিকারিকেরা। ঘরের দেওয়াল, সিলিং এবং মেঝের নীচ থেকে উদ্ধার হল সোনা। শুধু তা-ই নয়, দেওয়ালে লুকনো গোপন চেম্বারে মিলল কোটি কোটি টাকার গয়নাও। তবে বাড়ির আরও অনেক জায়গায় সোনা এবং টাকা লুকনো আছে বলে সন্দেহ আধিকারিকদের।

জয়পুরের এই তল্লাশি ২০১৮ সালের বলিউড ছবি অজয় দেবগন অভিনীত 'রেড'-এর এক দৃশ্যের সঙ্গে হুবহু মিলে গিয়েছে। রাজস্থানের খাবার প্রস্তুতকারক সংস্থার কর্ণধারের বাড়িতেও তল্লাশিতে 'রেড' ছবির হুবহু সেই দৃশ্য যেন এসেছে। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, উদ্ধার হওয়া সোনা এবং গয়নার পরিমাণ এখনও স্পষ্ট হয়নি। তবে নগদ ৫০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। সূত্রের খবর, তিন দিন ধরে তল্লাশি অভিযান চলছে খাবার প্রস্তুতকারক সংস্থার ওই কর্ণধারের বাড়ি-সহ ৩৩টি ঠিকানায়। শুধু জয়পুরই নয়, শ্রীগঙ্গানগর, কোটা, কারাউলি, হিন্দন এবং মুম্বইয়েও একইসঙ্গে তল্লাশি অভিযান জারি। সূত্রের খবর, খাবার প্রস্তুতকারক সংস্থার কর্ণধারের বাড়িতে তল্লাশির সময় আধিকারিকদের সন্দেহ হয় ঘরের দেওয়াল দেখে। তার পরই সেই দেওয়াল ভাঙার কাজ শুরু হয়। দেওয়াল ভাঙতেই গোপন চেম্বার লক্ষ করেন আয়কর আধিকারিকেরা। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার হয়। শুধু দেওয়ালই নয়, ঘরের ফলস সিলিংয়ের ভিতর থেকেও সোনা উদ্ধার হয়েছে। এমনকি মেঝে খুঁড়েও সোনা বার করা হয়েছে। আরও একটি গোপন চেম্বারের হদিস মিলেছে, সেখানে কয়েক কোটি টাকার গয়না পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি।

উত্তরপ্রদেশে সম্পত্তির লোভে দাদাকে খুন ভাইয়ের

লখনউ, ২০ ফেব্রুয়ারি: পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। সেই রোষে ভাইয়ের হাতে খুন হলেন দাদা। তবে খুনের দোষ যাতে তাঁর উপর না-চাপে সেই কারণে দাদার দেহ বাড়িতেই পুঁতে দেন অভিযুক্ত। তার পরে নিজেই থানায় গিয়ে দাদার নামে নিখোঁজ ডায়েরি করেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, ন'দিন ধরে বাড়ির চৌহদ্দিতে দেহ পোঁতা ছিল। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশে।

নিহত ব্যক্তির নাম তারেক বেগ (৩৮)। তিনি অবিবাহিত। থাকতেন ভাই মাসারিকের সঙ্গে। মাস দুই আগে মাসারিক বিয়ে করেন। তাঁদের বাবা মারা গিয়েছেন। মা থাকতেন না পুত্রদের সংসারে।

জানা গিয়েছে, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি মাসারিক থানায় জানান তাঁর দাদা গত পাঁচ দিন ধরে নিখোঁজ। সেই কথা জানার পর থেকেই তারেকের খোঁজ শুরু করে পুলিশ। তদন্তকারীরা তাঁর মোবাইলের উপর নজরদারি শুরু করেন। দেখা যায়, ফোনটিকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পাওয়া যায় বাড়িতেই। তখনই সন্দেহ জাগে পুলিশের মনে।

পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্ত স্বীকার করেন পৈতৃক সম্পত্তির একক মালিকানা চাইতেন তিনি। সেই কারণে দাদাকে খুনের পরিকল্পনা করেন। গত ৯ ফেব্রুয়ারি রাতে তারেককে ঘুমন্ত অবস্থায় কুড়ুল দিয়ে হামলা করেন মাসারিক। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় তাঁর। তার পরে বাড়ির পিছনের জমি খুঁড়ে সেখানে পুঁতে দেন দেহ।

খোঁজখবর নেওয়ার সময় তারেকদের কাকা তদন্তকারীদের জানান, দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে অশান্তির বিষয়টি। মাসারিককে নিয়ে সন্দেহপ্রকাশ করেন। তার পরেই মাসারিককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। তদন্তকারী সূত্রে খবর, প্রথমে জেরায় নানারকম কথা বলেন মাসারিক। তবে লাগাতার জেরায় শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েন তিনি। স্বীকার করেন দাদাকে খুনের কথা।

বালোচের হাতে বন্দি ৭ পাক সেনাকে মুক্ত করার কাতর আর্জি

ইসলামাবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি: ৩ দিন পেরিয়ে গিয়েছে, অথচ এখনও পর্যন্ত বালোচ বিদ্রোহীদের দ্বারা পণবন্দি সেনাদের উদ্ধারের বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেছি পাকিস্তান সরকার। গুরুত্ব এই পরিস্থিতির মাঝেই এবার সামনে এল চাঞ্চল্যকর ভিডিও। যেখানে বন্দি পাক সেনাদের তরফে সরকারের কাছে কাতর আর্জি জানানো হচ্ছে, অবিলম্বে আমাদের মুক্ত করুন। বালোচের তরফে প্রকাশিত সেই ভিডিও ব্যাপকভাবে ভাইরাল হতে শুরু করেছে।

জানা যাচ্ছে, বালোচিস্তানের ইন্ডিপেন্ডেন্ট অনলাইন নিউজ পোর্টাল 'বালোচিস্তান পোস্টের' তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, সেনার পোশাক পরা বেশ কয়েকজন যুবক হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছেন। তাঁদের হাতে রয়েছে সেনার পরিচয়পত্র। ভিডিওতে পাকিস্তানি আধিকারিকদের কাছে মুক্তির জন্য কাতর আর্জি জানাচ্ছেন তাঁরা। যদিও সূত্রের খবর, ওই পণবন্দিদের সেনা সদস্য হিসেবে মানতে অস্বীকার করেছে পাকসেনা ও সরকার।

এই পরিস্থিতিতে বন্দিদের একজন জানিয়েছেন, তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। এবং সরকারি পরিচয়পত্র দিয়ে এখানে পাঠানো হয়েছিল। তাহলে কেন পাক সরকার তাঁদের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করছে? এই সৈনিক প্রশ্ন তোলেন, 'পাকিস্তান সেনা কীভাবে বলতে পারে যে আমরা তাদের সদস্য নই? তবে এটি কার পরিচয়পত্র?' নিজের পরিচয়পত্র সামনে এনে ওই সেনা জওয়ান বলেন, 'এটা সেনার পরিচয়পত্র নয়?' এরপর তিনি বলেন, 'ঈশ্বরের দোহাই, আমার বাবা অসুস্থ এবং আমি পরিবারের বড় সন্তান। এভাবে আমাদের ছুড়ে ফেলে দেওয়ার মতো অন্যায় করো না।'

BONGAON MUNICIPALITY

Renovation of Ghat steps, in ward no.-18, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference: WBMAD/NIeT/346/BM/2025-26/APAS Date: 20.02.2026
Tender ID- TENDER ID: 2026_MAD_5012590_1
1. Bid Submission Start date- **20.02.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date- **24.02.2026 at 14.00.** 3. End date- **27.02.2026 at 18.00.** 4. Bid opening date - **02.03.2026 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia.**Tender title:- Quatation No :- 150eq/ABPS/PWD/NM/2025-2026 to 153eq/ABPS/PWD/NM/2025-2026,Tender ID-2026_MAD_5012428_1,2026_MAD_5012431_1,2026_MAD_5012518_1, 2026_MAD_5012525_1. Type of Work :- Dressing of Pond, Supplying TOTO Ambulance, Misc Supplying and Civil Work for Library and SSK, Bid Submition End Date:- 25-02-2026 at 05:00 PM, Bid Open Date:- 28-02-2026 at 10:00 AM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website https://tenders.wb.gov.in/ also given https://nabadwipmunicipality.in
SD/- Chairman,
Nabadwip Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

5th Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 46 & 49/WS/Eng/APAS/25 Dt. 15-09-25 & 10-10-25
Bid Submission period: 28.02.26 instead of 30.10.25 & Bid Submission period: 28.02.26 instead of 19.02.26 Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2103/25-26 Dated 20.02.2026	Construction of Concrete Road with covered Surface Drain at Lebutala Road Bye Lane infront of Mr.Barman House in Ward No-17 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. 6,32,552.00
WBMAD/ULB/RSM/2104/25-26 Dated 20.02.2026	Construction of Concrete road & culvert at Kanai Gharai to Kartik Halder, Kamal Sen house to Balai Sen house, Binod Show house to Aparna Kayal house & Sapan Sen house to Lakshmikanta Mondal house In Ward No-21Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 9,70,141.00
WBMAD/ULB/RSM/2105/25-26 Dated 20.02.2026	Devolopment of Peyarabagan Park at Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 8,16,657.00

Bid Submission end date: **02.03.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

DURGAPUR MUNICIPAL CORPORATION
City Centre, Durgapur-713216

Notice Inviting e-TENDER

1)Name of the Work: Renovation and reconstruction of drain and culvert Amrabati culvert to amma colony ward -27, under DMC.
e-TenderNo: WBDMC/W/560(APAS) of 25-26
TenderID: 2026_MAD_5012546_1 ● Est.Amt: Rs.9,98,288.00
2)Name of the Work: Construction of a Community Hall near Sector 2C (Durgapuja Ground), booth no -186, ward No -27 under DMC.
e-TenderNo: WBDMC/W/381(APAS) of 25-26(3RD CALL)
TenderID: 2026_MAD_5012547_1 ● Est.Amt: Rs.5,99,412.00
3)Name of the Work: Desilting and re-excavation of water body and construction of 3 nos. ghat at Amrabati Vambey colony
e-TenderNo: WBDMC/W/172(APAS) of 25-26(4TH CALL)
TenderID: 2026_MAD_5012583_1 ● Est.Amt: Rs. 9,93,571.00
4)Name of the Work: Repairing of B.T Road by Cement Concrete Budhhadeb Sarkar to Sukantapally Main Road within Ward No 24
e-TenderNo: WBDMC/W/571(APAS) of 25-26
TenderID: 2026_MAD_5012586_1 ● Est.Amt: Rs.6,14,654.00
LastDate:28-02-2026 upto 2:00PM
For details : https://tenders.wb.gov.in
Sd/-
Executive Engineer, DMC

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Construction of community toilet at Aluminum Barrack under Booth No.-251, Ward No.-40 of D.M.C.
e-Tender No. : WBDMC/W/570(APAS) of 25-26
Tender ID : 2026_MAD_5012593_1 • Estimated Amount : 8,58,788/-
Last Date : 27th February 2026, up to 05:00 pm
2) Name of the Work: Construction of community Hall near Block, Tetultala under Booth No.-222, Borough -04, Ward No.-38.
e-Tender No. : WBDMC/W/524(APAS) of 25-26 (3rd call)
Tender ID : 2026_MAD_5012587_1 • Estimated Amount : 8,33,783/-
Last Date : 27th February 2026, up to 05:00 pm
3) Name of the Work: Construction of shed at Tetultala, A block under Booth No.-221, Borough -04, Ward No.-38.
e-Tender No. : WBDMC/W/569(APAS) of 25-26
Tender ID : 2026_MAD_5012585_1 • Estimated Amount : 8,58,788/-
Last Date : 27th February 2026, up to 05:00 pm
4) Name of the Work: Construction of School building (1st floor) at Nepali Para Hindi High School Wards No.-31, under D.M.C. area.
e-Tender No. : WBDMC/W/276(APAS) of 25-26 (4th call)
Tender ID : 2026_MAD_5012584_1 • Estimated Amount : 6,97,457/-
Last Date : 27th February 2026, up to 05:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **tenders.wb.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

DURGAPUR MUNICIPAL CORPORATION
City Centre, Durgapur-713216

Notice Inviting e-TENDER

01) Name of the Work: Improvement of illumination with LED street light fittings at Gurudwara 2nd street under ward no- 18 of Durgapur Municipal Corporation
E-Tender No: WBDMC/W/262(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012451_1 ● Est. Amt: Rs. 177122/-
02) Name of the Work: Repairing of road at Gurudwara road near Dr. Soumen Bhowmik's House at Vivekananda pally, Ward No.-18, under DMC
E-Tender No: WBDMC/W/262(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012451_2 ● Est. Amt: Rs. 462659/-
03) Name of the Work: Repairing of road at Vivekananda Pally, Ward No.-18, under DMC
E-Tender No: WBDMC/W/241(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012460_1 ● Est. Amt: Rs. 517801/-
04) Name of the Work: Construction of Shed at ICDS No-29, Ward No.-18, under DMC
E-Tender No: WBDMC/W/241(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012460_2 ● Est. Amt: Rs. 260543/-
05) Name of the Work: Construction of concrete road near Biswajit Samantas House at Samantapara Kururiya Gram, Ward: 11 under DMC
E-Tender No: WBDMC/W/7(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012526_1 ● Est. Amt: Rs.1,03,046/-
06) Name of the Work: Construction of a ghat at kururiya Tarama Ashram ward no 11 under DMC
E-Tender No: WBDMC/W/7(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012526_2 ● Est. Amt: Rs. 148017/-
07) Name of the Work: Construction of a Ghat at Doyashi para moral pukur ward no:11 under DMC.
E-Tender No: WBDMC/W/7(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012526_3 ● Est. Amt: Rs. 148017/-
Last Date: 26-02-2026 up to 1:00PM
For details : https://tenders.wb.gov.in
Sd/-
Executive Engineer, DMC

TENDER NOTICE

NIeT No: 16/DOM/GGP/15th FC 2025-26. Publishing & Bid Submission Start Date: **20/02/2026 from 5.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **27/02/2026 upto 12.00 PM.** Bid Opening Date: **02/03/2026 after 12.00 PM.** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- PRODHAN
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT

BONGAON MUNICIPALITY

1.Renovation School Building.
Tender reference: WBMAD/NIeT/345/BM/2025-26/PWD Date: 20.02.2026
Tender ID: 2026_MAD_1012304_1
1. Bid Submission Start date- **20.02.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date- **23.02.2026 at 12.00.** 3. End date- **28.02.2026 at 14.00.** 4. Bid opening date- **02.03.2026 at 17.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender

NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-20/2025-26 (5th Call), Sl. 1, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-24/2025-26 (5th Call), Sl. 1-6 & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-32/2025-26 (3rd Call), Sl. 1-4, Date-18.02.2026. Bid Submission Start Date : **20.02.2026 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **25.02.2026 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **27.02.2026 at 11:00 AM.** For details information visit website: **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

TENDER NOTICE

Tender is invited through offline Bid System with The vide **NIT No:- 14/HPGP/2025-26 With Vide Memo No 602/1(16)/ 15th CFC/HPGP/2025-26 Dated: - 20/02/2026,** The Last date for submission of Bids **27/02/2026 upto 02.00 P.M.** For details please visit The Office Notice Board Of Hariharpara GP.
Sd/-, Prodhan
Hariharpara Gram Panchayat

TENDER NOTICE

Tender is invited through offline Bid System with The vide **NIeT No:-13/HPGP/2025-26 With Vide Memo No 600/1(16)/ 15th CFC (Tied) /HPGP/2025-26 Dated: - 20/02/2026,** The Last date for submission of Bids **27/02/2026 upto 02.00 P.M.** For details please visit The website: **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Hariharpara Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং আহ্বানের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি: **কাজের নাম:** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার গ্রিন লাইনে (সল্টলেক সেক্টর-৫ থেকে হাওড়া ময়দান সেকশন পর্যন্ত) রেল গেজ ফেস লুব্রিকেটর মেশিনের সরবরাহ, মেরামত, সম্পাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণ। **কাজের আনুমানিক খরচ:** ₹ ২,১০,৫১,১২০.০০; **বায়না মূল্য:** ₹ ২,৫৫,৩০০.০০; **সমাপ্তির সময়কাল:** ৬০ মাস, **বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ১৭.০৩.২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়। টেন্ডারের নথি এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। সংশোধন/সংযোজন, যদি থাকে, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: সিভিল-২৫৫১-২০২৬ (ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুণঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এইচডব্লিউডব্লিউপিপি), এইচএমসি, এইচএমসি - এর হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস পদ্মপুকুরে ৪ (চার) টি কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং সাম্প্রতিকতম জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (চলতি তিনমাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার দাখিলের(অনলাইন) শুরুর তারিখ : ১৭.০২.২০২৬ সন্ধে ৬ টা থেকে
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ০৯.০৩.২০২৬ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।
এনআইটি নং HMC/HWW/P-10/2025-26 তারিখ : ১৭.০২.২০২৬ অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
৩০৭(৩)/২৫-২৬ এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এইচডব্লিউডব্লিউপিপি)
২০.০২.২৬ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2102/25-26 Dated 20.02.2026	Construction of Proposed C.C. Road from Amazon Office to Debasish Mukherjee's House at Jhilpar, Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 3,72,785.00
WBMAD/ULB/RSM/2106/25-26 Dated 20.02.2026	Upgradation Of Bituminous Road From Guha House's To Benkiya House's At Rabindra Nagar, Ward No.-30,under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 3,05,190.00

Bid Submission end date: **02.03.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Khanakul-II Gram Panchayat
Ramnagar, Khanakul, Hooghly

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development works under vide **Memo No.: 164/KH-II GP/2026, Date: 20.02.2026.** Date of online Submission of Tender : **From 20.02.2026 to 25.02.2026 up to 09:00 AM (IST).** The Technical Bid & Financial Bid will be open after : **27.02.2026 at 10:00 AM (IST) onwards.** For details visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Khanakul-II Gram Panchayat

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE

Notice Inviting e-Tender No.-, WBMAD/UM/978/e-Tender/2025-26, Dated: 20.02.2026,
(Construction of GYM Building and Installation of Equipments for Multigym at Dag no 855, Mouza- Uluberia, Ward no 22 of Uluberia Municipality Swimming Pool Under Scheme no 61, Scheme Code. 12.5, MP LADS of 26 Uluberia P.C & Construction of Class Room of Uluberia GSFP Vidyalaya in ward no 22 under MPLADS.)
Details are available in the **www.wbtender.gov.in**
Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

BOARD OF COUNCILLORS OF
RAGHUNATHPUR MUNICIPALITY
P.O. - Raghunathpur, Dist-Purulia

Chairman on behalf of Board of Councillors, Raghunathpur Municipality is hereby inviting tender for various jobs at various wards Raghunathpur Municipality.

Sl.	Particulars	Date	Time
1.	Date and Time of Publication	21.02.2026	10.30 A.M. onwards
2.	Bid Submission Start Date & Time	21.02.2026	11.00 A.M. onwards
3.	Bid Submission Close date & Time	18.02.2026	18.55 Hrs.. onwards
4.	Opening Date	03.03.2026	11.00 P.M. onwards

TENDER IDS :- 1) 2026_MAD_10122731_1 2) 2026_MAD_1012247_1 3) 2026_MAD_1012170_1
For more details Please log on to **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Raghunathpur Municipality,

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour, 24-Pgs(S), WB: 743331
E-TENDER

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-Tender for execution of 3 (three) Nos. work from outside bonafide and resourceful agencies/ contractors having credential of similar nature of work.
e-N.I.T.No-WBMAD/ULB/DHM/ / NIT-08/372(e)/2025-26, Viz. Memo no.: - K-12(Tender)/A-52/DHM Dated -20.02.2026
Bid Submission End Date: **01.03.2026 up to 4.00 PM.** For details information available in the departmental website: **http// wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৫-২৬-২৪আরটি তারিখ ১৭.০২.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/খড়গপুর- ৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** কলাইকুন্ডা ঃ খড়গপুর প্রান্তে গুডস সাইডিং লাইনের বাঁক ফেরানো এবং ইঞ্জিন বিপরীতমুখী করার সুবিধার্থে ক্রশ-ওভার-এর ব্যবস্থা সহ খড়গপুর প্রান্তে সি/এল ওভার রান লাইনের সম্প্রসারণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৭,৭৮,৭৮৪.৯০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৫৫,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ১৯.০৩.২০২৬। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস। **দাখিলের তারিখঃ** ১৯.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্রঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1216)**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2107/25-26 Dated 20.02.2026	The Shed At Model Town Of Ward No. 28 Under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. 44,26,036.00
WBMAD/ULB/RSM/2108/25-26 Dated 20.02.2026	The Construction of Proposed U/G Pipe Line [Dia = 600mm(NP3)] & Bituminous Road(Length 250.00m) from Khudiram Metro station to Prabir Roy house at Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 46,88,330.00
WBMAD/ULB/RSM/2109/25-26 Dated 20.02.2026	The Construction of Proposed U/G Pipe Line [Dia = 450mm(NP3)] (Length 180m) from Sonarpur Station Road Road to Helmet Factory of Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 28,17,436.00
WBMAD/ULB/RSM/2110/25-26 Dated 20.02.2026	The Construction of Proposed U/G Pipe Line & Bituminous Road from Mandalpara to Green Park Ward No.27 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 19,93,668.00

Bid Submission end date: **07.03.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 483, 484, 485, 486 (2nd Call/2025-26 and 614 to 622/2025-2026 Dated. 19-02-2026 and 20-02-2026
e-Tenders are invited by the Executive Engineer/ General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil and Electrical works at district Bankura, Burdwan and Malda. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date after **19-02-2026 and 20-02-2026 after 06.00 pm.** Bid submission end date upto **28-02-2026 and 06-03-2026 upto 11.30 am and 06.00 pm**
And
CORRIGENDUM
TIME EXTENTION FOR BID SUBMISSIN
The last date of submission of tenders has been extended by The General Manager, West Bengal Agro Industries Corporation Limited which are as follows :
1. NIeT-357(3rd call)/25-26 Gr. No-7 & 29, NIeT-521/25-26, Gr-2 & 12, NIeT-545/25-26, Gr 11, NIeT- 476/25-26, Gr 1 Tender ID: 2026_WBAIC_995421_2,3, 2026_WBAIC_994795_2,12, 2026_WBAIC_999265_11, 2026_WBAIC_987771_1 for the district of Murshidabad has been extended for bid submissin closing to 25-02-2026 upto 1.00 pm
Date: 20.02.2026 **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

বেঁক আঁফ ইংডিয়া Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
হাওড়া জোনাল অফিস, রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৫, বি.টি.এম. সরণি, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন- ০৩৩২২৬২৩৫২৮/৩৫৩৩

পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১) দেখুন]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাকে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত পরিমাণ উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, নিম্ন বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নিম্নে বর্ণিত পরিমান এবং তার উপর সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

শাখা / অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা / ঋণগ্রহীতা / জামিনদার	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ / বকেয়া পরিমাণ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং প্রতীকী দখলের তারিখ
শাখা : সালকিয়া **ঋণগ্রহীতার নাম: শ্রীমতী পুনম রাম এবং শ্রী জয়ন্ত রাম** **ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং- ২, ৩য় ফ্লোর, ৩৬, শ্রী অরবিন্দ রোড, সালকিয়া, হাওড়া- ৭১১১০৬ **অ্যাকাউন্ট নং-** ৪০১৬৭৫১১০০০০০৬০	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত ৪র্থতলে, (উত্তর দিকে), ফ্ল্যাট নং ২, পরিমাপ আনুমানিক ৯৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, জি-৬ (ছয়) তলা ভবনে প্রেমিসেস নং ৩৬, শ্রী অরবিন্দ রোড, ওয়ার্ড নং ০৫, মৌজা - গোলাবাড়ি, থানা মালিপাঁচঘড়া, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, জেলা হাওড়া, পিন কোড - ৭১১২০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, **দলিল নং আই-০৫০২০৭০১৪/২০১৫, তারিখ ০১.১২.২০১৫। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি: উত্তরে :** খোলা জায়গা। **দক্ষিণে:** অন্যান্যর ফ্ল্যাট। **পূর্বে:** খোলা জায়গা। **পশ্চিমে:** সিঁড়ি।	২১,৪০,৬১৪.৮২১/- **টাকা এবং তদুপরি সুদ**	**দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ:** ২৫.০৯.২০২৫ **প্রতীকী দখল -এর তারিখ** ২০.০২.২০২৬

তারিখ: ২০.০২.২০২৬
স্থান: সালকিয়া
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন
চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার • ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ • পেজ ৮

বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারের মহিলারা

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজে অগ্রণী পুরুষ হলেও তার পরিবারের মহিলাদের মধ্যে কোন রেনেসাঁর বা আধুনিকতার ছোঁয়া পড়েনি। যেটি জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের মহিলারা লেখাপড়া বা প্রগতিশীলতার খুব একটি ছোঁয়া পায়নি। বাড়ির বা পরিবারের মহিলাদের বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা বা কথাতেও সেই ভাবে জানা যায় না। কিছু চিঠি পত্র দলিল দস্তাবেজ বা পরোক্ষ সূত্রে পাওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের মহিলাদের বিষয়ে আলোচনা করতে পারা যেতে পারে।

সতীশচন্দ্র ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাইপো। তিনি বঙ্কিম জীবনীতে তাদের পরিবারের মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন যেমন ঠাকুমা দুর্গা সুন্দরী দেবী, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী, বঙ্কিমচন্দ্রের বড় কন্যা শরৎকুমারী সম্পর্কে কিছু কথা উল্লেখ করেছেন। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারের সমস্যা ছিল মামলা আর ঋণ। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা ও তার এক ভাই সঞ্জীবচন্দ্র মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন। সেই দিনের বোঝা বঙ্কিমচন্দ্রকেই শোধ করতে হতো। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারের মহিলাদের খুব অল্প বয়সে বিবাহ হত। স্বামী ও সন্তানদের কথাই তাদের একমাত্র ভাবনার বিষয় ছিল। এমনকি ছবি বা আলোকচিত্র একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী তার তিন মেয়ে এবং পূর্ণচন্দ্রের স্ত্রী কুসুমকুমারীর পাওয়া গিয়েছে। আর কারোর ছবি বা আলো চিত্র পরিলক্ষিত হয় না। আসলে এই পরিবারের মহিলারা ছিলেন একেবারে পর্দানশীন ,অবরোধবাসিনী। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন চার ভাই। তাঁর এক দিদি ছিলেন নাম নন্দ রানী দেবী। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কোন লেখা বা চিঠিতে এই দিদির সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। শুধু এটুকু জানা যায় নন্দ রানী অগাধ স্নেহ করতেন বঙ্কিমচন্দ্রের আরেক ভাই সঞ্জীবচন্দ্রকে। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী বিষবৃক্ষের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকতার ছোঁয়া দিলেন কিন্তু পরিবারের মহিলাদের সম্বন্ধে তিনি বলতে গেলে এক প্রকার নিশ্চুপ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের মহিলাদের কথা উল্লেখ করতে গেলে প্রথমেই যার কথা উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম স্ত্রী মোহিনী দেবী। যখন বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে তার বিবাহ হয় তখন মোহিনী দেবীর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। আর বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। মোহিনী দেবী মাত্র ১৬ বছর বয়সে প্রয়াত হন। তাদের কোন সন্তানাদি ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ললিতা কাব্যগ্রন্থে'মোহিনী দেবীর ছায়া পরিলক্ষিত হয়।শচীশ চন্দ্রের লেখায় মোহিনী দেবী সম্বন্ধে যে টিভিতে জানা যায় তা হল 'বালিকার যখন নয় বৎসর বয়স তখন তিনি একদিন অনবদান উপযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের দুই একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি সিরিয়াল পুতুলের শয্যা রচনা করেন। বন্ধুর যখন দেখলেন তাহার শনিতে তুলল পাণ্ডুলিপি এই রোগ দুর্দশা গ্রস্থ তখন তিনি অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়া বলিলেন তুমি আমার জামাকাপড় সিরিয়া পুতুলকে সোয়ালেনা কেন? সংকুচিতার বালিকা উত্তর করিল আমি কাগজ গুলো হাটা দিয়া জুড়ে দিচ্ছি। বঙ্কিমচন্দ্র অবজ্ঞার সহিত বলিলেন জোড়া কাগজ লইয়া আমি গলায় গাঁথিব? তুমি যে মনে কর আমি আর লিখিতে পারিনা! আজই লিখব। এরপর বঙ্কিমচন্দ্র নির্জন কক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া লিখিতে বসলেন। সেদিন রাত্রি এক প্রহরের পূর্বে কেহ তাহার সাক্ষাৎ পায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যখন দ্বার খুলিয়া বাইরে আসিলেন তখন তাঁহার হাতে কাগজের তাড়া। অনুতপ্ত বালিকার অঙ্কে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন দেখো লিখেছি কিনা! জানিনা'।শচীশ চন্দ্র আরও লিখেছেন 'বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন কি লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাইশ বছর পদার্পণ করেন, তখন তিনি বিপত্নীক হন। ফুটিবার আগেই ফুল শুকাইয়া গেল।---বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমা পত্নী ষোড়শ বৎসর বয়সে জ্বর রোগে দেহত্যাগ করেন।'

তখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ম সূত্রে যশোর ছিলেন, বাড়িতে আসার জন্য তিনি রওনা হন কিন্তু বাড়িতে আসার আগেই তাঁর দাদা সঞ্জীবচন্দ্রের কাছে পত্নীর মৃত্যু সংবাদ শুনে, তিনি বাড়ি না ফিরে আবার যশোরে চলে যান। সঞ্জীবচন্দ্রকে অনুরোধ করেন মোহিনী দেবীকে যে সোনার কানের দুল ও চুলের কাঁটা উপহার দিয়েছিলেন তা যেন তাকে দিয়ে দেওয়া হয়। বঙ্কিমচন্দ্র পরম যত্নে সেটি অনেকদিন নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের মহিলাদের কথা বলতে গেলে এর পরই যার কথা আসে তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় পত্নী রাজলক্ষী দেবী। রাজলক্ষ্মী দেবীর মায়ের নাম ছিল আবার মোহিনী দেবী যে নামটি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পত্নীর নাম। মোহিনী দেবী মারা যাবার পর ১২ বছরের রাজলক্ষ্মীকে বঙ্কিমচন্দ্র বিবাহ করেন। পাত্রী দেখতে গিয়েছিলেন দীনবন্ধু মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রাজলক্ষ্মী দেবী ছিলেন রাশভারী। সংসারে তার প্রভাব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার সম্বন্ধে লিখেছেন 'একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশি রকমের আমার পরিবারের। আমার জীবনের লিখতে হইলে তারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না। আমার যত ভ্রম, প্রমাদ,তিনি জানেন আর আমি জানি। মোহিনী দেবীর মৃত্যুর সময় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পাশে থাকতে পারেননি। তাই দ্বিতীয় স্ত্রী রাজলক্ষীকে বঙ্কিমচন্দ্র যেখানেই যেতেন কর্মসূত্রে, সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যেতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে তিনি নজর দিতেন ও সেবা যত্ন করতেন। দীনবন্ধু মিত্র উল্লেখ করেছেন রাজলক্ষ্মী দেবী নিজের হস্তে স্বামীকে যেমন রান্না করে খাওয়াতেন তেমনি আমাদেরও রান্না করে তিনি খাওয়াতেন। দীনবন্ধু মিত্রের ভাষায় ' বঙ্কিম বাবুর খাওয়াইবার বন্দোবস্ত বড় চমৎকার ছিল। আদরের খাওয়া ভিন্ন তাহার কাছে কখন খাই নাই। যখনই গিয়াছি দুই এক দণ্ড পরে নানা সামগ্রি প্রস্তুত দেখিয়াছি। যখন আসিতে চাহিয়াছি তখনই নানা সামগ্রি খাইয়া আসিয়াছি। ভাবিতাম এসব কি মন্ত্রে প্রস্তুত হয়। শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলাম মন্ত্র দ্বারা প্রস্তুত হয়--আর তাঁহার পত্নীই সেই মন্ত্র। অনেক বিখ্যাত লোকেই সেই সময় উল্লেখ করেছেন রাজলক্ষ্মী দেবী লুচি ও তপসে মাছ অনেকেই রান্না করে খাওয়াতেন। বঙ্কিমচন্দ্র বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বলতেন 'স্ত্রী আমার জীবনের কল্যাণ স্বরূপা'। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের শরীরের দিকে রাজলক্ষী দেবী সবসময় নজর রাখতেন। এমনকি রাত্রি বেলায় ৯ টার পর বৈঠকখানা ঘরে বসে লিখতে দিতেন না। শরীর অসুস্থ হলে বঙ্কিমচন্দ্রের হয়ে অন্যদের তিনি পত্র লিখতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাতে শুধু স্বাক্ষর করতেন। রাজলক্ষ্মীর সাথে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহের চার বছর পর যখন শরৎকুমারীর জন্ম হলো তখন বঙ্কিমচন্দ্র রাজলক্ষ্মী দেবীকে নৌকায় যেতে যেতে মোহিনী দেবীর সোনার কানের দুল ও চুলের কাঁটা নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

রাজলক্ষী দেবী যখন তাঁর ছোট মেয়ে নীলাব্জর অকাল মৃত্যু হয়, তিনি শোকে ভেঙে পড়েন। রাজলক্ষ্মী দেবী সঞ্জীব চন্দ্রের পুত্র জ্যোতিষ চন্দ্রকে খুবই স্নেহ করতেন কারণ তার নিজের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। জ্যোতিষকে তিনি যতগুলি পত্র প্রেরণ করেছেন তার মধ্যে সাতটি এখনো পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রয়াত হবার পর প্রায় ২৫ বছর রাজলক্ষ্মী দেবী জীবিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা ঘরটি তিনি সংস্কার করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারের আরেকজন উল্লেখযোগ্য নারী হলেন তাঁর দিদি নন্দ রানী দেবী।

বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট মেয়ের নাম ছিল উৎপল কুমারী দেবী। আদর করে বাড়ির সবাই ডাকতো পলা। মতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাথে তার বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু মতীন্দ্রর চারিত্রিক ত্রুটি ছিল অনেক। তাই বঙ্কিমচন্দ্রে ও তার পত্নী খুবই মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতেন। মতীন্দ্র একদিন পলার সামান্য অসুখে ওষুধের নাম করে তাকে বিষ দিয়ে হত্যা করে, তারপর গলায় কাপড়ের ফাঁস বেঁধে নিচে দিয়ে কড়ি কাঠে ঝুলিয়ে দিয়ে প্রচার করে পলা আত্মহত্যা করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আক্ষেপ করতেন যে কেন তিনি বিষবৃক্ষ উপন্যাসে কুন্দনন্দিনের বিষ খেয়ে মরার বিষয়টি রেখেছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের কথা যেমন আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে জানতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারের মহিলাদের কথা সেইভাবে আলোচিত হয়নি

বিদায়বেলায় চোখ ভেজালেন আফগান কোচ জোনাথন ট্রট

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি ছিল তাঁর। সেই হিসাবেই কানাডার বিরুদ্ধে ম্যাচটি হয়ে রইল আফগানিস্তান দলের ডাগআউটে জোনাথন ট্রটের শেষ দিন। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ব্যাটার জোনাথন ট্রট গত চার বছর ধরে আফগান ক্রিকেটের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন যে বিদায়ের মুহূর্তে আবেগ সামলাতে পারেননি। কানাডাকে ৮২ রানে হারিয়েও সুপার এইটে উঠতে না পারার আক্ষেপ ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বড় ছিল বিচ্ছেদের কষ্ট।

২০২২ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ট্রট আফগান দলকে নতুনভাবে গড়ে তোলার কাজে নেমেছিলেন। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে দলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তাঁর কোচিংয়েই ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম বার সুপার এইটে উঠেছিল আফগানিস্তান। ফলে এ বারও প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হার শেষ পর্যন্ত পথ আটকে দেয়।

ম্যাচের পর সংবাদমাধ্যমের সামনে দাঁড়িয়ে ট্রট বললেন, তিনি আফগানিস্তানের প্রত্যেক ক্রিকেটারের অভাব অনুভব করবেন। মহম্মদ নবি ও রশিদ খানের মতো সিনিয়রদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাকে তিনি অসাধারণ বলে উল্লেখ করেন। তাঁর কথায় স্পষ্ট ছিল, সম্পর্কটা শুধু কোচ-খেলোয়াড়ের সীমায় আটকে থাকেনি; তৈরি হয়েছিল এক পারিবারিক বন্ধন। তালিবান শাসনে ফেরা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের এই দলটিকে একসূত্রে বেঁধে রাখা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু ট্রট সেই কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন নিখুঁতভাবে।

জাতীয় দলের কোচিং মানে কেবল টেকনিক শেখানো নয়; বরং 'ম্যান ম্যানেজমেন্ট'ই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ভিন্ন চরিত্র, ভিন্ন মানসিকতা ও ভিন্ন দক্ষতার ১৫-২০ জন ক্রিকেটারকে এক লক্ষ্যে বেঁধে রাখা, তাদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াই আসল কাজ। ট্রট এই জায়গাতেই আলাদা হয়ে উঠেছিলেন। খেলোয়াড়দের ভুল শুধরে দেওয়া, প্রয়োজনীয় কৌশল ঠিক করা এবং প্রতিপক্ষ বিশ্লেষণে তাঁর দক্ষতা দলকে এগিয়ে নিয়েছিল।

কানাডা ম্যাচের পর সাজঘরে যে দৃশ্য দেখা গেল, তা যেন ট্রটের কাজেরই স্বীকৃতি। জয় উদ্ যাপনের মাঝে মুজিব উর রহমান, দারউইশ রাসুলি, রহমানুল্লাহ গুরবাজরা প্রিয় কোচকে ঘিরে রেখেছিলেন। হাসি, গান আর নাচের মধ্যেও ছিল বিদায়ের বিষাদ। সেই মুহূর্তের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, আর বোঝা যায়- এই সম্পর্ক ছিল হৃদয়ের।

আফগানিস্তান হয়তো এ বার প্রত্যাশিত সাফল্য পেল না, কিন্তু ট্রটের চার বছরের অধ্যায় দলকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। তাঁর বিদায় কেবল একজন কোচের প্রস্থান নয়, বরং একটি পরিবারের প্রিয় সদস্যকে হারানোর মতোই আবেগঘন এক মুহূর্ত। আফগান ক্রিকেটের ইতিহাসে এই অধ্যায় তাই দীর্ঘদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

'আমরা যে কোনও দলকে হারাতে প্রস্তুত'! সুপার এইট-এর আগে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ভারতের দুই প্রতিপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ সুপার এইটে ভারতের পথ যে মোটেই মসৃণ হবে না, তা স্পষ্ট করে দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবোয়ে। দুই দলের অধিনায়কই জানিয়ে দিয়েছেন;তারা বিশ্বকাপে অংশ নিতে নয়, শিরোপা জেতার লক্ষ্য নিয়েই নেমেছে। ফলে সুপার এইটে নামার আগেই ভারতকে কার্যত সতর্কবার্তা দিল তারা। গ্রুপ সি-তে চার ম্যাচের সব ক'টিতেই জিতে দাপট দেখিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কলকাতার ইডেনে শেষ ম্যাচে ইতালিকে হারানোর পর অধিনায়ক শাই হোপ স্পষ্ট বলেন, তাঁর দল বদলে গিয়েছে। আগের মতো শুধু বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের উপর নির্ভর নয়, এখন তারা আগ্রাসনের সঙ্গে বুদ্ধিকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। হোপের কথায়, দলের প্রত্যেক সদস্য নিজের ভূমিকা জানে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলতে শিখেছে। বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে শুরুতেই পিছিয়ে পড়লে ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন- এই বাস্তবতাও মাথায় রেখেই তারা পরিকল্পনা করছে। ভারতের বিরুদ্ধে খেলাটা যে সহজ হবে না, তা হোপ স্বীকার করেছেন। দেশের মাটিতে ভারত সবসময়ই ভয়ংকর প্রতিপক্ষ। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর আগের দল নয় বলেই আত্মবিশ্বাসী তিনি। খুব বড় পরিবর্তন না এলেও মানসিকতা ও দলগত বোঝাপড়ায় উন্নতি হয়েছে। তাঁর স্পষ্ট বার্তা;'আমরা খেলতে নয়, জিততে এসেছি।'

একই সুর শোনা গিয়েছে জিম্বাবোয়ে-এর অধিনায়ক সিকন্দর রাজা-র গলাতেও। অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কার মতো শক্তিশালী দল থাকা গ্রুপে শীর্ষে শেষ করেছে জিম্বাবোয়ে। দু'দলকেই হারিয়ে তারা প্রমাণ করেছে, এই বিশ্বকাপে তারা শুধুই

অংশগ্রহণকারী নয়। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়াকে ছিটকে দিয়ে সুপার এইটে ওঠা তাদের আত্মবিশ্বাস কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তবু সিকন্দর নিজেকে 'আন্ডারডগ' বলতেই স্বচ্ছন্দ। তাঁর মতে, এতে চাপ কম থাকে এবং দল স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারে। টস বা প্রতিপক্ষ নিয়ে বাড়তি চিন্তা না করে নিজের প্রস্তুতির উপরই জোর দিচ্ছেন তিনি। দলের সকলকে পরিষ্কার বার্তা দিয়েছেন;বিশ্বকাপে প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হবেই, তাই ভয় পেলে চলবে না। নিজেদের সেরাটা দিতে পারলেই যে কোনও দিন যে কোনও দলকে হারানো সম্ভব। সুপার এইটে ভারতের গ্রুপে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২২ ফেব্রুয়ারি অহমদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে, ২৬ ফেব্রুয়ারি চেন্নাইয়ে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে এবং ১ মার্চ কলকাতার ইডেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজরে বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। তার আগে দুই প্রতিপক্ষ অধিনায়কের আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য স্পষ্ট করে দিল;ভারতের জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন লড়াই। সূর্যকুমার যাদবদের সামনে তাই শুধু প্রতিপক্ষ নয়, চ্যালেঞ্জও সমান তীব্র।

শীর্ষ দল এক গ্রুপে, রানার্স দল অন্য গ্রুপে! কেন বিশ্বকাপের মতো ইভেন্টে এমন গ্রুপ বিন্যাস? বিতর্কে আইসিসি

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ গ্রুপ পর্ব শেষ হওয়ার আগেই চূড়ান্ত হয়ে যায় টি-২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটের আট দল। কিন্তু দল চূড়ান্ত হতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। কারণ সুপার এইটের গ্রুপ বিন্যাসে দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত এক সমীকরণ;চার গ্রুপের শীর্ষ চার দল এক গ্রুপে, আর চার গ্রুপের রানার্স আপ দল অন্য গ্রুপে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, সেরা দলগুলি কেন একই গ্রুপে? তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলগুলির জন্য পথ কি সহজ করে দেওয়া হল?

সুপার এইটের এক গ্রুপে রয়েছে ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবোয়ে। অন্য গ্রুপে নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান। নিয়ম অনুযায়ী দুই গ্রুপের শীর্ষ দুই দল সেমিফাইনালে উঠবে। কিন্তু এই বিন্যাস নিয়েই সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

আসলে এবার সুপার এইটের গ্রুপ বিন্যাস আগেই নির্ধারণ করে রেখেছিল আইসিসি। অর্থাৎ কোন দল সুপার এইটে উঠলে কোন গ্রুপে পড়বে, সেটি আগেভাগেই ঠিক করা ছিল আইসিসির ক্রমতালিকা বা র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'প্রি-সিডিং'। বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্টে আগে সাধারণত এমন ব্যবস্থা দেখা যায়নি। অতীতে সুপার এইট বা দ্বিতীয় পর্বের গ্রুপে প্রথম পর্বের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলগুলিকে মিশিয়ে দেওয়া হত, যাতে ভারসাম্য বজায় থাকে।

কিন্তু এবার প্রি-সিডিংয়ের ফলে প্রথম পর্বের শীর্ষ দলগুলিকেই একে অপরের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াইয়ে নামতে হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নিজেদের গ্রুপে প্রথম হয়েও দক্ষিণ আফ্রিকাকে ভারতের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। অন্যদিকে গ্রুপে দ্বিতীয় হয়েও নিউজিল্যান্ড তুলনামূলক সহজ গ্রুপে জায়গা পেয়েছে। এতে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে গ্রুপে প্রথম হওয়া বা দ্বিতীয় হওয়ার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

আরও বড় প্রশ্ন উঠেছে গ্রুপ পর্বের শেষ দিকের ম্যাচগুলি নিয়ে। যেহেতু আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল কোন দল সুপার এইটে গেলে কোথায় খেলবে, তাই গ্রুপে শীর্ষস্থান দখলের বিশেষ কোনও বাড়তি সুবিধা ছিল না। বড় দলগুলি আগেই পরবর্তী পর্ব নিশ্চিত করে ফেলায় শেষ কয়েকটি ম্যাচ কার্যত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। দর্শক ও ক্রিকেটবিশেষজ্ঞদের মতে, এতে টুর্নামেন্টের প্রতিযোগিতামূলক আকর্ষণ কিছুটা কমেছে।

তবে আইসিসির যুক্তি ভিন্ন। তাদের দাবি, এবার ২০ দলের বিশ্বকাপ দুই দেশ জুড়ে আয়োজন করা হয়েছে। এত বড় টুর্নামেন্টে ভ্রমণ, অনুশীলন, সম্প্রচার ও নিরাপত্তা;সব মিলিয়ে বিশাল লজিস্টিক্যাল পরিকল্পনা প্রয়োজন। সেই কারণে আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল কোন দল কোন ভেন্যুতে খেলবে। এতে সূচি ও আয়োজন অনেক সহজ হয়েছে বলে দাবি আইসিসির।

তবুও বিতর্ক থামছে না। অনেকের মতে, ক্রিকেটে ন্যায্য প্রতিযোগিতার স্বার্থে গ্রুপ বিন্যাসে ভারসাম্য রাখা জরুরি। প্রি-সিডিং পদ্ধতি হয়তো আয়োজনের সুবিধা দিয়েছে, কিন্তু প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় কিছুটা প্রভাব ফেলেছে বলেই মনে করছেন সমালোচকেরা। এখন দেখার, মাঠের লড়াই শেষ পর্যন্ত এই বিতর্ককে কতটা চাপা দিতে পারে।

ক্রিকেট ছেড়ে এবার হকিতে নকভি

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ ক্রিকেট ছেড়ে এবার দেশের হকিতে মন দিলেন মহসিন নকভি। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য ৩ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা (ভারতীয় মুদ্রায়) পুরস্কার ঘোষণা করেছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়া সফরে চরম অব্যবস্থা নিয়ে মুখ খুলে দু'বছরের জন্য সাসপেন্ড হওয়া অধিনায়ক শাকিল বাটের শাস্তি প্রত্যাহারেরও উদ্যোগ নিয়েছেন পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়কমন্ত্রী (স্বরাষ্ট্র) নকভি। অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফেরার পর লাহোর বিমানবন্দরে পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের (পিএইচএফ) বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন শাকিল। জানিয়েছিলেন, হকি কর্তাদের হুঁশিয়ারির কথাও। অধিনায়কের একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগের প্রেক্ষিতে সেদিনই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তবু পরের দিনই শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে শাকিলকে দু'বছরের জন্য সাসপেন্ড করে পাকিস্তান হকি ফেডারেশন। পরিস্থিতির চাপে পিএইচএফের সভাপতি পদে ইস্তফা দেন তারিক বুগতি। পরিস্থিতি সামলাতে নিজে হস্তক্ষেপ করেন প্রধানমন্ত্রী শরিফ। পিএইচএফের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি নিয়োগ করেন মহিউদ্দিন আহমেদ ওয়ানিকে। বিশেষ দায়িত্ব দেন নকভিকে।